মঙ্গল[illegible]ী

মঙ্গলময়ী।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র প্রণীত।

PRINTED BY P. SIRCAR, ANGLO-SANSKRIT PRESS,
51, SANKARITOLA, CALCUTTA,
1907.

মূল্য বার আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বরদাকান্ত	... ...	রঙ্গপুরের জমিদার।
মন্মথ	... ...	পল্লীগ্রামস্থ একটী যুবক।
পীতাম্বর	... ...	বরদাকান্তের দেওয়ান।
কালীবাবু	... ...	বরদাকান্তের মোসাহেব।
উত্তমানন্দ	... ...	মঙ্গলময়ীর মোহন্ত।
মহারাজ	... ...	একজন ধনী যুবক।
হরিদাস	... ...	রঙ্গপুরের মঙ্গলময়ীর নায়েব।
বিমলানন্দ	... ...	সন্ন্যাসী মন্মথ।

প্রতিবেশীগণ, প্রজাগণ, গুরুদেব, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সাবিত্রী	... ...	বরদাকান্তের স্ত্রী।
নীরদা	... ...	মন্মথের স্ত্রী।
শান্তকুমারী	... ...	সাবিত্রীর ননদিনী।
গঙ্গাজল	... ...	বৃদ্ধ বেশ্যা।

নাপ্‌তে বৌ, প্রতিবেশিনী, ইত্যাদি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫	৯	অঙ্গ	অঙ্ক
৮	২১	তবে	তার
২২	১২	উচৈচ্চস্বরে	উচৈচ্চঃস্বরে
,,	১৪	লোকালয়ে	লোকালয়,
২৩	৩	শোণার	সোণার
২৪	১৩	সব নির্দ্ধন—	সব, নির্ম্মল
৩১	১২	হাত	হাতে
৩৬	২২	কেহ	কেউ
,,	২৩	অলক্ষণ	অলক্ষণা
,,	২৪	বিধবা	ও
৫২	৫	বাড়ী	বাড়ীতে
,,	৬	এঁকে	ওঁকে
৬১	২০	করাই	করাইয়ে
৮১	১৭	না	হা
৮৮	৯	নিত্য	নিত্যা
,,	১১	হৃদয়ে	হৃদয়
,,	ঐ	কর	স্বর
১১৭	১	দেব মূর্ত্তি	দেবমূর্ত্তি
১১৯	১৭	করে মার	করে ; মন্মথ মার

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

পল্লিগ্রাম—মাঠের পথ।

কালী বাবু ও নাপীত বৌ।

না বৌ। (হাসিতে হাসিতে) অত আশা কেন?

কা। তোমার মুরুব্বিয়ানার জোরে।

না বৌ। (হাসিতে হাসিতে) আমি কি কল্পতরু?

কা। কেবল আমার বেলাই নও, নয়ত যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালাও।

না বৌ। কেন, আমি কার্ কি কচ্চি?

কা। দেখ, ও কথা বলো না, তুমি মনে কর আমি কিছু জান্‌তে পারি নি।

না বৌ। (গম্ভীর ভাবে) কি জেনেছো? বলো না।

কা। বল্‌বো—বল্‌বো, তবে বলি—মন্মথের—

না বৌ। (জিব কাটিয়া) চুপ্ চুপ্ সে কোথায় কি! কোথায় কি!

কা। (গম্ভীর ভাবে) তাইত ভাবছি একবার মন্মথের সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে।

না বৌ। তা হ'লে জমীদারের বাড়ীমুখো আর হ'তে হবে না।

কা। সেখানে আর বেশী দিন নয়। রস শুকিয়ে এসেছে। নাপ্‌তে বৌ, দেখ, এখনও দিন্ রাত হয়। তবে কি না জমীদারের স্ত্রী বড় লক্ষ্মী, তাই এত দিন চল্‌ছে ; ও বাড়ী মুখো হ'তে ও আমার আর সাধ নেই।

না বৌ। দেখুন্ কালীবাবু, ওসব মতলব ছেড়ে দিন (হস্ত ধরিয়া) আপনি যা চান্, তাত পেলেই হ'ল।

কা। সে আশা এখন বড় কচ্চি না।

না বৌ। অত হতাশ কেন ? মাস খানেক দেরি করুন— দেখুন মিলে কি না।

কা। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ (প্রস্থানোদ্যম)

না বৌ। (হস্ত ধরিয়া) মাইরি—মাইরি আমি মিছে কথা বল্‌ছিনে। আমি আগে আপনার কায করে দিয়ে তবে অন্য কাযে হাত দিব। (গাত্র স্পর্শ করিয়া) এই আপনার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি আমি আপনার কায কর্ব্বো-কর্ব্বো-কর্ব্বো, আপনি কিন্তু কিছু গোল কর্‌বেন না।

কা। হ্যাঁ-গো-হ্যাঁ ; চাপ পড়লেই সকলে বাপ বলে।

না বৌ। আপনি পনরটা দিন চুপ করুন্, দেখুন আপনার কায হয় কি না।

কা। দেখ মন্মথ বড় গোবেচারা তার সর্ব্বনাশ ধর্ম্মে স'বে না।

না বৌ। সর্ব্বনাশ তার আগে হ'তে হ'য়ে আছে। মাগ ভাতারে কি বনিবনাও আছে ?

কা। তাতে আবার তুমি জুটেছো—ছি, কাযটা ভাল হ'চ্ছে না।

না বৌ। দেখুন, যে যেম্‌নি কায কর্‌বে সে তেম্‌নি তার্ ফল ভুগ্‌বে, তা'তে আপনারই বা কি আমারই বা কি ? আপনি

কিন্তু কিছু গোল করবেন্ না (মস্তকের উপর হস্ত লইয়া গিয়া) বলুন্, আমার মাথায় হাত দিয়ে বলুন আপনি কিছু গোল করবেন্ না।

কা। তুমি গোল না কর'লে গোল হবে না।

না বৌ। আচ্ছা আপনি পনরটা দিন দেখুন।

কা। আচ্ছা গো আচ্ছা আমার হাতের তীর ত হাতেই রইলো।

না বৌ। আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখ্বে যে গোল কর্‌বে।

কা। আচ্ছা, আচ্ছা (বলিতে বলিতে প্রস্থান)

না বৌ। (যাইতে দেখিয়া) যাও, তোমার মাথা খেতে পারি তবে আমি নাপ্‌তে বৌ (ফিরিয়া) এ ঠিক বাম্‌নি বেটীর কাজ, বাম্‌নি বেটী ভারি সতী ফলান ফলায়; তোমার রাঁধুনি বাম্‌নি গিরি আমি বিশ্ ঝাঁটায় ঘুচাব। মনে কর বুঝি কেউ কিছু বুঝ্‌তে পারে না; কত ধানে কত চা'ল তাত বাছা এখনও দেখনি, আচ্ছা দেখি। [প্রস্থান।

২য় দৃশ্য।

মন্মথের বহির্বাটী।

কক্ষমধ্যে মন্মথ।

রাগিণী দেশ তাল তিওট।

ম। দে দে মা হৃদে বল,
থেকে থেকে কেন হই মা পাগল।
কেন মা এমন ক'রে, শাসিতেছ বারে বারে;
কি দোষে কিসের তরে এত মা সহি কেবল।
সদা ডাকি মা মা বলে, কোন সাড়া নাহি মিলে;
মা হ'য়ে মা এমন হ'লে, সন্তানে কি করে বল।
কি ভীষণ রূপ ধরে, পুরি অন্ধকার ঘরে
নৈরাশ্য নিঠুর করে, ছিঁড়িতেছে মর্ম্ম স্থল।
যাতনায় প্রাণ যায়, মা-মা-মা কোথায়
মরি একা অসহায় দারুণ সংসারানল।

(কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর) না—এজগৎ আমার নয়; আমার জন্য সৃষ্ট হয় নাই; এ পয়সার জগৎ—এখানে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সকলি পয়সা। এস্থল আমার মত নির্ধনের জন্য নয়, উদয়াস্ত দারুণ পরিশ্রম করে যে মানুষের মত রোজগার করতে পারে না, তার এখানে থাকা উচিত নয়; কিন্তু কি করি—তেত্রিশ কোটি দেবতা সাক্ষ্য করে অগ্নি সমক্ষে তার জীবনের ভার গ্রহণ করেছি, এখন কষ্ট দেখে বিমুখ হ'লে চলবে কেন? জলভ্রমে মরীচিকা পানে ছুটে গিয়ে এখন তৃষ্টায় ছট্‌ফট্ করলে হবে কেন? নৈরাশ্য যে জীবনের নিয়ম, যে জীবনে কখন একটী মাত্র আশা ফলবতী হয়

নি, সে জীবনে সুখের আশা—শান্তির বাসনা—বিবাহ !! কি ভ্রম ! কি মূর্খতা ! আমার স্ত্রী আমার মুখের দিকে চাবে ; আমায় যত্ন করবে ; আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হবে, আমার হৃদয়ে সন্তোষ আসবে ! এ যে বিধির বিধির প্রতিকুল। তা ঠিকই হয়েছে—বেশ্যা হবে—কেন হবে না ? সুরম্য অট্টালিকাবাস, হীরা মুক্তায় অঙ্গ আচ্ছাদন—মহা মহা লোকের কোমল করের পদসেবা—যদি সামান্য সমাজ বন্ধন ছিন্ন কর্‌লে পাওয়া যায় তবে কোন্ রমণী আমার মত হতভাগ্যের নীরস অঙ্গের লক্ষ্মী হ'য়ে থাক্‌বে ? বেশ্যা হবে—সবে বলেছে, হ'লেই বা কি করবো ? যাক্ ও সব কথা আর ধরে কাজ নেই। গঙ্গাস্রোতে গা ভাসান দেবার মত ঘটনা স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিই, যা হ'বার হোক—

(পত্র হস্তে ঝিএর প্রবেশ)

ঝি। বাবু, হরকরা এই চিঠি খানি দিয়ে গেছে (মন্মথের হস্তে পত্র দান) (ফিরিয়া আসিয়া) ভাত গুলি যে জল হ'য়ে গেল, বামুন দিদি কখন্ বেড়ে রেখে গিয়েছে।

ম। (পত্র পাঠ করিয়া) ঝি হয়েছে—কাল থেকে তোমায় আর এ কষ্ট পেতে হবে না।

ঝি। (অবরুদ্ধ ভাবে) আমার কি কষ্ট, আমার কি কষ্ট, ভাত গুলি জল হয়ে যাচ্চে তাইবল্‌চি।

ম। না, সে সব কিছু নয়, কাল থেকে আমার একটী নূতন চাকরি হ'ল, রাত্তিরে সেখানে থাক্‌তে হবে।

ঝি। ওমা ! তা বাড়ী আস্‌বেন্ কখন ?

ম। বাড়ী আর আসা হ'বে না ; ১০টার পর থেকে সমস্ত রাত্রি কাজ করতে হবে।

ঝি। খাবেন্ কোথা ?

ম। সে একটা বন্দোবস্ত কর্ব্বো ; আগে তোমার গিন্নিমার খান কতক গহনা কাপড় হ'ক, পোড়া কপাল পোড়া কপাল বলা ত একটু ঘুচুক, তার পর যা হয় হবে ; চল ঝি চল তোমায় খোলসা করে দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

ঝি। কি মানুষ বাপু! সোয়ামি এই সারাদিন খেটে এলো ; খাওয়া দাওয়া ওদিকে যাক্ মুখে জলটী পর্য্যন্ত দেয়নি আর তিনি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্চেন। পড়তেন আমাদের তার হাতে—কেমন ঘুমুতেন দেখতুম্। এ বাবু বড় ভাল মানুষ নাকি—তাই সব চলে গেল—যাক বাপু দাসীবাঁদী লোক—আমাদের ও সব কথায় কাজ কি—কিন্তু বাপু এমন মায়া কখন দেখিনি। [প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য।

ঠাকুর ঘরের সন্মুখের দালান।

সাবিত্রী ও শান্ত কুমারী আসীন।

শা। দ্যাখ্ বৌ, তুই ঠাট্টা তামাসা রাখ্ ; তুই দিন দিন বড় বিশ্রী হ'য়ে যাচ্চিস্। তোর সে রং নেই—সে গড়ন নেই—দিনদিন যেন কাটিটী হ'য়ে যাচ্চিস্—তুই দিন কতক বাপের বাড়ী-টাড়ী যা।

সা। ঠাকুরঝি, তোমার চোখের দোষ হয়েছে ; তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ না—আমায় ঐ কথা—আমি বড় মানুষের বৌ, বড় মানুষের পরিবার, আমার চা'ন্দিকে দাস দাসী—হিরা-মুক্তা ছড়াছড়ি—খাবার কষ্ট নেই, পরবার কষ্ট নেই, আমি কাটী হ'য়ে যাচ্চি—তুমি চোক্ দুটো মুছে ফ্যাল দেখি—দেখ্‌তে পাচ্চন; ঠাকুরঝি—দেখ্‌তে পাচ্চ না।

শা। দেখ্‌তে পাচ্চিনিই বটে—তোমায় দেখে দেখে আমার জ্ঞান গম্যি উড়ে গেল। হ্যাঁলা বড় মানুষের বাড়ীর পুরুষেরা কে কোথায় খাঁটি আছে বল দেখি ?

সা। তবে ঝুঁটোকে অত দর দেব কেন? সে রূপ, সে গড়নের দর অনেক বেশী।

শা। তা বলে পোড়া কাটীটী কে নেবে ?

সা। আগুন।

শা। তা হ'লেই সব হ'ল—সোয়ামিও বশ হ'ল আর তোমারও সুখ হ'ল।

সা। সুখ আর চাইনি ঠাকুরঝি (হস্তস্থিত লোহা গাছটী দেখাইয়া) এখন এই গাছটী কিসে হাতে থাকে তাই ভাব্‌চি; উনি যেরূপ বাড়িয়েছেন, তাতে যে ওঁর প্রাণ থাকে তা'ত আমার বোধ হয় না।

শা। দেওয়ান কাকা কি কিছু বল্‌তে পারেন না ?

সা। কে আর তার এলাকা রাখে ? এখন বড় হয়েছেন, বিষয় আশয় বাঁধা দিতে শিখেছেন; আর ত দেয়ানকাকার উপর তাঁর ভর নেই।

শা। বটে ! দ্যাখ বৌ, পাঁচ বেটা সঙ্গী জুটে সব মাটী করে। দাদা যাতে ঘরে আসে তা করতে পারিস ?

সা। কি করবো ঠাকুরঝি ? দেখা না পেলে ত কিছু কর্‌তে পারি নি।

শা। তুই এক কাজ কর্‌। বাগানে যা।

সা। তাও কি আমি না চেষ্টা করেছি—বাগানে সেঁধোবার কারুর হুকুম নেই।

শা। নাই রইলো হুকুম—জোর করে যাবি।

সা। সে দরওয়ানটা ভারি পাজি। তারি বা দোষ কি? সে যেমন হুকুম পেয়েছে তেমনি কাজ করে।

শা। দেওয়ান কাকা, যেতে পারেন না?

সা। দেওয়ান কাকা সে দিকে যান্ না—একবার নাকি কি অপমান হয়েছিলেন।

শা। তবে উপায়?

সা। (দেবী মূর্ত্তিকে দেখাইয়া) উপায় উনি।

(হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঝিএর প্রবেশ)

ঝি। গিন্নি মাগো আবার কি হয়েছে—বাহিরে দারোগা বরকন্দাজ সব গিস্ গিস্ কর্‌ছে? লোকে লোকারণ্যি।

সা। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে?

শা। দেওয়ান কাকা কোথায়?

ঝি। কি জানি কে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, বাবু নাকি তার ভেতরে আছেন।

সা। ঠাকুরঝি, এ যাত্রা আর নিস্তার নেই? এই সে দিন এক কাণ্ড নিয়ে কি কেলেঙ্কারি হ'য়ে গেল—কত টাকা বেরিয়ে-গেল—আবার এই এক কি উপস্থিত।

শা। কে রে? কে গলায় দড়ি দেছে—মেয়ে মানুষ না পুরুষ মানুষ?

ঝি। মেয়ে মানুষ।

শা। কি হয়েছে রে?

ঝি। কি জানি দিদি-বাবু; তবে নাকি বাবুর সঙ্গে কি ছেলো—তার সোয়ামি নাকি টের পেয়ে তারে মেরে ফেলে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে। শুনলে গায় কাঁটা দেয়, দিদিবাবু, কাঁটা দেয়। বাবু কেন এমন সব কাযে থাকেন, বাপু।

সা। হয়েছে— আবার ঢলা-ঢলি—ইচ্ছা হয় ঠাকুর ঝি গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

শা। তাইত বৌ—দাদার বড় গেরো দেখ্‌ছি, কি হবে?

সা। কি হবে কি জানি?—প্রাণের ভিতর বড় কেমন কচ্চে—এখন সব প্রাণে প্রাণে বেচে থাকলে বাঁচি।

শা। চল্‌ দেখি বাহিরের দিকে যাই।

সা। আমার পা উঠে না।

শা। আরে আয়না। অত হালকা হ'লে চল্‌বে কেন।
(সাবিত্রীর হাত ধরিয়া শান্ত কুমারীর প্রস্থান ঝিএর প্রস্থান।)

৪র্থ দৃশ্য।

মন্মথের অন্তঃপুর।

নীরদা আসীন।

নী। সকলি অদেষ্ট—সকলি অদেষ্ট—আমি কেন জমিদারের মাগ হলুম না—আমার চেয়ে কি জমীদারের মাগ্‌ সুন্দর? অমন যত্নে থাকলে আমার ও ঢের রং ফুটে বেরুতো। যাই হোক জমীদার মশাইত আমাকে তার কত্তে সুন্দরী দেখেন।

নাপ্‌তে বৌএর প্রবেশ।

এই যে নাপ্‌তে দিদি।

না বৌ। হ্যাঁ বাপু; ঘরে আর তিষ্টুতে পারিনি—তুমি যে তারে কি করেছ তা আমি বল্‌তে পারি নি—তোমার কথা কইলে তিনি ভাল থাকেন, তোমার বাড়ীর দিকে মুখ ফিরালে তিনি সুস্থ হন—রাত দিন তোমা ছাড়া আর কথা নেই—

কেবল কেমন্ মুখ, কি চোখ, কেমন্ রং; কি গড়ন এই হচ্চে—এই কাপড় খানি (বারাণসী কাপড় দেখাইয়া) নিয়ে, কিছু যদি না হয়, পঞ্চাশ বার আমার বাড়ী আনাগনা করেছেন। এইখানি পর্‌লে তার্ কি বাহার খুল্‌বে—কি রং এর খোলতাই হবে এই বলেই সারা—ন্যাও বোন্ এই কাপড় খানি নেও—প'রে একবার তারে দেখা দেও; তার প্রাণটা জুড়ুক। পোড়া পরমেশ্বরের ত আক্কেল নেই—তোমাকেই জমীদারের মাগ করে দিলেই হ'ত।

নী। ও আর বোলনা বোন। বাবা আমার ভাল ছেলে খুঁজেছিলেন—ভাত কাপড় ত দেখেন্ নি—বল্‌তে কি, নাপতে দিদি চিরকালটা দুখে হাড় বেটে গেল—না পেলুম্ খেতে না পেলুম পর্‌তে, না পেলুম্ দুটা মনের সাধে কথা কইতে—দিন রাতই মুখ গোমড়া—গা জ্বলে যায়—এদিকে ত লোকের কাছে মুখ দেখাবার যো নেই, এক খানি ভাল কাপড় নেই—একখানা গয়না নেই—চিরকালই যেন বাঁদি।

না বৌ। তাত বটে। তাইত তিনি বলেন আর কাঁদেন যে ও রত্ন কি ও ঘরে থাক্‌বার যুগ্যি।

নী। ও কথা আর বোলনা দিদি। চুপ কর; ঝিমাগীটা আসছে।

(ঝিএর প্রবেশ)

ঝি। ওমা, বাবুর কি আজ চাল্ নেওয়া হবে?

নী। চুলো জানেন। আস্‌বেন কি না আসবেন তা এক বার বলেও যেতে পারেন না—দেখ দেখিনি আক্কেল।

না বৌ। তাত বটেই—কত্তা কি রাতত্তিরে বাড়ী আসেন না।

ঝি। কেমন করে আস্‌বেন—রাতত্তিরেই যে কায।

না বৌ। রাতভিয়ে কায ? কি কায ?

নী। কি ছাপাখানায় রিডারি না ফিডারি।

না বৌ। তবে ভাল (হাঁসিয়া) আমি বলি বুঝি এত দিনের পর চিনি ছেড়ে চিটে গুড়ে রুচি হ'ল।

ঝি। ওকথা বলো না। চাঁদের গায়ে মলা আছে ত আমাদের বাবুর গায় মলা নেই।

নী। যা যা, মাগী আপনার কাযে যা—তোর আর ন্যাকাপনা করতে হবে না—আজকার মত চা'ল নিগে যা—কাল থেকে যা হয় করা যাবে।

(বিমর্ষ ভাবে ঝিএর প্রস্থান)

না বৌ। তবে এখন কুঞ্জবন শূন্য—ও হরি।

নী। কুঞ্জবন আমার চিরকালই শূন্য—তিনি থাকলে ও যা—না থাকলেও তা। আমার এ জন্মে সুখ নেই।

না বৌ। বালাই—বালাই—তুমি রাজরাণী হ'বে ধনের গাদার উপর বসে থাকবে।

নী। এ কাটাময় নয়।

না বৌ। কেন ? এ বুঝি সোজা কাটাম দেখছো—একি এমনি তেমনি ধন।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল কাওয়ালি

এ কি এম্‌নি তেম্‌নি ধন এযে সাত রাজার রতন
এরে পেলে চায় কি কিছু রসিক সুজন।
এযে চাঁদের কিরণ প্রাণের সঙ্গীত মোহন
কুসুম সৌরভ যেন হাসিটী রঞ্জন।
এ ছুঁলে যাতনা যায় মন প্রাণ ঠাণ্ডা হয়
মনে হয় এ ধরায় স্বর্গ আগমন।

এ গানটী কার জান ?

নী। (হাসিয়া) জমীদার মশাইএর।

না বৌ। দেখ বোন্ প্রাণে প্রাণে মিলার গুণ দেখ—দেখাটী পর্য্যন্ত হয় নি তবু এ ওর প্রাণের কথা বুঝে ওএর প্রাণের কথা বুঝে—তা একবার এই কাপড় খানি পরে দেখা দিবার কি হবে ?

নী। বড় ভয় করে—যদি কেউ দেখতে পায় ?

না বৌ। কিসের ভয়—আমি আর তারে ধরে রাখতে পারিনে—শুনবে তার আর একটী গান শুনবে ?

রাগিণী—তাল আড়াখেমটা

আহা আহা কি মুখ খানি
মনে হয় বুকে রেখে হেরি দিবা রজনী
কিবা ভুরু কি নয়ন কিবা ওষ্ঠ কি জঘন
যত হেরি তত মরি ভুলিতে যে পারিনি
দয়াময়ী দয়া কর, ওরূপে কি বিষধর
রক্ষা কর—রক্ষা কর—প্রাণে আর বাঁচিনি ॥

নী। তোমার এতও মনে থাকে।

না বৌ। আরে আমাকে যে পাখী পড়াবার মত পড়ায়। আমার বাড়ীতে যাও তো দেখতে পাও তিনি কি করেন—আমার বোধ হয় এমন করে আর কিছু দিন থাকলে তিনি খেপে যাবেন।

নী। নাপ্‌তে দিদি, বুকের ভিতর বড় গুর গুর করে।

না বৌ। ভয় কি—এমন করে কায কর্ব্বো কাক কোকিলে টের পাবে ? তার উপর ত আজ কাল ঘর খালি—যাক সে আমি যা হয় কচ্চি, বেলা গেল তুমি কাপড় কাচগে ; আমি এখন আসি।

নী। হ্যাঁ যাই। [উভয়ের প্রস্থান

৫ম দৃশ্য।

বরদা কান্তের বাগান বাটী।

বরদা আসীন।

ব। (বাঁয়া তবলা বাজাইতে বাজাইতে চিন্তিত মনে) (স্বগত) টাকায় কি না হয়—রাজার মাগ পাওয়া যায় এ ত পুটে তেলি;—ছুড়িটা কিন্তু বড় ভুগিয়েছে;—কিন্তু যাই হোগ জিনিসটী বড় খাসা; আচ্ছা,—ধড়িবাজ নাপ্‌তে বৌ;—এবার বেটী অনেক টাকা চাবে দেখ্‌ছি; লাগে লাক টাকা দেবে গৌরীসেন; এখন সন্ধ্যাটা হলে বাঁচি—দিনটা যেন আর যেতে চায় না।

নাপ্‌তে বৌএর প্রবেশ।

এই যে এই তোমার নাম কচ্ছিলুম—

না বৌ। আমি ও তাই কামড় খাচ্ছিলুম; এখন আমায় বিদায় কর।

ব। বাপ্‌রে;—এ প্রাণ থাক্‌তে নয়;—তুমি আমার বিন্দে দূতি।

না বৌ। আচ্ছা তা আমায় কর আর নাই কর,—তোমার ঐ পিয়ারের কালীকে বিদায় কর দেখি।

ব। কেন আজ তার উপর কোপ পড়লো কেন!

না বৌ। না, এ সব ঠাট্টা তামাসা নয়; ও এ বিষয় কিছু কিছু জানতে পেরেছে; ও থাক্‌লে তোমার সুবিধা হবে না।

ব। তার আর কি! এখনি দূর করে দিচ্ছি।

না বৌ। (জিব কাটিয়া) না—না—না—এমন কাজ ও করে; এখনি সব বেরিয়ে পড়বে।

ব। তা ও জান্‌লে কেমন করে!

না বৌ। আর কে? ঐ রাধুনি মাগীটা বলেছে;—ওটার সঙ্গে কালী বাবুর পিরীত বড় জমকালো।

ব। রাধুনী মাগী জান্‌লে কেমন করে?

না বৌ। এ আর বুঝতে পারলে না—কাযের কাযী তাই।

ব। তা এখন কি হবে?

না বৌ। হবে আর কি;—যা বলি তাই শুনুন;—কিন্তু টাকা চাই;—রাধুনি মাগীর মুখ বন্দ করতে হবে;—আর কালী-বাবুকে, দেখুন, ও একটা মেয়ে মানুষের কথা আমায় বলেছে; আমি তাকে একটা জাগায় নিয়ে যাব;—কালীবাবুও সেখানে যাবে; স্ত্রীলোকটা চেঁচামেচি করবে;—তুমি দারোগাকে ঠিক ঠাক করে রাখ্‌বে;—সে এসে মেয়ে মানুষের জাত খেতে গিয়েছে বলে ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

ব। ব্যাপার বড় গুরুতর হবে।

না বৌ। এ না করলে উপায় নেই;—ভারি বিপদ হবে;—গ্রামে তিষ্টুতে পার্ব্বে না।

ব। অনেক টাকার খেলা—

না বৌ। তবে আমার দোষ নেই—আপনার কোন বিপদ আপদ হ'লে আমি জানি না—বলে খালাস হলুম (প্রস্থা-নোদ্যম)—

ব। বলি অত চটো কেন; দাঁড়াও না—

না বৌ। আমায় পথ দেখ্‌তে হবে না?—আপনার কি? পয়সার জোরে তরে যাবেন;—আমার কি আছে!—(পুনঃ (প্রস্থানোদ্যম)—

ব। আরে শোনই না;—তুমি যা বলছো তা করলে ত আর

কিছু হবে না ;—তুমি দিন-টিন ঠিক-ঠাক বলে যেও আমি এ দিকে সব বন্দোবস্ত কচ্ছি।

না বৌ। আচ্ছা, আমার কাযে কোন ক্রটী হবে না;—আপনার কিছু বেঠিক না হয়। কালীকে না ঐ রকম করে সরাতে পাল্লে ভারি বিপদ, ভারি বিপদ।

ব। আচ্ছা। তোমার বলিহারি বুদ্ধি, বাবা।

না বৌ। এ কাজ গুলো কি বড় সোজা।

ব। এ ছুড়ীটা কিন্তু বড়ই কষ্ট দিলে।

না বৌ। সাগর না ছেচলে বুঝি রতন মিলে—জিনিসটী কেমন ?

ব। সেই জন্যেই ত মরে আছি।

না বৌ। তবে আমি যাই; যেন কিছু গোল মাল না হয়।

ব। হ্যা, আমি কেবল একবার কল্‌কেত্‌ থেকে আস্‌বো।

না বৌ। আচ্ছা, তবে এখন আমি আসি (হাসিয়া) সন্ধ্যাও হয়ে এলো।

ব। (হাসিয়া) হ্যা, আমিও যাই—

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

ছাপাখানা—নিভৃত কক্ষ।

কাষ্ঠাসনে মন্মথ আসীন।

ম। (আপনাকে তন্দ্রাবিষ্ট দেখিয়া স্বগত) দেহ, এখনও তোমার সুখের ইচ্ছা গেল না;—এখনও তুমি বিশ্রাম চাও।

(প্রুফ হস্তে জনেক কম্পোজিটারের প্রবেশ।

কম্প। (মন্মথের পার্শ্বে ছোলা দেখিয়া) আজ ও কি আপনার ছোলা?

ম। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার আর কি খোরাক! এই যে মিলে এই ঢের।

কম্প। আপনার ক্ষমতাকে ধন্যি; আপনি কেমন করে না খেয়ে থাকেন!

ম। (মস্তক নত করিয়া) (নম্রস্বরে) প্রাণের জ্বালার কাছে পেটের জ্বালা নয় (ঈষৎ উচ্চৈস্বরে) এখন দেও ক গেলি প্রুফ এনেছ (হস্ত প্রসারণ)

ক। (হস্তে প্রুফ দিয়া) আজ প্রথমেই আপনার গ্রামের এক খবর, আপনি কি কিছু জানেন?

ম। আমার গ্রামের? আমি ত কিছু জানি না; কি খবর?

ক। আপনার গ্রামের পাশের গ্রাম—ঠিক আপনার গ্রামে নয়; এই দেখুন না।

ম। (উচ্চৈস্বরে পাঠ) গত কল্য বঙ্গপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত রায় চৌধুরির জনেক আমলা কালীনাথ বন্দোপাধ্যায় বল পূর্ব্বক কোন ভদ্র মহিলার উপর অত্যাচার

করিতে যাইতেছিলেন পুলিশ জানিতে পারিয়া তাহাকে ধৃত করিয়াছেন ; বিচার অতি সত্বরেই হইবে।

ক। এই রকম অত্যাচার আজকাল বড়ই শোনা যায়—কিন্তু এর একটা কিছু হচ্চে না।

ম। লোকের স্বভাব ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে যাচ্চে ;—আমরা এখন না হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান না কিছু ;—ধর্ম্ম বন্ধন না থাকলে এসব অত্যাচার দমন করা বড়ই কষ্টকর।

একজন দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বা। (মন্মথের প্রতি লক্ষ করিয়া) আপ্‌কো মোকাম্ সে একঠো জেনানা আদ্‌মি আপকে সাৎ মালাকাৎ মাংতা হায় ও বহুৎঘড়ি আয়া, বৈঠা হায়।

ক। আপনি বাড়ী যান নি তাই বোধ হয় খবর নিতে এসেছে ; আপনি বাড়ীতে কোন খবর দেননি ?

ম। খবর দিবার দরকার তত নেই—আচ্ছা হাম যাতা হায়।

দ্বা। যো হুকুম মহারাজ।

(প্রস্থান)

ম। এত রাত্রিতে এখানে কে এলো—কি খবর তাতো বল্‌তে পারি না—যাই হোক তুমি আর একটা কম্পোজ কর ; আমি আস্‌ছি।

ক। আচ্ছা।

উভয়ের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য।

মন্মথের অন্তঃপুর।

নীরদা ও বরদা।

ব। তবেত আজ রাম রাজত্ব—ঝিটা থাক্‌লে একটু ভয় ভয় করতো; আজ দূশো রগড়।

নী। নাপ্‌তে দিদি বল্‌লে ঝিকে আর রাখা হবে না;—আমি তখনি তারে একটা দোষ দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম।

ব। কর্ত্তা কিছু বলেন নি।

নী। কর্ত্তা কিছু জানেনা—আজ ৩।৪ দিন তিনি বাড়ীই আসেন নি।

ব। কেন?

নী। তিনিই জানেন—কেবল ভাত গুলা নষ্ট।

ব। কি—খেতে ও আসেন নি?

নী। না।

ব। তবে এখন আস্‌বেন নাকি।

নী। না;—রাত্রি ১০টা থেকে প্রেসের কাজ সুরু হয়; সমস্ত রাত কাজ চলে।

ব। তবে আর পায় কে;—এস একটু ফুর্ত্তি করা যাক। (পকেট হইতে মদ্যের শিশি ও গেলাস বাহির করিয়া মদ্য ঢালিয়া নীরদার নিকট আনয়ন) এই ঔষধ টুকু খাও দেখি—কেমন মজা হবে এখন।

নী। ওকি;—দিব্বি গেলাসটী।

ব। এ গেলাস যে ফরমাইসি—এতে আমার নাম পর্য্যন্ত লেখা আছে; এই দেখ।

নী। দেখি (গেলাসটী হস্তে লইয়া) বিশ্রী গন্ধ, বড় ঝাজ (মুখ ফিরাইয়া) এ আমি খেতে পার্ব্বো না।

ব। (গেলাসটী নীরদার হস্ত হইতে লইয়া) কি গন্ধ—এই দেখ আমি খেয়ে ফেলি (পুনঃ মদ্য ঢালিতে ঢালিতে) এ একটু না খেলে কি গায়ে বল হয়? (নীরদাকে মদ্যপূর্ণ গেলাস পুনঃ দান।

নী! ও বড় গন্ধ; আমি খেতে পার্ব্বো না; বমি হবে।

ব। কিছু ভয় নেই—আমি কি তোমার মন্দ কর্‌বো—সে যদি বিশ্বাস হয় ত বল আমি চলে যাই।

নী। তা আমি বল্‌তে পার্ব্বো না; তাতে আমার প্রাণ যায় সেও ভাল।

ব। তবে খাও।

নী। না খেলেই হবে না।

ব। এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়; ঐ টুকু খেয়ে ফেল।

নী। না ভাই, তুমি আমায় সারলে (নাক টিপিয়া মদ্য পান)।

ব। (গেলাসটী নীরদার হস্ত হইতে লইয়া) দেখ দেখি কেমন হ'ল।

নী। ছি, ছি, ছি, কি তর।

ব। আগে দুঃখ তা পর সুখ (পুনঃ মদ্য পান) আর একটু খাও (পুনঃ মদ্যদান)।

নী। আর আমি খেতে পার্ব্বো না—আমার গলা বড় জ্বালা করছে।

ব। ভয় নাই;—এখনি সব সেরে যাবে;—এই টুকু খাও; যদি গলা জ্বলে আমি তার দায়ী।

নী। বাপ্‌রে (মদ্য পান)।

ব। দেখ, এ কাজের এই অঙ্গ; এস প্রাণ দুজনে নাচি (কোটী দেশে হস্ত বিন্যাস)।

নী। আমি ত নাচ্‌তে জানিনা।

ব। আচ্ছা, আমি নাচাচ্চি—তুমি আমায় ধর (Polca Dance.)

নী। আঃ, আঃ, ছেড়ে দেও, পড়ে যাই, পড়ে যাই।

ব। (ছাড়িয়া দিয়া) তুমি ত বড় বেরসিক (গান)

পিরীতি করিতে গেলে দুঃখ সুখ হয় রে।
তা ব'লে কি বিধুমুখী অম্‌নি থাক্‌তে হয় রে ॥

নী। চুপ কর, চুপ কর, নাপ্‌তে দিদি ডাক্‌ছে কেন শুনে আসি।

ব। নাপ্‌তে দিদি!

নী। তা বুঝি জান না, তুমি এখানে এলে ও চারদিকে চৌকি দেয়; এই দড়ি নড়লে আমি জান্‌তে পারি।

ব। বটে, বটে, তারে এখানে ডাকত।

নী। আচ্ছা, আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

ব। বেটী আচ্ছা ত।

(নাপ্‌তে বৌএর সহিত নীরদার প্রবেশ)

না বৌ। আজ বড় গোল হচ্ছে, পাড়ার লোক এখনও সব ঘুমোএ নি।

নী। কে আর জেগে আছে? শীতে সব নেপের ভেতোর সেদিয়েছে।

না বৌ। আমার আর কিছু নয়, সেই ঝি বেটীকে ভয়? সে নাকি কাল রাত্তিরে কত্তার ছাপাখানায় গিয়েছিল।

ব। বটে, তারপর।

নী। হুঃ, সে আবার ছাপাখানায় যাবে? তার মাহিনা পত্র সব কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি? সে কেন যেতে যাবে।

ব। না, তা যেতে পারে (না বৌএর দিকে) তুমি এত আট ঘাট বাধলে, এটা এমন হল কেন?

নী। কি হয়েছে, তার আর ভাবনা কি? আমি নয় অমন সোয়ামির ভাত আর নাই খাব।

না বৌ। (হাসিয়া) ছেলে মানুষ, কিছুত বুঝে না।

ব। না গো; আইন টাইন বড় খারাপ, নাপ্তে বৌ এখন উপায়।

না বৌ। উপায় পয়সা, আমি ত আগেই বলেছিলুম; আপনি একেবারে হাত গুটিয়েছেন আমি কি কর্ব্বো।

ব। তা বল, এখন টাকায় কিছু হয়।

না বৌ। না হবার ত কথা নেই; তবে এখন বেশীবুসি চাই।

ব। তা যা হয়, ঠিক ঠাক কর।

নী। হুঃ; আর পয়সা খরচ করেনা, আপনি আমায় পায়ে ঠেলবেন না আমি সব ঠিক ঠাক করে নেবো এখন।

না বৌ। পায় ঠেলবে বলে কি আর এত কষ্ট এত খরচ করে এসেছেন।

ব। ছি, ও কথা মুখে এনো না; আমি যতদিন বাঁচবো, তুমি আমার সঙ্গের সাথী।

না বৌ। তা যা হয় দুজনে বোঝা পড়া কর।

ব। না নাপতে বৌ, তুমি কাল যেও।

না বৌ। আচ্ছা; কিন্তু যেন আর বেশী গোল না হয়; এস, বোন দোর দেবে এস।

ব। আচ্ছা, তুমি যাও ; আমিও এখনি আজ যাব।

না বৌ। যাই হ'ক দোর যেন খোলা না থাকে।

(প্রস্থান)

নী। (হাসিয়া) ভাবছো কি ?

ব। না ঝিটার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

নী। ন্যাও (নেপথ্যে পদ শব্দ) নাপ্‌তে দিদি বুঝি ফিরে আসছে।

(হঠাৎ মন্মথের প্রবেশ) নীরদার ও বরদার পলায়ন।

ম। (বসিয়া পড়িয়া ওঃ বাপরে—(বক্ষে হস্ত দিয়া) এই পরিণাম (উচ্চৈশ্বরে) অভাগার বিবাহের এই পরিণাম ;—কি করছি, আর কেন গোলমাল—আর কেন সংসার—আর কেন পয়সা (উত্থানন্তর) না লোকালয়ে চির বিদায়; এখনি সকাল হবে।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য।

বরদাকান্তের বহির্বাটীর এক কক্ষ।

পীতাম্বর আসীন।

পী। (একখানি পত্র দেখিতে দেখিতে) এ মহলেও হাঙ্গাম, ভগবান বিরূপ হ'লে দেখছি সকলেই বিরূপ হয়, কি কুক্ষণেই ছোঁড়াটা জন্মেছিল। এমন শোণার সংসার ছারখার হয়ে গেল, আহা বৌমা ত নন সাক্ষাৎ দেবী; কি যে হ'বে এই, দেনার উপর প্রজারা এমন ধর্ম্মঘট করিলে আর কি হবে; এর ত শোধরাবার গতিক দেখি না; ম'ল আর কি, ঐ ভাল মানুষের মেয়েটা ম'ল; বড় মানষদের ছেলেদের বিবাহের সম্বন্ধ কেন বেশ্যাদের সঙ্গে হয় না? দূর হ'কগে আমি কেন এত ভাবি (পত্রখানি ফেলিয়া দিয়া) ছেলে নেই পুলে নেই, পরিবার নেই, কেন পরের হাঙ্গাম নিয়ে সারা হই। লোকে বলবে অসময়ে ফেলে গেল।

(নেপথ্যে—কাকা মশাই)

পী। ঐ বেটীই আমায় খেলে।

(পুনঃ নেপথ্যে—রুদ্ধকণ্ঠে—কাকা মশাই)

কেন মা (স্বগত) আবার কি হয়েছে; কাঁদছে।

(দৌড়িয়া প্রস্থান ও রোরুদ্যমানা সাবিত্রীসহ পুন প্রবেশ)

মা তুমি এখানে বস ত মা, আমি তোমায় বল্‌ছি, বরদা ভাল আছে, সে পরশু দিন কলকেতায় গিয়াছে।

সা। তিনি ভাল থাকলে আমার এই দশা।

পী। কি হয়েছে মা, কল্‌কেতা থেকে কি কোন খবর এসেছে? কৈ সে লোক? সে আমাকে না বলে তোমার কাছে গেল।

সা। কাকা মশাই, মার আশীর্ব্বাদে তার অসুখ ভিসুখ কিছু হয় নি, তবে তিনি যে কাজ—

পী। কি হয়েছে, মা, কি করেছে।

সা। আপনি মন্মথের কোন খবর জানেন।

পী। আমি মহলে ছিলুম, কিছুত শুনিনি।

সা। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) ইনি তার সর্ব্বনাশ করে কল্‌কাতায় উঠেছেন; সে দেশত্যাগী হয়েছে।

পী। সর্ব্বনাশ! সত্যই আর ভালর চিহ্ন নয়; বাড়ী, ঘর, দোর, বিষয় আশয় সব বাঁধা পড়েছে; দেনা মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, তার উপর প্রজারা সব মহলে মহলে ধর্ম্মঘট করছে, আবার গোমস্তারা যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে সরে যাচ্ছে; অত্যাচার, দাঙ্গা হাঙ্গামা দিন দিনই বেড়ে উঠেছে, তার উপর এই সব নির্দ্ধন—সারদাকান্তের ঘরে পাপ সেদিয়েছে; আর রক্ষা নেই মা, অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হও, হাল্‌কা হয়ো না, বুক বাঁধ, এই তোমার পরীক্ষার সময় এসেছে। সাবিত্রী, সাবিত্রী (অধোবদন) তোমার অদৃষ্টে এত ছিল মা।

সা। কাকা মশাই, আমি বড় অভাগিনী—আমার বাপ নেই, মা নেই, যিনি নারীর সর্ব্বস্ব তিনি ভুলেও একবার ফিরে চান না—আমি কি করবো (অধোবদন)

পী। কি কর্‌বে আর মা, হিন্দুর ঘরের মেয়ে যা করতে পারে তা তুমি সাধ্য প্রকতঃ করছো, সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে কায়-মনবাক্যে ঈশ্বর কে ডাকছো—বরদার মঙ্গল নিয়তই প্রার্থনা করছো, আর কি কর্ব্বে মা।

সা। না কাকা মশাই, আমি বুঝতে পার্‌ছি, সকলি আমার দোষে হচ্ছে, আমার অভিমান এই সর্ব্বনাশের মূল; আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো (প্রস্থানোদ্যত)—

পী। শোন মা, শোন। উতলা হয়োনা, অধীর হয়োনা, মনে কুবুদ্ধি স্থান দিও না; এখনো তোমার অনেক অনেক কাজ বাকি; তুমি পতিপ্রাণা; সুখের সময় তোমার পতির অনেক বন্ধুবান্ধব জুটেছে, অনেকে তাহার পদ সেবার জন্য লালায়িত হয়েছে, কিন্তু এই দুঃখের দিনে কেউ আর তার দিকে ফিরেও চাবে না; এ সময় তুমি তার একমাত্র সহায়; তোমাকে তাকে টেনে নিতে হবে; তুমি তার কষ্ট দেখতেও পার্ব্বে না, সহ্যও করতে পার্ব্বে না; তোমার জীবন তার জীবনের জন্য ধরে রাখ্‌তে হবে; নির্ব্বোধের মত কোন কাজ্‌ কর না মা। তুমি যে বড় অভিমানিনী।

সা। যে অভিমানের বশ হয়ে স্বামীকে দেখিনি, তাঁকে আপনার করবার চেষ্টা করিনি, তাঁকে স্বচ্ছন্দে কুপথে যেতে দিছি, সে অভিমানের আর আমি দাসী হবো না। এখন আমায় একটী কথা বলুন তিনি কোথায় আছেন?

পী। কেন মা? তুমি তা জেনে কি করবে?

সা। আমি সেখানে যাব—তাঁকে যেমন করে পারি আপনার করবো।

পী। ধন্য সাবিত্রী! ধন্য তোমার পতিভক্তি! হা বরদা, অমূল্য রত্ন ঘরে রহিল, চিন্‌তে পারলে না—সামান্য কাঁচের আশায় সর্ব্বস্ব খোয়ালে।

[নেপথ্যে] কলকেতা থেকে একখানা চিটি নিয়ে একজন লোক এসেছে, সে দেরি করতে চায় না, বড় জরুরি চিঠি।

পী। (স্বগত) কি চিঠি আবার এলো—দেখি। (প্রকাশ্যে) আমি যাচ্চি (সাবিত্রীর দিকে) মা আমি আস্‌ছি। (প্রস্থান)

সা। (স্বগত) কি খবর; দুর্গা, দুর্গা, মা, মা।

পত্র হস্তে পীতাম্বরের প্রবেশ।

পী। মা, এখনি ৩০০০ টাকা চাই, কি করি বল দেখি ?

সা। কেন, আমার গয়না আছে, দিব। কি হয়েছে কাকা-মশাই ? কি খবর ? সকলে ত ভাল আছেন ?

পী। মা, তোমার কাছে আর কোন কথা গোপন করবো মা। বরদা দেনার দায়ে জেলে গিয়েছে ; সেই তার মোসাহেব কালীবাবু তাকে ধরিয়ে দিয়েছে ; জেল থেকে এই পত্র লিখেছে, টাকা দিলে খালাস পাবে।

সা। তিন হাজাব টাকা—আমি গহনা এনে দিচ্ছি (প্রস্থান)।

(নেপথ্যে—ঢোলের শব্দ—ডিক্রীদার সুন্দরী মোহন রায়, দেনাদার বরদাকান্ত রায় চৌধুরী, এই বাড়ী ১১ই মে ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা ডিক্রীর দায়ে আদালতের নিলামে বিক্রয় হইবে—পুনরায় ঢোলের শব্দ)

পী। তা বেশ ; বাড়ী খানি নিলামে উঠ্‌লো ; ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা ; তাহলে আরও সম্পত্তি নিলামে উঠেছে ; তাঁরে জেলে থেকে এনেই বা কি হবে ? (পদচারণ) গেল আর কি সব।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে মালীর প্রবেশ।

মা। দেওয়ানজি মশাই, আমাদের বাগানে কারা এসেছে, আমাদের বার করে দিলে, শেষে গেটে চাবি দিয়ে চলে গেল, আর ঢোল বাজ্‌ছে।

পী। বটে (স্বগত) বাগান বাটীও তবে গিয়াছে।

মা। কি হবে ?

পী। তুই যা, খেগে দেগে যা, আমি তার উপায় করব এখন।

মা। আচ্ছা! আমাদের কর্ত্তাবাবুর সাধের বাগান গো

(বলিতে বলিতে প্রস্থান।)

গহনার বাক্স হস্তে সাবিত্রীর প্রবেশ।

সা। (বাক্স রাখিয়া) এই নিন, এতে তিন হাজার টাকা হবে না।

পী। মা, কত তিন হাজার যোগাবে? দেনা ত অগাধ দেখচি; এই মাত্র বাড়ী ক্রোক করে গেল; ঐ মালি খবর দিলে বাগান বিক্রী হয়ে গিয়েছে; আর কি হয়েছে না হয়েছে বল্‌তে পারি নি; এত দিনে মহাত্মা সারদাকান্তের নাম ডুবলো (অশ্রুমোচন) শেষে ভিটাচ্যুত হতে হল।

সা। (কাঁন্দিয়া) কি হবে, দেওয়ান কাকা, তবে—

পী। আর তোমায় কাঁদিয়ে কি করবো, দেও তাঁকে আনিগে; দেখি, যদি এখনো সোজা হন; তাহলে কোন একটা বন্দোবস্ত যদি হয়।

সা। আপনি তাঁকে ছেড়ে আস্‌বেন না, আমি গহনা দিয়েছি এ কথা বল্‌বেন না।

পী। হা ভগবান্, এমন সোনার পদ্ম কেন আগুনে দিলে? হা সাবিত্রী!

সা। কাকামহাশয়, আমি এখন আর কিছু শুনবো না, আমি থেকে আর আপনার যাওয়ার পথে বাধা দিব না।

(ত্বরিত বেগে প্রস্থান)

পী। অভাগিনী পাগলিনীর মত পালিয়ে গেল, এই গয়না আমায় বেচ্‌তে হ'ল, হা ভগবান্!

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কলিকাতার দ্বীতল বাটী কক্ষ মধ্যে।

নীরদা ও গঙ্গাজল আসীনা।

গ। আমরা সব খবর পাই মা, সব খবর পাই।

নী। সব বিকিয়ে গিয়েছে।

গ। সব। ভিটা বাটী পর্য্যন্ত নেই; বাড়ীর আসবাব তাও কতক অম্‌নি অম্‌নি বিক্রী হয়েছে, আর কতক সিল হবে, কি হয়েছে; তার উপর ৪।৫ খানা ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে।

নী। (হাসিয়া) না তুমি ঠাট্টা কচ্ছো—

গ। কেন মা—মানুষের অমঙ্গল তুলে ঠাট্টা করবো, ও ত ভাল খবর নয়।

নী (বিমর্ষ হইয়া) কে কিন্‌লে।

গ। দেবীপুরের মোহান্ত।

নী। তার এত টাকা?

গ। তিনি অমন ৭টা বরদাকান্তের বিষয় কিন্‌তে পারেন।

নী। মোহান্ত এত বড় লোক।

গ। (উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া) মা মঙ্গলময়ীর বিষয় কত? তিনি বড় জাগ্রত ঠাকরুণ।

নী। চল না, তার কাছে যাই, মেনে টেনে আসি।

গ। পুড়ে ছাই পড়ে গেল, এখন আর মান্‌লে ছান্‌লে কি হবে।

নী। তবে কি হবে?

গ। যদি আমার কথা শুন, তবে একটা কথা বলি।

নী। কি।

গা। দেখ, যে কুলে দাঁড়িয়েছ এতে এই বেলা কিছু পয়সা করে না নিতে পারলে বিলি নেই—দেখ, বাছা, আমায় দেখ, এই বুড়োবয়সে কি করে খাচ্চি।

নী। তিনি একবার আসুন, তার সঙ্গে একবার দেখা করি।

গা। দেখা করলে ত পেট ভরবে না; তার আপনার চল্‌লে ত তোমার চালাবেন; তিনি এখন পথের ভিখারীরও অধম হয়েছেন।

নী। তুমি একবার নাপ্‌তে দিদিকে খবর দিতে পার; আজও দেখ্‌ছি তিনি এলেন না।

গা। আস্‌বেন কেমন করে? ওয়ারেণ্ট চারিদিকে ঝুল্‌ছে।

নী। সর্ব্বনাশ হল, দেখছি।

গা। কিসের সর্ব্বনাশ? যার হ'ল তার হ'ল; তোমারই বা কি আর আমারই বা কি? অমন কত সর্ব্বনাশ আমরা দিন দিন দেখছি।

নী। আমার বড় দুঃখের কপাল।

গা। অমন সোণার প্রতিমার যদি দুঃখের কপাল হয়, সুখের কপাল তবে কার হবে?

নী। দেখ না মা, আমি যে ডাল ধর্‌ছি, সেই ডাল ভেঙ্গে যাচ্চে। লোকে কথায় বলে, দুঃখের কপালে সুখ নেই, যে বাড়ীতে ভাত নেই।

গা। এ বাড়ীতে কিন্তু ভাতের অভাব নেই; তুমি আজই বলনা, আমি তোমায় হীরা মুক্তায় ছেয়ে ফেলি; তোমার উপর কত বড়মানুষের নজর তা কি তুমি জান?

নী। সকলেই ত এই বরদা বাবুর মত কর্‌বে।

গা। তাদের নিজেদের কিছু না থাক্‌লে, আর তারা তোমার খবর নিয়ে কি করবে? আর তুমিই বা তাদের নিয়ে কি করবে?

নী। এম্‌নি করে তাঁর ফেলে যাওয়া কি ভাল হ'ল? আমি তাঁর ভরসায় কুল মান সব ত্যাগ কল্লুম; ঘরের পরিবার হলে তিনি কি এ রকম কত্তে পাত্তেন।

গ। এই বুঝ্ বাছা, পুরুষেরা কি জিনিস?

নী। একটী মাস কেটে গেল, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন; কোন খবর নেই; নাপ্‌তে দিদিরই বা আক্কেল কি?

গ। মা আমরা রোগী থেকে রোজা; কাজ ফুরাইলে সব ফাঁকি।

নী। তাই ত—আমি কি করি?

গ। যেখানে এসেছ সেখানে সকলে যা করে তুমিও তাই কর; এ বের এই মন্ত্র, বাছা।

নী। মা, আমি ত কিছুই জানি না, আমি কি করে কি কর্ব্বো (রোদন)।

গ। ভয় কি মা? আমরা ত আছি।

নী। (স্বগত) আর ত কোথাও যাবার পথ নেই, গ্রামেও থাকতে পার্ব্বো না, বাপের বাড়ী গেলেও ভাই দূর করে দেবে, কেউ ঘরে যেতে দেবে না, তবে আর উপায় কি?

গ। কেন মা, তুমি অত ভাবছো? তুমি হীরে খাবে হীরে চিবুবে—আমি কালই তোমায় এক বাবু এনে দিচ্ছি, ফলিয়ে যদি খেতে পার, তুমি ধনের গাদির উপর বসে থাক্‌বে। দেখতেও তিনি বেশ সুপুরুষ।

নী। (পা ধরিয়া) মা, তুমি আমার মা, সকলে আমায় ত্যাগ করেছে, তুমি আমায় ত্যাগ কর্ব্বে না, বল।

গ। ও মা! কারুর জন্যে কি কারুর দিন থাকে? ত্যাগ করাটা যে তোমায় শিখতে হবে; ত্যাগে কষ্ট পেলে চলবে না, আমাদের পেটের মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে।

নী। আর কি বল্‌বো মা? একবার নাপ্‌তে দিদির সঙ্গে দেখা হলে ভাল হ'ত, কি খবরটা ভাল করে জানতুম।

গ। আর খবর কি পাবে? যা বলেছি তার কত্তে বেশী আর কি খবর আছে? আচ্ছা, বাছা তুমি তোমার সোয়ামিকে যখন ছেড়ে এসেছিলে তখন কি বাছা এত ভেবেছিলে?

নী। তখন কি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম এমন হবে।

গ। বাছা পুরুষেরা এমনি করে মজায়; পুরুষকে কখন বিশ্বাস কর না; কখন এলিয়ে পড় না; ওরা যেমনি কঠিন আমাদের তেমনি কঠিন হওয়া দরকার; বড় ফাঁকি দেয় মা, বড় দাগা দেয়।

নী। দেখ্‌তে পাচ্চি।

গ। পুরুষের হাতে যেতে নেই; পুরুষকে হাত করে নিয়ে খেলাতে পার্‌লে তবে বাছাধন ঠিক্ থাকে।

নী। কি জানি, মা।

গ। এই জান্‌তে হবে, মানুষ চিন্তে হবে। ঐ ন্যাও তোমার নাপ্‌তে দিদি আস্‌ছেন; নাপ্‌তে দিদি নাপ্‌তে দিদি করে হেদুচ্ছিলে; দেখ তোমার নাপ্‌তে দিদি কি বলেন।

নাপ্‌তে বৌএর প্রবেশ।

নী। হ্যা নাপ্‌তে দিদি, এই রকম করে কি ভাসিয়ে যেতে হয়?

না বৌ। আর ভাসাভাসি—সব ফর্‌সা বোন্, সব ফর্‌সা হয়ে গিয়েছে।

নী। কি ফর্‌সা হ'ল, নাপ্‌তে দিদি, কি ফর্‌সা হ'ল?

না বৌ। বাড়ী, ঘর, দোর, বিষয়, আশয়, যেখানে যা ছিল; এখন ওয়ারেণ্টের ভয়ে, দোরে খিল দিয়ে বসে আছেন।

গ। শুন্‌লে মা, শুন্‌লে।

নী। আমার বিলি ?

না বৌ। কি আর বল্‌বে, বোন্ ?

নী। তিনি আর তবে আস্‌বেন্ না ?

না বৌ। ওয়ারেণ্ট না কাট্‌লে ত তিনি বেরুতে পার্কেন না।

গ। আর তাঁকে নিয়েই বা তুমি কি করবে ? তোমার পেট ভরবে ? না, তুমি তারে খাওয়াতে পার্কে ?

না বৌ। সে কথা সত্যি ; তার স্ত্রী তার হাত ধরে নে বেরুলে তাদের দুটী অন্ন মিল্‌বে।

গ। (নীরদার দিকে) কিন্তু, তোমার অন্ন কোথাও মিল্‌বে না। তুমি ও রকম হাত ধরে নে রাস্তায় বেরুলে তোমার গায়ে লোকে থুতু দেবে।

না বৌ। শেষে সকলের গুড়োয় মাগ ; মাগ তাকে টাকা দিয়ে জেল থেকে এনে আর বেরুতে দিচ্ছে না।

নী। সব বুঝেছি, নাপ্‌তে দিদি ! পোড়া কপাল আমার ; দেখ, নাপ্‌তে দিদি ! আর তাকে আমায় দেখতে হবে না, তোমাকেও আর আমায় দেখতে হবে না। (গঙ্গাজলের দিকে) আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হ'ক। এস মা, আমরা যাই।

(প্রস্থান ও তৎসঙ্গে গঙ্গাজলের প্রস্থান)

না বৌ। বেশ, দুজনে চলে গেল ; কেউ একবার জিজ্ঞাসাটীও কল্লে না ; কেন করবে ? আপনার মায়ের পেটের ভাই যদি পর হ'ল, তাহা হইলে আর কে আমায় কোলে টানবে ? আজ তিন দিন খেতে পাইনি, বড় আশা করে এসেছিলুম, এখানে কিছু মিলবে ; তাত খুবই হ'ল ; যাই, কল্‌কেতা সহর ; কারো কি দয়া হবে না ?

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বরদার অন্তঃপুরস্থিত কক্ষ।

শয্যোপরি বরদা নিদ্রিত।

তালবৃন্ত হস্তে সাবিত্রী ব্যজনে নিযুক্তা।

সা। (ব্যজন বন্ধ করিয়া) সর্ব্বস্ব ত গেল ; কি যে হবে ? (চিন্তা—ক্ষণপরে) একটু ভাব্‌বারও যো নাই ; ইনি যেরূপ অস্থির হয়েছেন, তাতে এঁরকাছে একটু ভাব্‌না দেখালে হয়ত কি করতে কি করবেন। একেই ত বুলি ধরেছেন পয়সা হীন হয়ে থাকবার কত্তে মরণ ভাল। দারুণ অসময়; সে দুর্ব্বুদ্ধি ঘট্‌তেও বেশীক্ষণ নয়। (স্বামীর মুখাবলোকন ও ব্যজন) ধনী হন, নির্ধন হন, সু হন, কু হন, আমার স্বামী—আমার দেবতা। আর আমি ছেড়ে দিব না। এখন কেউ আর ওঁর মুখের দিকে চাবে না; দেখলে হয়ত লোকে কত হাঁস্‌বে, কত বল্‌বে ; উনি তা সহ্য করতে পারবেন না ; শেষে হয়ত সর্ব্বনাশ করে বসবেন। না, কিছুতেই আর কাছ ছাড়া হওয়া হবে না। (ব্যজন) (বরদার উত্থান ও উপবেশন) এখনি আজ ঘুম হয়ে গেল ?

ব। তুমি এখনও ঘুমোও নি ?

সা। আমার ঘুম পায় নি।

ব। তোমার কি রাত্রিতেও ঘুম নেই ? যখনি উঠি, দেখি বসে রয়েছ।

সা। না, তুমি ঘুমুলে আমি ঘুমুই।

ব। তাই বুঝি তখনও যেমন বসে ছিলে, এখনও ঠিক সেই রকম বসে রয়েছো।

সা। আজ বড় গরম, তোমার ঘাম হচ্ছিল, একটু বাতাস কচ্ছিলুম।

ব। বাতাস কচ্ছিলে ? (মুখ অন্য দিকে করিয়া) এ বাতাস আর বেশী দিন নয়।

সা। কেন! কেন! তুমি এত ভাব কেন? অসময় কার না হয়?

ব। পয়সা হীনের তিলার্দ্ধ বাঁচা উচিত নয়।

সা। আমরা দুটীতে একত্র থাক্‌তে পেলে হয়ত তত কষ্ট হবে না।

ব। (সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া) একত্র থাক্‌লে কি পেট ভরবে? না, পয়সা আস্‌বে ? ও আমার ঢের ঢের দেখা আছে; পয়সা না থাক্‌লে কেউ কারুর নয়।

সা। সে যারা পয়সাই খোঁজে তাদের পক্ষে। কিন্তু—

ব। কিন্তু কি ? পয়সা খোঁজে না কে ? তুমি খোঁজ না ?

সা। আমার পয়সা তুমি (মুখ অবনত করিয়া)—

ব। দেখ, নির্ধন স্বামীর দুর্গতি আমি (চক্ষু দেখাইয়া) এই চক্ষে ভাল রকম দেখেছি। আর আমায় জ্বালাইও না; পয়সা হীনের মরণই শোয়াস্তি (মুখ ফিরান)।

সা। (স্বামীর হস্ত ধরিয়া) কেমন করে বল দেখি, তোমার মন হতে এ ভাবনাটী তাড়াই ? তুমি কিসে সুস্থ হবে?

ব। ম'লে।

সা। কেন তুমি এত হতাশ হচ্চ ? সাবিত্রী সত্যবান্ ত বেশ বনে বনে কাট কেটে বেড়িয়েছিলেন। শেষে আবার তারা লোকের পূজার জিনিষ হয়েছেন। আমার যদি তোমার পায়ে মতি থাকে আমাদের কখনই কষ্ট হবে না।

ব। তোমার না হ'তে পারে ; কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর আমার উপর নির্দয়।

সা। তুমি আমি কি পৃথক্ ? আমি কতবার মার কাছে শুনেছি, তুমি আমি এক জিনিষের দু আধখান; তোমার অদৃষ্ট আমার অদৃষ্ট এক সুতোয় গাঁথা। এ কথা কি সত্যি নয় ?

ব। সত্যি মিথ্যে পড়েই আছে, বুঝে নিলেই হয়।

সা। কি বুঝবো ? আমি ভুলেও ভাবতে পারবো না, যে তুমি আমি পৃথক। আমার প্রাণ ফেটে যায়। না-না-তুমি আমার হৃদয়েশ্বর, আমি তোমার জীবনসঙ্গিনী।

ব। এই যে কেমন সঙ্গিনী ছিলে ?

সা। (পদে পতিত হইয়া) আমায় মাপ কর। আমি শেষে তা বুঝতে পেরেছি। আমি একদিন বাগান বাটীতে তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলে গিয়েছিলুম, তোমার পায়ে ধরে কাঁদবো মনে করেছিলুম, তোমার সঙ্গিনী হ'ব বড় সাধ করেছিলুম, কিন্তু দরওয়ান আমায় সেঁধুতে দিলে না, তোমার কাছে খবরটী পর্য্যন্ত নিয়ে গেল না ; বল্লে, বারণ আছে। আমি সেই অভিমানে আর তোমার কাছে যাই নি ; আমি বড় দোষ করেছি ; আমায় ক্ষমা কর।

ব। বেশ ! দোষ করলে একজন, ক্ষমা চায় আর একজন। আমি তোমায় চাইলুম না ; ভুলেও একবার মনে করলুম না। তুমি বল তুমি গেলে না। গেলে কি হ'ত ?

সা। গেলে ত আমায় ফেলে দিতে পারতে না ; তোমার আমার সম্বন্ধ ত কয়লার আঁক নয়, আরশির ছায়া নয়, তবে কেন তুমি আমাকে তোমার কাছে যেতে দিতে দরওয়ানকে বারণ করে রেখেছিলে ?

ব। হুঁ।

সা। আমার অভিমান এই সর্ব্বনাশের মূল।

ব। (মস্তক নাড়িয়া) উঁহুঁ (প্রকাশ্যে) আমার পাপ; আমি কুলাঙ্গার।

সা। কেবল তোমার পাপ? আমার পাপ নয়? যারা অন্নের জন্যে তোমার মুখ চেয়ে আছে, তাদের পাপ নয়? লোকে বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন।

ব। তুমি বড়ই গোলমাল করছো। ভিখারির এখানে কিছুই নেই, তুমি বুঝছো না।

সা। অনেক বড় বড় লোক ত অনেক সময় সাধ করে ভিখিরি হয়েছেন! আমাদের হর-পার্ব্বতী ত ভিখারী ভিখারিণী।

ব। পয়সা না থাকা আর পয়সা খোয়ান দুটা বড় ভিন্ন জিনিষ। তোমায় আর কি বল্‌বো? তুমি তোমার গহনা কাপড় গুলো কেন খোয়ালে?

সা। (স্বামীর হস্ত হস্তে লইয়া) খোয়ালেম কৈ? এর কাছে কি গহনা কাপড়?

ব। নয়! গহনা কাপড়ের জন্য কত স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করছে।

সা। স্বামী বিহনে স্ত্রীলেকের গহনা কাপড় কি দরকার? বিধবা সর্ব্বস্ব থাকৃতে ভিখারিণী; সকল লোক থাকৃতে অনাথিনী। তার অঙ্গের গহনা অঙ্গে উঠে না, বাক্সের কাপড় বাক্সে পচে। শুভকার্য্যে কেহ তা'কে ডাকে না, মহা অলক্ষণ বলে আগে তাহাকে সরিয়ে দেয়। তুমি আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার বিধবা নাম কখন না হয়, এই পায়ের তলায় যেন মরতে পারি।

ব। আমার কথাত খুব ফল্‌বে।

সা। মহাগুরুর বাক্য কখন মিথ্যা হবে না।

ব। হাঁ, উপযুক্ত গুরু। শিখ্‌বে? কেমন করে বিষয় আশয় উড়ুতে হয়—বাপ পিতামোর নাম ডুবুতে হয়—কুলে কালি দিতে হয়, শিখ্‌বে? সে সব আমি বেশ শিক্ষা দিতে পার্ব্বো। তা ছাড়া আমার আর কোন শিক্ষা নেই।

সা। কেন এত দুঃখ লাঞ্ছনা করছো। জগতে যেটী হবার সেটী হবেই। যুধিষ্ঠির ত এত জ্ঞানী, তিনিও পাশা খেলে সর্ব্বস্ব খুইয়েছিলেন।

ব। এ কথাত কেউ বলে না! সবাই বলে আমার পাপে সর্ব্বস্ব গেল, আমিই কুলাঙ্গার। তুমি কি জগত ছাড়া? (মুখাবলোকন)

সা। (মুখ নত করিয়া) জগতের সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ ত আমার সঙ্গে নয়।

ব। (অন্যমনস্ক ভাবে) তাইত; (স্বগত) অপমান, তিরস্কার, ঘৃণা, লাঞ্ছনা, এই ত আছে জানি। আবার একি? নির্ধনের কি এ আছে? (এক দিকে দৃষ্টি)।

সা। আবার ভাবছো? চল, আমারা কোথাও দূরস্তরে যাই। সেখানে কারুর সঙ্গে দেখা কর্ব্বো না। আমার চির-জীবনের সাধ মনের মতন করে মিটাব।

ব। পয়সা না থাক্‌লে সাধ মিটে না।

সা। আমার অদৃষ্টে যে ধন মিলেছে, সেই আমার কাছে থাক্‌লে আমার সকল সাধই মিট্‌বে। আমি আর কিছু চাই না। তুমি ভেব না।

ব। ভাব্‌বো না? কি হয়েছে, বল দেখি?

সা। সময় অসময় সকলেরই আছে; আমাদের ত আর জগতের সাধ পুরাবার বাকি কিছু নেই; সকল সুখই হয়েছে। এখন আর যা হয় হ'ক।

ব। মিথ্যা জীবন বহিবার ফল কি ?

(নেপথ্যে)

পোহাইল বিভাবরী,স্মর দয়াময় হরি, নূতন দিবস সনে,
আসিছে নূতন খেলা।

জয় জগত-ঈশ্বর, ব্রহ্মদেব পরাৎপর, উন্নতি বিনতি যার
নিত্য নব নব লীলা।

ব। আবার সকাল হ'ল।

(পুনঃ নেপথ্যে)

ঐ দেখ শশী পশ্চিম গগনে,
মলিন বদনে যায় ক্ষুণ্ণ মনে
পূরব আকাশ, মহামহোল্লাস
দেখাতেছে ঐ বালার্কের সনে।

উঠ উঠ পুরবাসী, লও শিক্ষা সবে আসি, সম্পদ বিপদ হের
বিশ্বেশ্বর মহাখেলা।

কভু হয়োনা নিরাশ, কভু করোনা ও আশ, কর কাজ কর কাজ
করি সুখে দুঃখে হেলা।

সা। ঐ শোন দেখি, পথভিখারী কি বলে যাচ্চে। সম্পদ্ বিপদ্ বিশ্বেশ্বরের খেলা। তবে সে খেলায় ভয় পাব কেন ?

ব। ওসব অনেকে অনেক কথা বলে। আবার লোকের সঙ্গে চখোচোখি করতে হবে! দূর তোর; সব ফরসা হয়ে যায়; এক কায—কেনই বা পার্ব্বোনা।

প্রস্থান ও সাবিত্রীর অনুগমন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মঙ্গলময়ীর মন্দিরের একপার্শ্ব।

উত্তমানন্দ মহান্তজী আসীন।

উ। গুরুদেব! (উদ্দেশে নমস্কার করিয়া) আজও কি আমার পরীক্ষা শেষ হল না? আজও আমি আপনার পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত পাত্র হ'তে পাল্লুম না? আজও আমার বাসনার বিরাম হলোনা? কৈ হল! এইত এখনি তাঁর কাছে যাবার জন্য বাসনা করছি! চিত্তশুদ্ধি দেখছি বড় বিষম ব্যাপার। গুরুদেবের শিক্ষা প্রণালীও অতি আশ্চর্য্য। অজস্র অর্থ হস্তে দিয়াছেন, সংসারের মধ্যস্থলে রেখেছেন; কিন্তু মার সেবক করেছেন। হৃদয়ে যত কামনা যত বাসনা উঠিতে পারে তার উঠিবার উপায় করে দিয়েছেন; আবার সেই সমুদয় পূর্ণ করিবার পথ পরিষ্কার করে রেখেছেন; কিন্তু যাতে সে সমুদয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় তারও উপায় উদ্ভাবন করিতে ত্রুটী করেন নাই। ধন্য গুরুদেব! ধন্য তব শিক্ষা কৌশল! আজ আপনার শিক্ষাগুণে হৃদয়ে পরম জ্ঞান লাভ করছি। অর্থ লক্ষ্মী; লক্ষ্মী নারায়ণের রমণী; নারায়ণের উপভোগের জন্য অর্থ প্রয়োগ বিধি। যে অবোধ নারায়ণের উপভোগ্য সামগ্রী আপন উপভোগ্য বলে মনে করে, নারায়ণের সুখের সাধন না ভেবে আপন সুখের সাধন জ্ঞান করে, সে নিতান্ত ভ্রান্ত। তারই লক্ষ্মী চঞ্চলা।

অধ্যক্ষের প্রবেশ।

উ। আবার কি মনে করে।

অ। একটী গুরুতর বিষয় উপস্থিত; বরদা বাবুর পুরাতন দেওয়ান এক্ষণে আপনার সরকারে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়

প্রকাশক'রে আবেদন পত্র প্রেরণ করেছেন, এদিকে দেওয়ানও এক ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাকে সনন্দ পাঠাইবার দিন অদ্য। কি আদেশ হয়?

উ। নূতন মহলের সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে পুরাতন লোক নিযুক্ত করাই বিধি।

অ। কিন্তু তার বিষয় আশয় কিছুই নাই, জামিন দিবার সঙ্গতি নাই।

উ। বরদা বাবুর সরকারে তবে তিনি কিরূপে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন?

অ। তখন তার বিষয় বিভব যথেষ্ট ছিল।

উ। এরি মধ্যে তার বিষয় বিভব কিরূপে বিনষ্ট হল?

অ। তিনি আপনার সমুদয় বিষয় বিক্রয় করে মনিবের দেনা শোধ করিয়াছেন; আর তারিরি কিছুতে আর বরদা বাবুর পত্নীর গহনা বিক্রয়ের টাকাতে বরদা বাবুর মাথা গুজে থাকবার স্থান করে দিয়েছেন।

উ। তাঁর জামিনের কোন প্রয়োজন নাই; এমন প্রভুভক্ত প্রাচীন লোক কখন বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিতে পারে না। আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে বরদা বাবুর দরুণ সমুদয় বিষয়ের কর্তৃত্ব ভার তাঁর হস্তে অর্পণ করুন।

অ। তাঁর অভাব কিছু বেশী; তিনি বরদা বাবুর পত্নীকে আপন কন্যা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন। আর বরদা বাবুর পত্নীও তাঁর প্রতি পিতৃভক্তি দেখান। তার কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁর এই চাকুরী স্বীকার করা। তাঁর নিজের পুত্র কন্যা কিছুই নাই একারণ তিনি কিছু বৃদ্ধি মাহিনা চান।

উ। তাহা দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য; মঙ্গলময়ীর অর্থ ত মার জীবের মঙ্গল জন্য ব্যয় হইবার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

অ। তার উপর অভাব পড়লে অতি সাধু ব্যক্তিও চোর হইয়া উঠে।

উ। তাহা হইলে তাঁর বেতন যথামত বৃদ্ধি করে দিয়ে সনন্দ পাঠিয়ে দিন্। ও বিষয়ে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন নাই। আর যে ব্যক্তিকে দেওয়ান নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল, তার মনে যেন কোন কষ্ট না হয় তারও ব্যবস্থা করিবেন। সরকারে কোন কার্য্য থাকিলে তাকে সেইটাই দিবেন।

অ। আর এক কথা। বরদা বাবু আপনা হতেই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। সে প্রকাণ্ড বাড়ী; তার কি ব্যবস্থা করা যাবে?

উ। সে বিষয় দেওয়ানজী মোশাইকে লিখে পাঠান। বরদা বাবু কোথায় গিয়েছেন?

অ। তিনি সে দেশ ছেড়ে কোথায় এক দূরবর্ত্তী স্থানে তার নূতন বাটীতে গিয়াছেন। শুনেছি তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তিনি কারুর সঙ্গে কথা কননা। একস্থানে স্থির থাক্‌তে পারেন না। কেবল আত্মহত্যা করবার জন্যই চেষ্টা করছেন।

উ। বড় দুঃখের বিষয়। রক্ষক তাঁর কে আছে?

অ। ঐ দেওয়ানজী মশাই আছেন, আর পাড়ার লোক নাকি খুব যত্ন করে, সর্ব্বদাই দেখে শুনে।

উ। তবু ভাল আমি ভাবছিলুম, দেওয়ানজী মশাই আমাদের এখানে এলে তাঁদের আর কে দেখবে?

অ। বরদা বাবুর পরিবার অতি সতী লক্ষ্মী; তাঁর ব্যবহারে পাড়ার লোক নাকি অতি সন্তুষ্ট। সকলে আগ্রহের সহিত তাঁর সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

উ। তাহ'লে বরদা বাবুর এদিন থাক্‌বে না; যার প্রতি

সকলে সন্তুষ্ট, তার প্রতি নারায়ণ সন্তুষ্ট, তার দুঃখ কখন থাকে না।

অ। বরদা বাবু নিজে মহাপাপী।

উ। উপযুক্ত শাস্তিও তার হচ্চে। ক্ষণতরে শান্তি নেই, একি অল্প কষ্ট! তার উপর অন্নের অভাব।

অ। কষ্ট দেখ্‌তে গেলে ঐ বরদা বাবুর পরিবারের। বেচারীর উদরে অন্ন নেই; তার উপর আবার স্বামীকে নিয়ে ভোগ।

উ। সুবর্ণে যতই অগ্নি সংযোগ করা যায় ততই তার নির্ম্মলতা বৃদ্ধি পায়!

অ। ভগবান কারে যে কখন কি করেন তা কিছু বোঝবার যো নাই।

উ। সকলি এক নিয়মের অধীন। আমরা সকল ধরিতে পারি না। এখন বেলা গেল। আর ত কোন কার্য্য নাই।

(উত্থান)

অ। না।

প্রথমে মহান্ত তৎপরে অধ্যক্ষের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য পথ।

পথিপার্শ্বে মন্মথ আসীন।

ম।

মা মা মা কোথা মা আমার ;
আবার হইল কেন হৃদি অন্ধকার
পবিত্র আলোকে পূরিয়া হৃদয়
ভাসিতেছিলে মা; ধরি জ্যোতির্ম্ময়
অপূর্ব্ব মূরতি আহা, বলিবার নয়,
স্নেহশান্তিমাখা কিবা চমৎকার !
কোথা মা সহসা হ'লে অন্তর্ধান
কেন মা আলোক হইল নির্ব্বাণ
মা বলে মা কারে জুড়াই পরাণ
মাতৃহারা কেন হইনু আবার।

কোথা মা এস মা হৃদয়ে আবার
মা হ'য়ে দেখাও স্নেহ পারাবার
কেন মা এমনে যাও বার বার
কি দোষ করেছি চরণে তোমার।

কাঁদে মা হৃদয় শান্ত কর তায়
সন্তান রোদনে মা ত স্থির নয়
মা, মা, মা যাইলে কোথায়
শূন্য হৃদি হ'ল ভব কারাগার।

গৈরিক বসনধারী জনৈক সন্যাসীর প্রবেশ।

স। কে বৎস! তুমি এমন বিজন বনে এমন সময় বসে গান করুচো? কোথায় তোমার বাস? দেখে বোধ হয় তুমি গৃহী। কি অবস্থায় এ বনের ভিতর উপস্থিত হয়েছ? (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে মন্মথের সস্পৃহ দৃষ্টি) কি দেখছো? সন্ধ্যা ছায়া গগনমণ্ডল আবৃত করছে, চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তুর রব কর্ণগোচর হ'চ্চে, এ সময় এস্থানে অবস্থান বিধি নহে। অদূরে আমার গুরুদেবের আশ্রম। সেই স্থানে রজনী যাপন করে প্রাতে গন্তব্য স্থানে গমন করো।

ম। আপনি কে।

স। আমি উদাসী।

ম। এখানে কিরূপে এলেন ?

স। তোমার সুমধুর মা, মা, রব শুনে। চল, আশ্রমে চল। গুরুদেব তোমার গান শুনে বড়ই প্রীত হবেন; তোমার মঙ্গল করবেন।

ম। আপনার গুরুদেব! আমার এমন কি পুণ্য আছে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হব। এ অপবিত্র দেহ পবিত্র আশ্রমে যাবার উপযুক্ত নহে। আমায় ক্ষমা করুন, আমি এই স্থানে রাত্রি যাপন করি।

স। তুমি আশ্রমে অতিথি হবে। অতিথি দেবতা সমান; তুমি পবিত্র অপবিত্র চিন্তা করিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। গুরুদেব বিকারশূন্য। তোমার কোন ভয় নাই।

ম। আমার কোন ভয় নাই সত্য। এ প্রাণে আমার মায়া নাই। আপনি কেন উদ্বিগ্ন হচ্চেন?

স। আত্মহত্যা মহাপাপ। মহাপ্রাণী সকলেরই সমান। জীবন রক্ষাতে জীবনের মহানন্দ। এ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ স্থানে এ রজনী কালে কখনই তোমার অবস্থান করা উচিত নয়।

ম। বুঝ্‌তে পাচ্চি, আবার পাচ্চি না। বেশ বোধ হচ্চে মাতৃকার্য্য; কিন্তু মা কোথায়? কেন এ লুকোচুরি? আমায় কিছু বলে দিতে পারেন?

স। লুকোচুরি!

ম। না ত কি? যখনই বিপদে পড়ি তখনই দেখি কেউ না কেউ আমার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। আমি কখন তাঁদের চিনি না, কখন দেখি নাই, আমা হ'তে তাঁদের কোন উপকারের আশা নাই; তবে কেন তাঁরা আমার জন্য এত লালায়িত? লোকালয়েও এই ভাব দেখে এসেছি; অরণ্যেও সেই ভাব দেখছি। জগতে স্বার্থশূন্য হয়ে কার্য্য করে, মা। আমি সেই স্বার্থশূন্যতা চারিদিকে দেখতে পাচ্চি, কিন্তু মাকে দেখতে পাচ্চিনি। একি বিষম ব্যাপার।

স। কোথায় কি স্বার্থশূন্যতা দেখলে?

ম। একদিন আমার মনে আছে গ্রীষ্মকাল, দুই তিন দিন আহার হয় নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হয়েছি; গ্রীষ্মের উত্তাপে দেহ নিতান্ত বিকল হইয়াছে; এক প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে এক গাছতলায় শয়ন করে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি; এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আসিয়া আমার প্রতি নিতান্ত দয়াদ্র হ'লেন; বাড়ী থেকে আরও কয়েকজনকে উপস্থিত ক'রে আমার কত শুশ্রূষা করলেন; আমার মুখে জল দিলেন, চৈতন্য করালেন, আহার দিলেন, প্রাণ রক্ষা করলেন। কে তিনি? কেন আমার প্রতি তাঁর এত দয়া উপস্থিত হল? তাঁকে কখন দেখিনি, তিনিও আমায় কখন দেখেন নি।

আবার একদিন বর্ষাকাল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্চে। বিষম জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পথিপার্শ্বে শয়ন করে আছি। এক দয়াল মহাত্মা সেইস্থানে উপস্থিত হ'য়ে আমাকে তাঁর বাটীতে

ল'য়ে গেলেন ; অনেক শুশ্রূষা অনেক চিকিৎসার পর আমায় সবল করলেন।

আর একদিন অমনি দারুণ শীত। রাত্রিতে এক গাছতলায় উপবিষ্ট আছি। অনাবৃত দেহ। শীতে হস্ত পদ সমুদায় প্রস্তর-বৎ হইয়াছে। এক চাষার ছেলে অকস্মাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে আমার চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। উত্তাপে দেহ সবল হ'য়ে উঠিল। আবার উত্থানশক্তি প্রাপ্ত হইলাম। কে সেই বালক? তার ক্ষুদ্র প্রাণে এ মার যত্ন কোথা হ'তে এল?

তার পর এই অরণ্য; এস্থানে হিংস্র জন্তুর ভয় হ'তে রক্ষা করবার জন্য কে আপনাকে এখানে পাঠালে? আপনার কামনাশূন্য হৃদয়ে আমার জীবন রক্ষার কামনা কে উপস্থিত করলে? দেখুন দেখি এ সমুদায় কার্য্য কার? মায়ের নয়? ঐ ঐ অবস্থায় সন্তানের প্রতি মা ঐরূপ যত্ন করেন কি না? মা! মা!! মা!!! (নীরব)

স। (স্বগত) মা নামে আত্মহারা; একি গৃহী, না পরম সন্ন্যাসী মহাপুরুষ।

ম। দেব! এ মূর্ত্তি হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিলে আমি আর কিছুই চাই না। কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে এ মূর্ত্তি আসে, আবার যায়। কেন এ মুর্ত্তি হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয় না। কি করিলে হয় আমায় বলে দিতে পারেন?

স। গুরুদেবের অসাধ্য কিছুই নাই। চল তাঁর নিকট চল। উপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হবে। তিনি বড় দয়াময়।

ম। চলুন (উত্থানান্তর) আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমি মহাপাতকী। অদৃষ্টে সাধুসঙ্গম কি আমার লেখা আছে?

স। আছে! তোমার মুখের মার নাম অতি পবিত্র, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে।

ম। আপনি সাধু। আপনার কথা কখন ও থা হইবে না, আমার মস্তকে পদধূলি দিন।

স। আমি এখানে কিছুই কর্ব্বো না। আমি ়ই বুঝতে পাচ্চিনে। গুরু সকাশে সকল কথাই প্রকাশ ় পড়বে। তুমি দেখতে গৃহী কিন্তু অন্তরে তোমায় পরম যো । বলে মনে হয়। যাই হ'ক ; এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সন্ধ্যা অতীত হইল, আমার সঙ্গে চল।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নীরদার বাটী।

নীরদা ও মহারাজ আসীন।

নী। এই মিনতি প্রাণপতি করি ধরি শ্রীচরণে
নিজ গুণে কৃপা করে রেখ অধীনীরে মনে।
তুমি সখে, গতি মম
তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম মম
হয়োনা নাথ নিরমম
পাশরিয়ে দয়া গুণে।
অপরাধ যদি হয়
ক্ষম তায় রসময়
শিখাও যা ভাল হয়
নাহি জানি অন্য জনে।

মহা। সাধে কি তোমায় প্রাণ কেটে দিতে ইচ্ছা করে।

আমি ভুলবো! তাহলে সর্ব্বস্ব ছেড়ে তোমার কাছে পড়ে থাকতুম না। তোমার মতনটী কি আর আমার চোকে ঠেকে।

নী। সে কেবল আপনার দয়া। আমি আপনার পায়ের কড়ে আঙুলের যুগ্যি নই। আপনি দয়া করে ভাল বাসেন তাই ভাল দেখেন।

মহা। (নীরদার হস্ত ধরিয়া) দেখ, তোমার এ গহনাগুলো বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে। একবার দরওয়ানকে ডেকে সেকরার বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পার না।

নী। সোনার গহনাগুলো দুদিনেই কেমন ম্যাড়মেড়িয়ে যায়।

মহা। (হাঁসিয়া) বটে। একসুট জড়োয়া গহনার তবে ফরমাস দেওয়া যাচ্চে।

নী। সাধে কি ভগবান্ আপনাকে মহারাজ করেছেন! এসব গুণ না থাকলে কি মানুষ রাজ্য ভোগ করতে পারে। রাজা রাজড়ার নজরই আলাদা।

মহা। এতেই তোমার এত আমোদ। এখনি যদি আমি তোমায় একখানি হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিই।

নী। মহারাজের কাছে অসম্ভব কিছু নয়! আমাকে কিছু দেওয়া যা আর আপনার ডান হাত থেকে বাঁহাতে রাখাও তা। আমার আর কি? আমিই যখন আপনার, তখন এ সর্ব্বস্ব কার? তবে আমার চোখের সুখ, মনের আহ্লাদ, মহারাজ আমায় ভাল বাসেন। আমি আর কি বলিব? আপনি ত ভালবাসা জানেন।

মহা। (পকেট হইতে কোম্পানির কাগজ বাহির করিয়া) দেখ দেখি, এতে কি লেখা আছে?

নী। (কাগজের দিকে চক্ষু রাখিয়া) মহারাজের মুখ, মহারাজের ভালবাসা, মহারাজের দয়া, মহারাজের যত্ন।

মহা। (নীরদার দাড়ি ধরিয়া) আ মরি মরি প্রাণ আমার! যার ভাল হয় তার সবই কি ভাল হ'তে হয়।

নী। সকলি আপনার গুণ। ভালবাসার মন আপনার, তাই রাংকেও সোণা দেখছেন। (হস্তে হস্ত লইয়া) এই ভালবাসা কি চিরকাল থাকবে?

মহা। কোথা যাবে?

নী। আর কোথায়? যেখানে আরও বেশী রূপ, আরও বেশী গুণ।

মহা। আমার ত নয়; তোমার যদি হয়।

নী। এখনও আপনার সন্দেহ হয়? আমরা হতভাগিনী; আমাদের নাম মন্দ; তাই আপনার মুখ থেকে একথা বেরুলো। অদৃষ্ট পোড়া নাকি (চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দনের ভাণ)।

মহা। আরে কেঁদেই আকুল। কথাটা কি বুঝনা ছাই। (চক্ষু হইতে বসন অপসরণের চেষ্টা)।

নী। আমরা যদি তাই বুঝবো, তাহ'লে দশ হাত কাপড়ে উলঙ্গ থাকবো কেন? মহারাজ,—(ক্রন্দনের ভাণ)।

মহা। তুমি অত ছেলেমানুষ কেন?

নী। আপনি আমায় বুড়ো বলতে চান? তা হ'লে ত আমার আদর কিছুই নেই। তা হ'লে যে সব কথাগুলো হলো, সে সব আমার মন রাখা কথা?

মহা। হুঁ (হাঁসিয়া) তুমি পাগ্‌লী।

নী। না হ'লে কি এমন করে থাকি। কি কর্ব্বো মহারাজ? ভালবাসার উপর কারুর ত জোর নেই (ক্রন্দনের ভাণ)।

মহা। এ ত বিষম বিপদেই পড়লুম গা। (পকেট হইতে হীরার আংটী বাহির করিয়া) দেখি দেখি আঙুলটা দেখি।

(আংটী পরাইয়া দিয়া) দেখ দেখি কেমন দেখাচ্চে। যার যা, তার সেটী না হ'লে কি মানায়?

নী। এই গুণেই ত মেরে রেখেছেন। সাধে কি পাগ্‌লী হয়েছি।

মহা। আঃ বাচ্‌লেম। নীর, দেখ আমার এখনও লাটের খাজনা দেওয়া হয়নি, আমি এখনি যাব।

নী। সে কত টাকা?

মহা। ৬০ হাজার।

নী। নাএব গোমস্তারা কি কর্‌ছে?

মহা। তারা এতলা করেছে, মহলে অজন্মা হয়েছে, মহল থেকে টাকা উঠবে না, ঘর থেকে দিতে হবে; তা দেখি এই স্থযোগে পরিবারের গহনা গুলো যদি ফাঁকি দিতে পারি।

নী। আপনি কি তা হ'লে আজ রাত্রিতে আসবেন না? আমার কি হবে?

মহা। আরে পাগলি! একটু থাম্‌না। কায হাসিল হলেই আমি আসছি।

নী। আমি আর কি বল্‌বো। কিন্তু আপনি যতক্ষণ না আস্‌বেন আমি ততক্ষণ এখান থেকে উঠবো না। এই শুয়ে রইলুম।

মহা। না, না, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিও না। খেয়ে দেয়ে এসে শুয়ে থাক।

নী। আপনি না থাক্‌লে আমার বুকের ভিতর কেমন করে। দেখবেন, ভুলে থাক্‌বেন না; আমি পথপানে চেয়ে রইলুম।

মহা। আচ্ছা, আমি যত শীঘ্র পারি আস্‌ছি। (উত্থান)

নী। (হস্ত ধরিয়া গান)

নাথ ! প্রাণ যে বড় কেমন করে
কেমনে বলিব যে'তে আমার মন্ না সরে
পুরুষ নারীর প্রাণ
পুরুষই তার সুখ স্থান
আশা ভরসা ধন মান
কেমনে ".যাও" বলি তাঁরে
বল নাথ কেমন ক'রে
বিদায় দিয়ে র'ব ঘরে
একা ফেলে কেমন ক'রে
থাকিবে নাথ প্রাণ ধরে।

মহা। আরে আমি আস্‌ছি। একটু না গেলে যে চলছে না।

নী। যা ভাল হয় করুন।

মহা। আমি আস্‌ছি। (প্রস্থান)।

গঙ্গাজলের প্রবেশ।

নী। কেমন তৈয়ারি হয়েছি বল ?

গা। হুঁ, হয়েছ—তবে এখনও বাকি আছে। তা যা হক' কাগজ খানা সই করিয়ে নিয়েছ ত। এঁর আর বড় বেশী দিন নয়।

নী। আবার এ গাছটীও ছাড়তে হবে ?

গা। ঐ ত; ও মা ছাড়তে সক্‌কলকে সক্‌কলেরই হবে। একলা এসেছি, একলা যাব। ছাড়াছাড়িতে ভয় কেন মা ?

নী। তা'তস্বটেই; (স্বগত ভাবে) ছেড়ে এসেছি; আর ছাড়তে ডরাই কেন ?

গা। (মস্তক নাড়িয়া) না মা, তুমি এখনও আপনাকে বশে আন্‌তে পার নি। বরদা বাবু ত দিব্বি তোমায় ছেড়েছেন।

নী। মা, আমিই ত ছাড়বার পথ আগে দেখিয়েছি।

গ। তবে আর দুঃখু কেন ?

নী। না, দুঃখু আর কিসের ? এ গহনা, কাপড় পরার সাধ চূড়ান্ত করে মিটাব। এঁর বিষয় কত ?

গ। ভৈরব পুরের সামন্ত—ডাক সাইটে বনিদি জমিদার ; এদের বাড়ী, পুরণো হিরা মুক্তা বিস্তর আছে।

নী। তা এঁকে ছাড়বো কি বলে ?

গ। আর্‌সী থেকে মুখ সরিয়ে নিলেই ত আর তাতে মুখ থাকে না।

নী। এই হাজার টাকা দিলে ! আর একটুও চক্ষুলজ্জা করবো না ?

গ। বরদা বাবু কেমন চক্ষুলজ্জা করলেন দেখলে ? এই রকম বুঝো, সকলকার।

নী। (স্বগত) তিনি কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারেন নি।

গ। অত ভাবছো কি ? তোমার ভাবনার জ্বালায় আমি বাঁচিনে।

নী। না ভাবি নি কিছুই। বেলা গেল, তা এখন যাই চল। তার পর যা হয় করা যাবে এখন।

গ। চল, তুমি বাছা আপনার ভাল আপনি না চাইলে আমি আর কি করতে পারি বল।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বরদা বাবুর নূতন বাটীর কক্ষ।

বরদা আসীন, সন্মুখে সাবিত্রী আসীনা।

সা। (বরদাকে তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিতে থাকিতে দেখিয়া) কি দেখছো ? কেন অমন করে চেয়ে রয়েছ ? কথা কি বেরুচ্চে না ? বলনা, বলনা, তোমার কি কষ্ট হচ্চে ? আমার প্রাণ যে ফেটে যায়। তোমার কি মূর্ত্তি কি হয়ে গেছে ? কেন তুমি এমন হ'লে ? ডাক্তার বলেন, বিষয় আশয়ের শোক সাম্‌লাতে পারলে না। কিসের বিষয় ? বিষয় থাকলেই যায়। কিন্তু সোহাগ ত যায় না ; ভালবাসা ত মরে না ; দম্পতীর সুখ ত কেউ নষ্ট করতে পারে না ; তবে কিসের দুঃখ ? এস, দুজনে হর গোরী হয়ে দিন কাটাই। কেউ কিছু বল্‌তে পারবে না। কি তুচ্ছ বিষয় ; যার মুখ দেখলে সকল দুঃখ দূর হয়, যার কাছে থাক্‌লে সংসার স্বর্গ বলে মনে হয়, যার সহিত কথা বার্ত্তায় দিন রাতের জ্ঞান থাকে না তার কাছে ধন সম্পত্তি বিষয় ? গেছে গেছে বিষয় ; এস দুজনে দুজনের মুখ চাওয়াচাই করে মনের সুখে জীবন কাটিয়ে দি। কিসের ভাবনা ? কিসের কষ্ট ? (বরদার চারিদিকে ত্রস্তভাবে দৃষ্টিপাত।)

সা। (দাঁড়াইয়া) আবার কেন অমন করছো ? (হস্ত ধরিয়া) বস, কোথা যাবে ? এ বাড়ীতে যখন প্রথম এসেছিলে তখন ত আঁমার কাছ ছাড়তে চাহিতে না, তখন যে কত কথা বলেছিলে, আমায় যে সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিলে, এই সামান্য কুটীরকে যে আমায় ইন্দ্রভুবন বলে জ্ঞান করিয়েছিলে। আজ কেন আমার সঙ্গ ছাড়বার জন্য লালায়িত

হচ্চ ? ডাক্তার বলেম দুর্ব্বল মাথায় হটাৎ গুরুতর দুঃখের আঘাত লাগিয়াছে। কি দুঃখ ? আমি দাস দাসী রাখিনি তাই দুঃখ ; আমার যে ছেলেবেলা থেকে সাধ আপন হাতে স্বামীর সেবা কর্ব্বো। আমি তাই কচ্ছিলুম ; তুমি তাতে কেন হা হতাশ করতে ? আমার ত কোন কষ্ট হয় নি ; আমি বড় মনের সুখে ছিলাম ; তুমি কেন তা ভাবতে ? সেই ভাবনাই কি এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত করেছে ? (বরদার হটাৎ উর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন) নারায়ণ রক্ষাকর, রক্ষাকর বলিতে বলিতে সাবিত্রীর গমন ও বরদার হস্ত ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ।

সা। (বরদাকে উপবেশন করাইয়া ও স্বয়ং উপবেশন করিয়া) কতদিন এমন করে যাবে ? কি হবে ? তিনকুলে কারুকে রাখি নি। ননদ ছুড়ীটা ছিল সেও আমার অদৃষ্ট দোষে চলে গেল। চলে গিয়েছে, বেশ হয়েছে ; স্বামীর সুমুখে স্বামীর মুখ দেখতে দেখতে স্বচ্ছন্দে চলে গিয়েছে। আমার কি সে দিন হবে ? ঘোর পাতকী, বিস্তর আশা, তার এই ফল ; তার কোন আশা ছিল না, সে কিছু ভাবতো না, তাই সে স্বর্গে গেল। বাপের বাড়ীর সকলকে একে একে খেয়েছি ; তাঁরা পুণ্যাত্মা, কেন আমার এ নরক যন্ত্রনা তাঁরা দেখবেন। দেওয়ান কাকা সেই দেবীপুরে গেলেম ; আজও ফিরলেন না, তাঁর দোষ কি ? মনিবের কায, তিনি কি করবেন ? আমা-দেরই জন্যে তিনি বুড়ো বয়সে চাকুরি করতে গিয়েছেন। কি লোক ! ঐ সকল লোক এখনও আছে বলে দিন রাত হচ্চে। ধন্যি দেওয়ান কাকা ; আপনার ঋণ পরিশোধ হয় না ; পরিশোধ হয় একথা মনে করাও পাপ ; আপনার কায জগতে কেউ জানতে পারলে না ; কিন্তু মা ভগবতীর চক্ষু তা এড়াতে পারে নি ; সেখানে শুন্‌বেন, তাঁর কাছে জান্‌বেন, আপনি কি কায করেছেন। এ কাযের পুরস্কার তাঁর কোমল হস্তে

পাবেন ; সে ত মানুষের ছোঁবার জিনিষ নয় (বরদার হটাৎ শয়ন)।

সা। (বরদার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) এ যাতনা আর দেখা যায় না। একটু খানির জন্য স্থির নন, ইচ্ছা হয় আপনার মাথায় আপনি মুগুর মারি। কিন্তু তা হলে, কে এঁকে দেখবে ? মরেও যদি এ যাতনা দেখতে হয় ; না, আত্ম্য-হত্যা মহাপাপ। তা হ'লে কি করি, কোন উপায় দেখতে পাই না। পয়সা নেই, লোক নেই, চিকিৎসা করাবার উপায় নেই, কি করি ; নিরুপায়ের উপায় হরি। (উর্দ্ধমুখে যোড়করে) নারায়ণ, অগতির তুমি গতি, রক্ষা কর দয়াময় ; আমার স্বামীকে রক্ষা কর, আমি অভাগিনী ; আমার কোন উপায় নেই। নারায়ণ (বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন)। (বরদার তখনও ত্রস্তভাবে পলায়ন) আঃ আর কত সইব (দ্রুতবেগে প্রস্থান)।

নেপথ্যে—গেলরে, গেলরে, ছুটা জলে ডুবে গেল। ওরে কে কোথায় আছিস শীগ্গির আয়। ও বৌমা তুমি ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও।

পুনঃ নেপথ্যে। (অনেক লোকের গলার শব্দ) কি হয়েছে, কি হয়েছে, ভয় নেই, ভয় নেই।

জনৈক প্রতিবাসীনীর প্রবেশ।

প্রতি। না বাপু এমন মুস্কিল কোথাও দেখি নি। ভাল মানুষের মেয়ের কি ভোগ, কি ভোগ ? দিন রাতের মধ্যে একটুও শোয়াস্তি নাই। দূর ত তোর সোয়ামি। অমন পাগল নিয়ে কি ঘর করা যায়। এই ত, আমি না এলে ছুটোই যাচ্ছিল। পাগলা গারদে দিক্ বাপু ; এমন করে কি থাকা যায় ! একে ত পেটে ভাত নেই ; রেতে ঘুম নেই, তার উপর আবার ছুটাছুটী। আমরা হলে ত কোন্‌কালে

কাপড় ফেলে পালিয়ে যেতুম। (কাপড়ের আন্‌লা দেখিয়া) দেখদেখি এরি মধ্যে গোচ কেমন; কেমন কাপড়গুলি সাজান, এমন লক্ষ্মীরও এমন হয়। যাই বাপু, বাছা ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাপড় খানা ছাড়িয়ে দিই গে। এদের সঙ্গে আমার ভোগ দেখনা, কে কোথাকার কে? আমি ঘরে তিষ্টুতে পারিনা! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

দেবীপুর—মঙ্গলময়ীর মন্দিরের একপার্শ্ব।

সন্ন্যাসী বেশে মন্মথ।

ম।

মা মা মা বল অবিরাম
তাপিত হৃদয় শান্ত, করে শুধু মা'র নাম
যত যন্ত্র আছে দেহে
মা বল সব এক হয়ে
রক্তকণা এস ধেয়ে
মা বলে মাগ আরাম।

মা জগতেরই গুরু
মা স্নেহের কল্পতরু
মা বিনা কেউ নাইকো কারু
সদা কর মার নাম।

মা নামে অমৃত গাঁথা
মা নামে থাকে না ব্যথা
শান্তি সুধা মাখা কথা
অতুল আনন্দ ধাম।

মা কথা সকলে বলে
মা নামে স্নেহ উথলে
কঠিন হৃদয়ও গলে
মরি কি মধুর নাম।

মা নামে যে কি মূরতি
হৃদে জাগে স্থির জ্যোতি
কি সন্তোষ প্রীতিভাতি
মা বই তার নাহি নাম।

মা মা মা মন্ত্র সার
মা কথা শিখান মার
মা বোলে বোল ফুটে সবার
সবাই করে এই নাম।

উত্তমানন্দের প্রবেশ।

উ। বিমল, যথার্থই তুমি মার উপযুক্ত সেবক। আছা কি মার নামই কচ্ছিলে। গুরুদেবের সকল মঙ্গল ? এই নাও ভাই চাবি আর মোহর।

বি। (সবিস্ময়ে উত্তমানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া) এ কি ! এ নিয়ে আমি কি কর্ব্বো ?

উ। অদ্য হইতে তুমি এই মা মঙ্গলময়ীর সেবক। তাঁর বিষয় বিভব অদ্য হইতে তোমার রক্ষাধীন।

বি। কেন ?

উ। গুরুদেবের আদেশ এই।

বি। কৈ, আমায় ত কিছু বলেন নি।

উ। তাঁর বল্‌বার আবশ্যক নাই। এই মঙ্গলময়ীর মূর্ত্তি গুরুদেবের স্থাপিত। তাঁর নিয়ম, এই স্থানে তাঁর দুই শিষ্য একসময়ে উপস্থিত থাক্‌বে না। তিনি এখানে তাঁর কোন শিষ্যকে প্রেরণ করিলে তাঁর অর্থ এই, তাঁর প্রেরিত শিষ্যকে মঙ্গলময়ীর ভারার্পন করে অপর শিষ্য তাঁর চরণ সেবার্থে গমন করিবে। এই নিয়ম চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। যতদিন তাঁর অন্য কোন শিষ্য এইস্থানে আগমন না করে ততদিন তোমাকে এখানে থেকে মা মঙ্গলময়ীর ভার বহন কর্‌তে হবে।

বি। আমি এ কার্য্যের উপযুক্ত নই। আমার বিষয় বিভব কিছুই ছিল না। আমি তার কিছুই বুঝি না। বুঝিবারও আমার সাধ নাই। আপনি অনুমতি করুন আমি গুরুসকাশে পুনরায় উপস্থিত হ'য়ে এই বিষম কার্য্য হইতে অবসর ভিক্ষা করি।

উ। বিমল, তুমি গুরুদেবকে চিনতে পার নি। তিনি পরম যোগী মহাপুরুষ। মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত তাঁর কোন কার্য্য নাই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কোন কার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই, শক্তিও নাই। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মার ভার গ্রহণ কর। গুরুদেব স্বয়ং তোমার পথ প্রদর্শক হবেন।

বি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নি। গুরুদেব কেন আমাকে এস্থানে পাঠালেন?

উ। তা বুঝিবার ক্ষমতা এখনও আমাদের হয় নাই; তুমি কেন কাতর হচ্চ। মা মঙ্গলময়ীর সেবা ত অপ্রিয় কার্য্য নহে। বিষয় বিভবে আত্মহারা না হ'লে বিষয় বিভব অনিষ্টের কারণ হয় না। আনন্দচিত্তে মাতৃপদে আত্ম সমর্পন করিয়া কার্য করিয়া যাও। কোন বিঘ্ন, কোন বাধা উপস্থিত হবে না। একান্ত কোন বিপদ হয়, গুরুদেবকে স্মরণ করিও, সর্ব্ব বিপত্তি

হতে মুক্তিলাভ কর্‌বে। আর আমার এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়; গুরুদেব অসন্তুষ্ট হবেন। আমি আসি; মা মঙ্গলময়ী তোমার মঙ্গল বিধান করুন। তোমার মুখের ভক্তিভরা মার নাম শুন্‌লে কোন মায়ের বেটী মা স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না? আমি তোমার ইচ্ছা গুরুচরণে প্রকাশ কর্ব্বো। ফলাফল পশ্চাৎ জানিতে পারিবে। ঐ অধ্যক্ষ মহাশয় আসছেন; উনি সকল বিষয় অবগত আছেন; বিষয় আশয় সম্বন্ধে সকল বিষয় ওঁর কাছে জানতে পারবেন। জয় গুরু, শ্রীগুরু, জয় মা মঙ্গলময়ী। (প্রস্থান)।

অধ্যক্ষের প্রবেশ।

বি। আপনি অধ্যক্ষ মহাশয়; আমার কার্য্য কি?

অ। এই মঙ্গলময়ী এক্ষণে আপনার। এঁর পূজা, সেবা, বিষয় আশয় রক্ষা, প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য এক্ষণে আপনার আজ্ঞাধীন।

বি। তাঁর কি কি বিষয়?

অ। এই তার তালিকা। সকলের শেষের সম্পত্তিগুলি স্বল্পদিন হইল অর্জ্জিত হইয়াছে। রঙ্গপুরের জমীদার বরদাকান্ত রায়চৌধুরীর এই সমস্ত বিষয় ছিল। এক্ষণে নিলামে খরিদ হইয়াছে, মা মঙ্গলময়ী ইহার অধীশ্বরী হইয়াছেন।

বি। (স্বগত) কি ব্যাপার! কার বিষয় কার হস্তে এল (প্রকাশ্যে) বেশ কথা; এখন কি করতে হবে?

অ। এক রকম এক্ষণে সব করা হইয়াছে। বরদা বাবুর যিনি পুরাতন দেওয়ান ছিলেন তাঁহাকেই নায়েব নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার উপর মহলের বন্দোবস্তের ভার দেওয়া হইয়াছে। মহলের অজন্মা কারণ প্রজাগণের বড় কষ্ট; সে

কারণ সুবিধামত কোন বন্দোবস্ত হইয়া উঠিতেছে না।

বি। তার পর?

অ। মা মঙ্গলময়ীর বিষয় সম্পত্তির আয় এক্ষণে ৪ লাক টাকা দাঁড়িয়েছে। এই টাকা আপনার আদেশমত খরচ হবে, না হয় জমা থাকিবে।

বি। দুঃখ পীড়িত প্রজাগণের সাহায্যার্থে খরচ করা যায় না?

অ। সে আপনার ইচ্ছা। আপনি ভাল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই তাহার আদেশ দিতে পারেন।

বি। আর কোন কার্য্য আমাকে করিতে হইবে?

অ। মহালের প্রজাগণের মধ্যে বিচার কার্য্য আপনার আর একটী কর্ত্তব্য।

বি। আমি ব্যবহারজ্ঞ নহি; কেমন করে সে কার্য্য আমা হ'তে সম্ভবে?

অ। মহালের প্রজাগণ মহন্তমহারাজের আদেশ দেব বাক্য বলে মনে করে।

বি। ধন্য মহারাজ উত্তমানন্দ গিরি! ধন্য তব কীর্ত্তি!! আর কি?

অ। মহলের সুবন্দোবস্ত, শৃঙ্খলা স্থাপন, আয় ব্যয় তত্ত্বাবধারণ, ইত্যাদি।

বি। সে সমুদায় ভার আপনার উপর রহিল। যেরূপ নিয়মে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, সেরূপ নিয়মে সমুদায় কার্য্য চলিবে। বিশেষ কোন ঘটনা উপস্থিত না হইলে আমায় কিছু জানাবার প্রয়োজন নাই। কাহারও কোন কথা মুখে শুনবেন না। সকলকে আবেদন পত্রে তাহাদের মনের কথা প্রকাশ করিতে বলিবেন; আর আবেদন পত্রগুলি একেবারে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। শেষ কথা, প্রজার

শ্রীবৃদ্ধিসাধন, কষ্টনিবারণ, আপনার মুখ্য কর্ত্তব্য স্থির করা হইল। এই কর্ত্তব্যসাধনার্থে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোন বাধা থাকিবে না। অন্য কিছু আবশ্যক হইলে আমাকে পূর্ব্বে জানাইবেন। বিনা কারণে আমার কাছে আসিবেন না, কাহাকেও আসিতে দিবেন না। যদি একান্ত কাহার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক হয় তাহাকে বলিয়া দিবেন মা মঙ্গলময়ীর আরতি অবসানে দেবী সমক্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে; অপর কোন সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

অ। তাহা হইলে বিচার কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?

বি। আমি তার বন্দোবস্ত শীঘ্রই করিব। অদ্য বিচার কার্য্যের কিছু প্রয়োজন আছে?

অ। আছে, রঙ্গপুর ও তন্নিকটস্থ পল্লিগ্রামবাসিগণ সকলে একত্র হয়ে নাপ্‌তেবৌ নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোককে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল। মোহান্ত মহারাজ তাহার তদন্তের ভার তাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হরিদাসের উপর দিয়াছিলেন। তিনি তদন্ত করে লিখিয়াছেন যে, সে স্ত্রীলোক অনেক ভদ্র মহিলাকে কুপথগামিনী করেছে; সম্প্রতি মন্মথ নামক যুবকের পত্নীকে বরদাকান্তের সহিত অপবিত্র প্রণয়ে বদ্ধ করাই মন্মথের দেশত্যাগের ও তাহার স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তির মূল কারণ হইয়াছে। গ্রামের সমুদায় লোক মহাশঙ্কিত হইয়াছে; এক্ষণে আপনার কি আদেশ হয়?

বি। তার আর কে আছে?

অ। ভাই, ভাইজ, ভাইপো। ভাইও তার এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

বি। এটা বোধ হয় পাড়ার লোকের জবরদস্তি।

অ। শুনেছি, ভাই ভাইজ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কল্‌কাতায় ভিক্ষা করে খাচ্চে।

বি। তার দণ্ড ভগবান স্বয়ং দিয়াছেন। আমাদের আর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি ?

অ। সে মাসে মাসে ভাইপোকে দেখ্‌তে আসে। গ্রামের লোক তা'তেও শঙ্কিত ; কোন্ দিন কার অনিষ্ট করে ; বিশেষ আবার সে কল্‌কাতায় থাকে।

বি। তার ভাই ভাইপো কি করে ?

অ। অতিকষ্টে জাত্‌ ব্যবসা করে জীবন কাটায়।

বি। তাদের মা মঙ্গলময়ীর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলে হয় না। তাহ'লে তারা এখানে থাকে, আর ও স্ত্রীলোক গ্রামে যেতে পায় না।

অ। একথা মন্দ নয়।

বি। দেখুন কোন কার্য্য আছে কি না ; আর সে কার্য্য তারা করিতে চায় কি না ; তার পর যা ব্যবস্থা আমি করছি।

অ। যথা আদেশ ; তাদের শাপে বর হ'ল আর কি।

বি। অদ্য আর কোন কার্য্য আছে ?

অ। না।

বি। নূতন সম্পত্তির প্রজাগণের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, গ্রামে অজন্মার কারণ কি, এ সমুদায় বিষয় তদন্ত করে নায়েবকে অচিরে সংবাদ লিখিবার আদেশ দিন ; এবং উত্তর আসিলে কালবিলম্ব না করিয়া আমায় জানাইবেন।

অ। যথা আদেশ।

(প্রস্থান)

বি। (স্বগত) অদ্ভুৎ সংসার। অদ্ভুৎ বিশ্বময়ীর বিশ্বলীলা। অর্থত্যাগী, অর্থের অধীশ্বর; অর্থকামী, অর্থহীন। ধন্য শিক্ষা, দয়াময়ি! আশা মায়া; আশায় কামনা আছে, অহঙ্কার আছে; মার ইচ্ছা নয়, জগতে কেহ আশা করে কার্য্য করে; তাই আশা নিস্ফল করে মা নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। আমরা কোন কর্য্যের শেষ দেখতে পাই না তাই আপাত-অনিষ্টকে মহাশোকের কারণ বলে মনে করি। মা, ধন্য তুমি! তোমার লীলাও ধন্য; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক; জয় মা; যে অর্থ আমাকে সন্নাসী করেছে, সেই অর্থ আমার হস্তে দিয়া আমায় পরীক্ষা করছেন; আমি কি পরীক্ষার উপযুক্ত হয়েছি? ধন্য গুরুদেব। প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রঙ্গপুর।

মুখুয্যেমশাইএর চণ্ডীমণ্ডপ।

মুখুয্যে মশাই প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোক আসীন।

১। মুখুয্যে মশাই আপনার কি বোধ হ'ল? এ নূতন মোহান্তের সঙ্গে আমাদের মন্মথের অনেকটা মিল নেই?

মু। আমি ভাল বুঝ্‌তে পাল্লুম না; একে রাত্রি, তায় নজর ভাল চলে না।

২। মন্মথ ত অমন সুন্দর ছিল না; গড়ন পেটন ও তার অত ভাল ছিল না।

৩। না, মন্মথ কুৎসিৎ নয়; তবে ইদানীং খেটে খেটে অত বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল।

৪। কার জন্যে যে খাট্‌তো?

৫। তার আজ কাল মওড়া কে নেয়? সে সে দিন গঙ্গাস্নান করতে এসেছিল, তার গাড়ীখানা দেখ্‌তেই কত লোক দাড়াইয়ে গেল; আর আবাগের বেটীর যে কি রংটং ফুটেছে তা আর কি বল্‌ব।

১। রং টং ফুটে আর কি হবে?

৫। কি হবে? বড় বড় লাকপতি সব দরজায় বাঁধা থাক্‌বে।

১। শেষ ব্যবস্থা তো টুক্‌নী।

২। কার? তার না লাকপতিদের?

৩। লাকপতিদেরই বটে! মহারাজ যোগীন্দ্র ভূষণ ইনসল্‌ভেণ্টের আসামী হয়েছেন আর ভৈরবপুরের সামন্ত, এই হলেন আর কি।

মু। অমন কত যোগীন্দ্র ভূষণ, ফণীন্দ্র ভূষণ তলিয়ে যাবে। নারী শক্তিমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি কুদিকে গেলে কি আর রক্ষা আছে ?

১। পাপের একটা শাস্তি নেই ? এ হতেই পারে না।

২। শাস্তি টাস্তি সেকালে ছিল। এখন যে যত পাপী তার তত ভাল হয়, আর যে যত ভাল তার তত দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকে না।

৩। ঐ বরদা বাবুর স্ত্রী আর মন্মথের স্ত্রীকে দেখে তাই মনে হয় বটে।

মু। বাস্তবিক বরদা বাবুর স্ত্রীর মত সতী লক্ষ্মী চোখে ঠেকে না।

৩। আভাগীর কি ভোগই হচ্চে ?

১। বরদাবাবু না একটু সেরেছেন ?

৫। তার সারবার মুখে আগুন; পাপের বিভীষিকা কি কখন নিবৃত্ত হয়।

২। না, না; এখন কথা ফুটেছে; ঘুমও এসেছে; খাওয়া দাওয়াও চলছে।

৫। খাওয়া দাওয়া ত চলছে ? কিন্তু খাওয়া জুটছে কোথা থেকে ॥

৩। যে দেওয়ানজি মশাই আছেন।

মু। বরদা বাবুর আর কোন সুকৃতি থাকুক আর নাই থাকুক এই সুকৃতি দেখ্‌ছি যে তিনি অমন পরিবার আর অমন দেওয়ান পেয়েছিলেন।

১। সবই ঐ পরিবারের গুণ; সাবিত্রী, বুড়োকে যে যত্ন, যে ভক্তি, যে শ্রদ্ধা, করে তাতে দেবতা তুষ্ট হন্; উনি ত মানুষ।

৫। কি ভাগ্যি, বুড়ো এখনও ঘোর পাষণ্ড বলে পরিচিত হলো না।

৩। কেন? পাষণ্ড হবে কেন?

৫। জগতে ভাল কাজ কল্লেও লোকের কাছে পার নেই।

১ কেন বাপু; ভাল কাজকে কে মন্দ বলে।

৫। লোকের স্বভাব এই সকল কাজেই তারা স্বার্থ দেখেন।

১। তা বলে শাক দে মাছ ঢাক্‌লে কি তুমি পার পাবে? তুমি যে কাজ করেছ সেটা কেউ ভাল বল্‌বে না।

৫। ও কি জানেন! সেই একটা গল্প আছে এক শিয়াল আঙুর ফলের জন্য লাফালাফি করে যখন পেলে না তখন বলে আঙুর বড় টক। লোকের নিন্দাও তাই; আমি তা গ্রাহ্য করি নি।

১। তা গ্রাহ্য করবে কেন বাপু? গ্রাহ্য কর্‌লে ত তোমার কাজ চল্‌বে না? তোমার—

মু। ও সব বিষয় এখানে আর কেন?

৫। না মশাই উনি যখন তখন ঐ কথা বলেন; আমার অপরাধ কি? একটী স্ত্রীলোক ২টী নাবালক নিয়ে হটাৎ বিধবা হয়েছে, আমি তারে দেখি শুনি, আমার যথাসাধ্য সাহায্য করি।

১। অমন ত অনেক আছে, কৈ তাদের সাহায্য করতে ত যাও না।

৫। আমার যেমন ক্ষমতা তেমন কর্ব্বো। আমার ইচ্ছা ত করি কিন্তু করি কোথ্‌ থেকে।

৪। ন্যাও ন্যাও কেঁচো খুল্‌তে খুল্‌তে গোকরো বেরুবে। আজকালের ছোড়া ছুড়ীদের কথা বল না।

৫। বুড়ো হ'লে লোকের "আপনি" ছাড়া ত আর কিছু

থাকে না। আপনারা এখন ছোড়া ছুড়ীদের ভাব কি বুঝ্‌বেন ; আপনার ছোড়া বয়সটার কথা একবার ভেবে দেখুন না ?

৪। কি, যতবড় মুখ ততবড় কথা ; তোর খয়ের খাবার যোগ্য লোক আমি নই।

মু। মশাই, স্থির হন, স্থির হন। (৫ম এর প্রতি) তুমি একটু চুপ কর।

৫। মশাই, বরফের যদি এত তাত হতে পারে, তা হ'লে আগুনের তাত হবে না কেন ?

৪। জুতিয়ে মুখ ছিড়ে দেবো।

মু। অতটা বাড়াবাড়ি ভাল হচ্চে না।

৪। কেন হে মুখুয্যেমশাই, তোমার বাড়ীতে আসি বলে আমায় অপমান। চল্লুম তোমার বাড়ী থেকে।

২। মশাই বস্থন বস্থন (হস্ত ধরিয়া)।

৪। এখানে আর থাক্‌তে নেই (রাগতভাবে প্রস্থান)

১। উনি দোষও করবেন রোষও করবেন। বটে। (প্রস্থান)

২। যা আজ একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। আর না বাবা। যাত্রাটা আজ বড় ভাল নয় (প্রস্থান)।

৫। আমার দোষটা দেখিয়ে আমায় ঢুষা জুতো মারুন। ওরা কি কথায় কি কথা তুল্লেন।

মু। যাক ; ও সব কথা না তুললেই ভাল হ'ত।

৫। আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য একটুতেই স্ত্রীলোকর নিন্দা হয় ; কিন্তু বরদাবাবুর স্ত্রীর বেলা হয় নি ?

মু। বরদাবাবুর স্ত্রীকে যে মন্দ বল্‌বে তার নরকেও গতি হবে না। বরদাবাবুর স্ত্রীকে দেখ্‌লে মা বই অন্য ভাব মনেই আসে না।

৩। এক এক স্ত্রীলোকের কেমন পবিত্র ভাব থাকে। তারে দেখলে মনে একটুও কুভাবের উদয় হয় না।

মু। সতী লক্ষ্মীরই ঐরূপ ভাব থাকে; কিন্তু পাষণ্ডেরও অভাব নেই; বনে দময়ন্তিকেও ব্যাধে আক্রমণ কর্‌তে গিয়েছিল।

৩। কিন্তু শাস্তিও সে তখনি পেলে।

মু। যাক বাপু, আর কথায় কাজ নেই, এখন সন্ধ্যা হ'ল। বাপ পিতামো একটু যা করে গেছেন তা করা যাক্ গে।

৩। হ্যাঁ, তা আর বল্‌তে।

৫। আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমার অপরাধ হয়ে থাকে মাপ করবেন।

৩। না, আমাদের আর কি। (৩য় ব্যক্তির প্রস্থান)

৫। এখানে আসাই আমার ভাল হয় নি; বুড়োলোকেরা সকলে এখানে বসেন। —প্রস্থান।

ম। হরি হরি বল (উচ্চৈস্বরে) ও হরে হরে—প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নীরদার বাটীর সম্মুখ রাস্তা।

দ্বারে দ্বারবান।

মহারাজের প্রবেশ।

দ্বা। (মহারাজকে যাইতে বাধা দিয়া) আবি যানে কা হুকুম নেহি।

ম। কি দরয়ান জি? আমি।

দ্বা। যানে কা হুকুম নেই; কসুর মাপ কিজীএ মহারাজ।

ম। আমার যাবার হুকুম নেই।

দ্বা। নেহি।

ম। এ বাড়ী কার?

দ্বা। হাম্‌রা ও খবর নেই। হুকুম, কৈ কো জানে মৎ দেনা

ম। আচ্ছা যাও, বলে এস আমি এসেছি।

দ্বা। ময় দেউড়ী ছোড়নে নেহি শক্তে হঁ। ভিতর একঠো বাবু হ্যায়।

ম। বাবু! কে বাবু!! আমার ঘরে বাবু!!! (যাইবার উপক্রম)।

দ্বা। কসুর মাপ কিজীএ মহারাজ; ময় জানে দেনে নেই শকেগা; হুকুম তামিল করনা, নকরকা কাম।

ম। (বাধা পাইয়া) কি তুই যেতে দিবি নি; এই বাড়ীতে থাকবার জন্যে সর্ব্বস্ব খুইয়েছি।

ভগা মাতালের প্রবেশ।

ভ। বেশ করেছ চাঁদ, সর্ব্বস্ব খুচিয়ে, এক পাকা—ছ্যা,

ছ্যা ছ্যা ; থুড়ি, ভুল হয়েছে, কাশীর মন্দির, কাশীর মন্দির।

ম। যা. যা যা।

ভ। যেতে কি পারি ? দলের লোক পেয়েছি ! দুটা সুখ দুঃখের কথা ক'য়ে নি।

ম। এখন যাও বলছি ; বিরক্ত করো না।

ভ। যাও কি ? যেতে কি বাকি আছি ? কোন্ কালে গিয়ে বসে আছি। এখন, ভগবানবাবু গিয়ে, ভগা মাতাল হয়েছি। মহারাজ–বাবু তুমিও তাই, এখন কেবল "বেজায় আওয়াজ কাবু"। (চক্ষুর ভাব ভঙ্গী করিয়া) আর এই বাড়ীতে আজ যে বাবু বসে আছেন তিনিও একদিন এই রকম ———। বা, বা, নরক গুলজার, গুলজার।

দ্বা। এই, চিল্লাও মৎ।

ভ। কেন বাবা, পথে দাড়িয়েছি, তবু নিস্তার নেই ; মহারাজবাবু দেখছেন, পথে বস্‌লেও এরা ছাড়ে না ; কেসা মজা বাবা !

দ্বা। চিল্লাও মৎ, ভাগো জল্‌দি।

ভ। দিল চুর হোতা হ্যায় পাঁড়েজি। চিল্লাও মৎ !

দ্বা। হঁা, হঁা, হঁা ; চিল্লাও মৎ, ভাগো আবি।

ভ। আহা হা আর কিছুদিন আগে যদি এ কথা বল্‌তে ; মহারাজবাবুকে তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে ধর্‌না দিতে হ'ত না। মহারাজবাবু (চক্ষুভঙ্গীকরণ)—

মহারাজের যাইবার পুনঃ উপক্রম—
দ্বারবানের গতিরোধ ও ধাক্কা।

ম। হারামজাদ্ (প্রহারোদ্যম)—

ভ। (ধরিয়া) চটো না যাদু। রাজ রাজেশ্বরীর মন্দির ! দোর ধর্‌ণি নজর কৈ ? অম্‌নি কি দর্শন মিলে ?

ম। নিমক হারাম।

ভ। ওর প্রতি আর ঠোঁট জিবের কষ্ট কেন। দেবীর ধ্যান করুন। (হস্ত নাড়িয়া) দেবীর ধ্যান করুন। রমণী প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বনকরাঃ।

ম। ছেড়ে দেও বলছি।

ভ। ধরে যদি রাখতে পাত্তুম তা হ'লে কারুকে কি আর "ভগা মাতাল" হতে দিতুম? মহারাজ আমার মত এ যজ্ঞের সুফলটা নিয়ে ফেলুন; সেটা আর কেন বাকি থাকে।

ম। ছেড়ে দেও, হাতে বড় লাগছে।

ভ। প্রাণে লাগছে না ত। দাড়াও তবে; রাজরাজেশ্বরীকে একবার প্রাণভরে ডাক; নচেৎ বল আমি তোমার হয়ে ডাকি।

ম। ডাক্‌বে, ডাক।

ভ। প্রথমে দু অক্ষর মন্তর ঝাড়ি, কেমন (ক্রমে ক্রমে স্বর উচ্চ করিতে করিতে) নী'রো; নীর নীরো' (কোন উত্তর না পাইয়া মহারাজের দিকে) রো বাবা রো। আচ্ছা এইবার তিন অক্ষরে মন্ত্রটা বলি! (ঐরূপ স্বর উচ্চ করিতে করিতে নী'রদা, নীর'দা, নীরদা" (উত্তর না পাইয়া) এ দা নয়, এ সেই মুখ সরু মাথা মোটা (হস্তের দ্বারা দেখাইয়া) বড় বড় গুঁড়ি চেরা কুড়ুল।

নেপথ্যে—দরওয়ান দেউড়ীতে কিসের গোলমাল এত? এখানে যে আর তিষ্টুতে পারা যায় না। সব সরিয়ে দেও।

ভ। (কীর্ত্তন সুরে) মহারাজ এইবার্ ধুলিলুণ্ঠিত বদনে, মস্তকভূমিপর্শনে, দুই হস্ত প্রসারণে, লম্বা একটী প্রণাম কর; তারপর মালা হাতে, সটান রাজপথে, লোকের মুখ ব্যাকানি খেতে খেতে, সোজা চলে যাও হে; ও গ্যাসের আলোর শ্যামা পোকা, নিশি গেল হে; পড়, পড়, পড়, আকাশ দেখ, রাস্তায়

একা শুয়ে হে; (খোলের বাদ্যের অনুকরণ) ঝুম্, থাক্ থাক্ ঝুম্, খেলাও, খেলাও, থাক্ ঝুম, ; ঝুম, ঝুম, ঝুম্, নিজঝুঁম। বুঝলে চাঁদ ?

গঙ্গাজলের প্রবেশ।

গ। কে র‍্যা কে ?

ভ। ও গো আমি গো ; (মহরাজকে ধরিয়া) একটা কালসাপিনীর খোলোস পেয়েছি, তোমাদের বাবুর শেষে মাথায় চুলও একটী থাকবে না ; তাই অসুদ দিতে এসেছি ; একবার তোমাদের বাবুকে এইদিকে আস্তে বল না।

গ। ভগা ! মাতলামির আর জায়গা পেলিনি ?

ভ। (মহারাজকে দেখাইয়া) আর এর দিকে বুঝি এখন ফিরেও চাইতে নেই।

ম। গঙ্গা আমি, অনেকক্ষণ এসেছি, দরওয়ান যেতে দিচ্ছে না।

গ। দরওয়ান তুমি "কুচ কামকা নেই" দেউড়ীতে এই রকম হল্লা হচ্চে ; তুমি চুপ করে বসে রয়েছ, তুমি তবে কিসের দরওয়ান ? কেবল মাইনে নেবে, আর রুটি খাবে, আর হা, হা করে কাণের পোকা বার করবে ?

ম। গঙ্গা, একবার নীরদাকে বল ত (গঙ্গার প্রস্থান)।

ভ। আর গঙ্গা ; তোমার অদৃষ্টে গঙ্গা কি আর আছে। এখন (বাড়ির ভিতর দেখাইয়া) ঐ বাবুর গঙ্গা প্রাপ্তি ((উচ্চৈস্বরে) ও বাবু, কে বাবু ঘরে বসে আছ ; একবার এই দিকে এস ; দেখে যাও ; যে ঘরে বসে আছ, যে বিছনায় শুয়ে আছ; যা কিছু চাদ্দিকে দেখে চক্ষু জুড়াচ্চ, সে সমুদায় যার পয়সার সাক্ষী দিচ্ছে তার দশা একবার দেখে যাও ; যে, যে বাড়ীতে থাকবার জন্য সর্ব্বস্ব খু'য়ে লোকের এখন

দূর্ছার্ জিনিষ হয়েছে, যে বাড়ীর প্রত্যেক ইটের সঙ্গে যার রাশ্ রাশ্ পয়সা গাঁথা আছে আজ সেই বাড়ীতে তারই প্রবেশ মিল্‌লো না। তুমি যেই হও যত বড় ধনী হও, একবার দেখে যাও, যে দরওয়ান (হস্ত দিয়া দেখাইয়া) যার পয়সায় এত বড় ভুঁড়ি করেছে, যার তকঁমায় এখনও যার নাম জ্বল জ্বল করছে, যে যারে দেখলে কিছুদিন আগে উঠে দাড়িয়ে পথ দেবার জন্য ব্যস্ত হ'ত আজ সেই দরওয়ান, তাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। হায়! হায়! হা পয়সা, হা দুধমুখো বিষের কলসী! (মহারাজের সবেগে প্রস্থান)।

ভ। এলে না, দেখলে না, মহারাজ আজ এখান থেকে কেমন করে পালিয়ে গেল; আহা হা; বাবা যদি ধন না দিয়ে (রাস্তার দিকে দেখাইয়া) এই রাস্তা দেখিয়ে দিতেন—তাহলে এ ভগা মাতালও হতো না, এ মহারাজ তার বড় সাধের যায়গা থেকে এমন ভীমরুলকামড়ান রোগীর মত ছুটে পালাত না, আহা-হা। (প্রস্থান)।

বাবু ও নীরদার প্রবেশ ও দরওয়ানের উত্থান।

নী। দরওয়ান ভগা কোথা গেল রে ?

দ্বা। ই ধার গিয়া।

বা। আউর কৈ ওস্‌কা সাথ থা ?

দ্বা। মহারাজ থা।

বা। দেখলে, আমি বল্লুম, আমি মহারাজের নাম শুনেছি।

দ্বা। মাজি, হাম ছুট্টি মাংতা হ্যায়। এ কাম হাম নেই কর্‌নে সাকেগা।

বা। কাহে।

দ্বা। যেস্‌কো একদফে পুজ্‌নে হোগা ফিন ওস্‌কো ঝাড়ু

মার্‌নে হোগা। এসা হাম্‌রা ধরম নেই হ্যায়। হাম যানে মাংতা আবি।

গঙ্গাজলের প্রবেশ।

গ। আচ্ছা তোম চলা যাও।

বা। তোম্ মেরা মোকাম্‌মে যাইও তলব মিলে গা।

গ। ওত মাস শেষ করে নি, ওর মাইনে কিসের?

বা। আমি ওকে টাকা দিব, তোমার খেতি কি বল দেখি? দেখ নীর, আজ আমার একটু বিশেষ দরকার আছে, আমি এখনি যাব।

নী। এমন সময় ত আপনি কোন দিন যান না।

বা। সকল দিন কি এক রকম ভাল লাগে? আমি আসি।

নী। আমার অদেষ্ট।

গ। গাড়ি।

বা। গাড়ি একটা দেখে নিচ্চি (দরওয়ানের প্রতি) তোম্ আও। (প্রস্থান)।

দ্বা। যো হুকুম মহারাজ। (প্রস্থান)।

গ। এঁর গতিক বড় ভাল বুঝ্‌ছি না।

নী। যাক্, আর বাবুতে আমার কাজ নেই, মনে করলেই চলে যাবে এমন বাবু আমি আর চাই নি।

গ। আমরা ত আর বিয়ে করা মাগ নই, আমাদের এই রকমই হয়ে থাকে। ওর আর কি; আমি দেখছি। (প্রস্থান)।

নী। দরওয়ানটা ৮ টাকা মাইনার চাকুরি করে, সেও কেঁদে চলে গেল;—

নেপথ্যে—

যে যার সে তার একে আর কি হয় কখন
ধরে বেঁধে কারুকে কি করা যায়রে আপন জন

মনে মনে খুঁজে খুঁজে
পড়লে তবে যোড় সাজে
নইলে শুধু লাঠী বাজে, কেবল কষ্ট অকারণ
কাঁদাকাঁদি জেদাজিদি
এই ত দেখি নিরবধি
অমিলে মিল্ হ'ত যদি থাকত না সুমিলন
শোন্ না বলি ওরে ও মন
না পাস্ যদি আপন জন
যা না তবে তার্ সদন যিনি হ'ন সবার্ আপন।

নী। (স্বগত) ঠিক কথা (প্রকাশ্যে) ও গান ওয়ালা, শুন, শুন, এই দিকে এস। (স্বগত) মুখ খানির কি জলুস যেন দপ দপ করে জ্বল্‌ছে।

গানওয়ালার প্রবেশ।

নী। ও গান ওয়ালা, তোমার বাড়ী কোথায়?

গা। বাড়ী, এই ত এই খানে।

নী। এখানে কোথায়?

গা। যেখানে আছি সেই খানে।

নী। তোমার বাড়ী নেই?

গা। কেন থাকবে না?

নী। কোথায়?

গা। যেখানে থাকি সেই খানে।

নী। কোথায় থাক?

গা। এখন এই খানে।

নী। তোমার কে আছে?

গা। এ ও সে।

নী। সে কে?

গা। যে বলে সে।

নী। (স্বগত) পাগল নাকি! (প্রকাশ্যে) একটী গান কর দেখি।

গা। বকসিস দিতে হবে।

নী। (স্বগত) পয়সাটা সকলেই চায় (প্রকাশ্যে) আচ্ছা দেবো অখন।

গা। (উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া)—

এত রূপ কোথা পে'লি ও ভাই কে দিল তোমায়
কত যে সুন্দর সে যে এরূপ গড়েছে হায়
সুন্দরতা ভাল বাসি
সুন্দরের তরে আসি
কোথা সে সৌন্দর্য্য রাশি
যা হ'তে এ সমুদায়
দেখাও দেখাও তারে
ঢেকোনা আর নীলাম্বরে
খোল দ্বার নীরদ রে
সার্থক হউক কায়।

নী। (হাসিয়া)—এ কি গান।

গা। (নীরদার কাছে উপবেশন পূর্ব্বক) কেন! মিথ্যা কথা! দেখ দেখ মাথার উপর কত রূপ, কত আভা; কেমন নীলাম্বরে ঢাকা—ছি।

নী। (হাসিয়া) ছি কেন?

গা। অমন মাইরি মাইরি কেন? অত লুকোঁচুরি কেন?

নী। এস বাড়ীর ভিতর এস।

গা। বাপ্‌রে পরের বাড়ীতে কি পরকে যেতে আছে? বড় দুর্গতি হয়; বড় দুর্গতি হয়।

নী। কোন দুর্গতি হবে না, তুমি এস। তোমার গানটী বড় মিষ্টি ; খাণিকক্ষণ গান করবে এখন।

গা। তাকি পারি! আমাদের এ কত বড় বাড়ি। উপরে আকাশ, নীচে পৃথিবী, পাশে যতদূর দেখি ততদূর আমার বাড়ি। আমি ও কি ছোট খাট বাড়ীতে সেঁধুতে পারি, হাঁপিয়ে মরে যাব। আমায় বকসিস দেবো বলেছ, দেও।

নী। এই বোলছিলে "খোল দ্বার নীরদ রে"

গা। (হাসিয়া) কৈ দ্বার খোলা ত দেখ্তে পাই না ; আমি অন্ধকার দেখ্ছি ; দাও ঠাকরুণ, বকসিস্ দাও আমি চলে যাই।

নী। বকসিস্ ; এই আমি আছি, আমায় নেও।

গা। বাপ্‌রে—

এ যে পূজা করা ফুল
কুবাতাসে উড়ে এসে হারিয়েছে জাত্‌কুল
আস্তাকুড়ে পড়ে হায়
ময়লা এর লেগেছে গায়
হৃদ্‌মাঝারও ময়লাময় এ কি বিধাতার ভুল
এ ফুল যার ছিল পায়
আজি তারে কেবা পায়
দেবজ্ঞানে ভক্তিসনে তারে পূজে প্রজাকুল
সবার সে মনোমত
সে আজ্ তার্ মায়ের মৃত
মাতৃক্রোড়ে যেন বসে হেরে আনন্দ অতুল
স্বর্ণ সিংহাসন তার
সে যে শান্তি প্রেমাধার
ভালবাসা শুধু তার কায (ই) জীবনের মূল

আর এ ফুল কি এম্‌নি ধারা
নোংরা মাঝে রবে নোংরা
প্রাণ কাঁদে যে নিরাধারা হেরে চিত হয় আকুল
কোথায় এরে যত্ন করে
রাখবে লোকে শুভ তরে
এখন ছুঁতে ঘৃণা করে ময়লা কীটে সমাকুল।

নী। গানওয়ালা তুমি কে? তুমি আমায় চেন?

গা। হুঁ, তুমি এক পুরুষের প্রকৃতি।

নী। কোথায় সে পুরুষ?

গা। সেই অন্তরের অন্তরে মাইরি মাইরি ক'চ্চে; মনের ভিতর একটু কসে ডুব দেও দেখনি; দেখ্‌তে পাবে এখন।

নী। (অন্যমনস্ক ভাবে) কি বল্‌ছো, গানওয়ালা?

গা। ভাল, গরিবের কথা বাসি হ'লে লাগে ভাল; ভাল, চল্লুম।

নী। গানওয়ালা, তুমি কে আমায় বল্লে না।

গা। আমায় ত কেউ সে কথা বলে না।

নী। আচ্ছা আমি বল্‌ছি; চল আমার ঘরে চল।

গা। কয়েদ করবে ত; না বাবা আমি পালাই (উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)।

নী। (স্বগত) কে এ, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুম না; মুখ ফুটে আপনার হ'তে বল্লুম, ছুটে পালিয়ে গেল। ও কি আমায় চেনে? কি করে বল্লে আমি কি ছিলুম কি হয়েছি। তার স্বর্ণ সিংহাসন; তিনি মায়ের কোলে; তবে কি তিনি স্বর্গে গেয়েছেন; আ-হা-হা (বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন)।

হটাৎ নাপ্‌তে বৌ এর প্রবেশ।

না বৌ। কি গা চিন্‌তে টিন্‌তে পার?

নী। হ্যা চিন্‌তে আর পারি না! তোমায় কি জন্মে কখন ভুলবো?

না বৌ। যা হ'ক বোন্! তবু তুমি তোমার ধর্ম্মটা রাখলে; (ক্রন্দন স্বরে) আমার ভাই ভাজ কিছু বুঝলে না।

নী। কেন; তোমার ভাই ভাজ কি করলে?

না বৌ। কি আর কর্‌বে! সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

নী। তা তুমি এখন কোথায় আছো?

নী। কোথায় আর থাকবো বোন্; ভিক্ষেশিক্ষে করি আর অমনি যেখানে হোক এক জায়গায় পড়ে থাকি।

নী। তুমি এখন ভিক্ষা করে খাও?

না বৌ। অদৃষ্টে থাকলে কি আর কর্‌বো বোন্! যথা সর্ব্বস্ব ভাই ভাজ নিলে এখন আমি রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াই।

নী। তা এখানে আসনি কেন?

না বৌ। এসে কি কর্ব্বো? একদিন এসেছিলুম। তিন দিন উপোসী; তুমি কোন খোঁজ নিলে না; আপনার মনেই গঙ্গাজলের সঙ্গে চলে গেলে। কিন্তু বোন্ দেখ, এই নাপ্‌তে বৌ না থাকল এ ইশ্বর্য্যি তোমার কখনই হতো না। তোমার সে কাঁপুনি এখন আমার মনে কল্লে হাসি পায়।

নী। হ্যা নাপ্‌তে বৌ, তুমি আমার যা করবার তা করেছ। বরদাবাবু এখন কি করছেন?

না বৌ। তিনি দিন কতক পাগল হয়েছিলেন, এখন দেবীপুরে দেওয়ানের অন্নে পেট ভরাচ্চেন।

নী। তার বিষয় না সব দেবীপুরের মোহন্ত কিনেছেন?

না বৌ। হ্যা, আবার তার পুরাণ দেওয়ানও মোহন্তজীর দেওয়ান হয়েছেন।

নী। তা বেশ; তুমি কখন দেবীপুরে গিয়েছিলে?

না বৌ। গিয়েছিলুম বই কি! ভাই ভাজ সেখানে রয়েছে, দেখা করব বলে গিয়েছিলুম।

নী। ভাই ভাজ সেখানে কেন?

না বৌ। ভাই সেখানে কাজ পেয়েছে, মোহন্ত মহারাজ তাকে দেশ থেকে নিয়ে গিয়ে সেইখানে রেখেছেন।

নী। কেন?

না বৌ। পাড়ার লোকে সব আমার নামে কি বলেছিল; তাই।

নী। তা বেশ; মোহন্ত মহারাজকে দেখেছ?

না বৌ। হুঃ সোণার সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর পাদপ জল নেবার জন্য লোকের ভিড় কত।

নী। সোণার সিংহাসন!

না বৌ। হ্যা বোন! কিন্তু আমার একটা বড় সন্দেহ হ'ল, রাত্তির, ভাল ঠাওরাতে পাল্লুম না।

নী। রাত্তিরে গিয়েছিলে?

না বৌ। না; আরতির পর না হ'লে মোহন্ত মহারাজকে কেউ দেখ্‌তে পায় না।

নী। তা কি সন্দেহ হ'ল?

না বৌ। ঠিক যেন তিনি আমাদের কত্তার মতন।

নী। কে, কত্তা।

না বৌ। যাক্ সে আর কাজ নেই।

নী। তিনি যদি তাই হ'ন তা হ'লে নাপ্‌তে বৌ বোঝো দেখি তুমি আমার কি কাজ করেছ।

নেপথ্যে—বল হরি, হরিবোল। আহা কোন্ ভাগ্যধরী যায় রে, চাঁদের হাট সঙ্গে করে কোন্ ভাগ্যধরী যায় রে।

বুড় ভাতার কাঁদ্‌ছে আঁহা হা মরণ হবেত এই রকম, এর পায়ের বাতাস যেন সকল মেয়েমানুষের গায়ে লাগে।

(সধবা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ লইয়া যাত্রা ও প্রস্থান)।

নী। আমরা মলে কি হ'বে বল দেখি? পায়ে দড়ি দিয়ে টান্‌বে? এক ফোটা চোকের জলও কেউ ফেলবে না।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে গঙ্গাজলেরর প্রবেশ।

গ। ওরে আমাদের মিতিনকে কেটে কাল রাত্তিরে সর্ব্বস্ব কে নিয়ে গিয়েছে রে—ঐ দেখ ঐ লাস আস্‌ছে।

মুদ্দফরসের স্কন্ধে লাস, পাহারওয়ালা ও জমাদার—(প্রবেশ ও প্রস্থান)।

নী। আর আমি দেখ্‌তে চাই নি। নাপ্‌তে বৌ, তুমি আর কখন কোন গেরোস্তের বাড়ী যেও না। (প্রস্থান)।

না বৌ। বড় মন্দ কাজটা ওর করেছি নাকি; এই দেউড়িতে পাহারা, এ বড় মানুষী, এ নাপ্‌তে বৌ না থাক্‌লে হ'ত না। মনে বুঝে দেখুক গে কি কষ্ট করেছি।

গ। কষ্টের কথা বল না; একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ধরাতে আমার নাককে দম বেরিয়ে যায়।

না বৌ। কিন্তু সুখটা হচ্ছে কার? আমার না তোমার?

গ। এইবার আমার সঙ্গে একটা যা হো'ক হবে দেখ্‌ছি।

না বৌ। ও বড় নরাধমী; ওর যা হোক হওয়াই ভাল।

(প্রস্থান)।

গ। চল্লে যে?

না বৌ। আর কি করবো—এ বিশ্বাসঘাতকীর দোরে দাড়াতে নেই। (প্রস্থান)।

গ। বলেছো মন্দ নয়, কেনরে বাপু? আমাদেরই বা এতই কি, দেখি একবার বলে। স্বীকার হয় ত আচ্ছা; না হ'লে এই পর্য্যন্ত। (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রঙ্গপুর মহলের সরকারী কবিরাজ খানা।

কবিরাজ ও কতিপয় ভদ্রলোক আসীন।

১। না, এ ঠিক মার রাজত্বই হয়েছে।

২। মোহান্তজীর প্রজাদের প্রতি যেরূপ টান তাতে তাই বোধ হয় বটে।

৩। তা আর বল্‌তে এই যে অজন্মার বছর গুলা গেল, কি রকম করে প্রজাদের বাঁচিয়েছেন বল দেখি; চাষীরাত তাঁর গোলাম হয়ে পড়েছে।

৪। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, একথা বড় ঠিক। দেখনা বরদাবাবুর শেষ দশাটায় উপ্‌রো উপরি কি রকম অজন্মাটা হতে লাগলো; এখন ত সেই জমি, সেই চাষী, ফলছে দেখ দেখি।

ক। এবার যে রকম ফলেছে এমন কোন বছর হয় নাই।

১। এবার বৃহস্পতি রাজা তার মন্ত্রী চন্দ্র।

৪। তাতে কিছু নয়; তবে কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে অধ্যক্ষ মিলেছেন ভাল।

১। আমিও তাই বল্‌ছিলুম; আমাদের মোহান্ত মহারাজও যেমন, দেওয়ানজী মহাশয়ও তেমনি হয়েছেন।

ক। আমাদের দেওয়ানজী মহাশয় বাস্তবিকই একজন মহাশয় লোক; আপনার বিষয় আশয় বিক্রী করে মনিবকে খাওয়ায়, এ, কে কোথায় দেখেছে।

২। তার পর তাঁর প্রজার মুখের দিকে চাওয়াটা বরাবরই আছে। ওঁরি জন্যে সারদাকান্তের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে উঠেছিল।

৩। হয়েও গেল ভাল—মা মঙ্গলময়ীর অধ্যক্ষ হওয়াত সোজা কথা নয়।

ক। তার আর ভুল কি; তিনিই ত অতটা বিষয়ের একমাত্র কর্ত্তা; মোহন্তজী এখন ত আর কিছু দেখেন না; তিনিই এক রকম ঐ সব বিষয়ের মালিক।

৪। পুরাণ অধ্যক্ষের হ'ল কি? এমন হটাৎ মলেন কিসে।

২। মরণের কথা আর বলোনা; যে লোককে আজ বিকালে দেখছি, কাল সকালে সে আর নাই।

১। বাস্তবিক এমন রোগের সৃষ্টি কখন দেখা যায় নি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়েছে।

৩। একরকম হয়েছে ভাল; ভোগটা বড় হয় না।

ক। তিনি খুব পুণ্যাত্মা ছিলেন।

১। না হলে কি অমন কাজ পান।

৪। এ দেওয়ানজীর হাতেও কাজ খুব ভাল চলবে; বেশ বিবেচক আছেন।

৩। বরদা বাবুকে এখন দেখ্‌ছে শুনছে কে?

ক। দেওয়ানজী যে তাঁদের সঙ্গে করে দেবীপুরে নিয়ে গিয়েছেন।

১। কেন, তাদের বাড়ী ঘর ছেড়ে তারা যে গেল?

৪। কোন মতলব নিশ্চয় আছে।

২। বরদা বাবু সেরেছেন?

ক। হাঁ, সেরেছেন; তবে এখনও রোগ মুক্ত হননি; ক্রমে ক্রমে হবেন।

১। এখন নাকি বেশ ধর্ম্মে মতি হয়েছে?

৪। নর্ম্মদার জল গঙ্গায় পড়লে গঙ্গাজলই হয়ে যায়; যে পরিবার আছে।

৩। পরিবার ত সকল সময় ছিল গো; না চেত্‌লে কিছু হয় না, পয়সা থাক্‌লে লোকে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

১। যেমন করে, অমনি যায়ও।

ক। আমাদের নতুন নায়েব মশাই আসছেন।

হরিদাসের প্রবেশ।

আস্‌তে আজ্ঞা হক।

হরি। বসতে আজ্ঞা হক; আপনার সকল মঙ্গল?

ক। এঁরা সকলে এই স্থানের মহাশয় লোক।

হরি। মহাশয়, মহাশয়, তা বেশ হয়েছে, এক যায়গায় আমার সকল কাজ মিটে যাবে, মহাশয়গণ মোহান্তজীর হুকুম যে প্রজাদের নিকট খাজনা ধানে আদায় করা হবে, তবে কোন প্রজা যদি আপত্তি করেন ত তার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

১। কেন হটাৎ এ রকম হুকুম জারি হল?

হরি। মোহান্তজীর মতলব মহলের প্রতি কাছারিতে দু-বছরের খোরাকের মত ধান মজুত থাকে তাহলে অকাল হলে প্রজাদের অন্নকষ্ট হবে না।

৩। এমন মনিবের মহলে কখন অকাল হয় না।

১। তা কি বলা যায়! দেব চরিত্র বোঝা বড় সুকঠিন, তা এ মতলব বড় উচুদরের। ধানে খাজনা দিলে প্রজাদের ত লাভ।

২ কিসে?

৪। জমীদারের খাজনা দিবার জন্য কত প্রজাকে অল্পদরে ধান, খড় ছেড়ে দিতে হয়, তাতে তাদের বিস্তর লোকসান হয়।

২। আর এতে যে প্রজাদের বেবাক খাজনা একেবারে দিতে হবে; ধান ত একবার বই দুবার জন্মায় না।

হরি। না মশাই মোহান্তজীর সে হুকুম নয় যে প্রজাগণকে ধানে খাজনা দিতেই হবে; তবে প্রজাগণ ইচ্ছা করিলে ধানেও খাজনা দিতে পারেন।

৩। আমাদের উচিত কিন্তু মোহান্তজীর অভিপ্রায় সিদ্ধ করা। তিনি ত আমাদের ভালর জন্যে ঐ বন্দোবস্ত করতে চা'চ্চেন।

হরি। সে বিষয় আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন; তিনি যা ভেবেছেন তা করবেনই; আমার উপর ধান কিনিবারও হুকুম এসেছে।

১। এ রকম প্রজার মুখের দিকে কোনও জমিদার চাইতে পার্ব্বেন না।

২। কেন চাইবেন না? মোহান্ত মহারাজের ত মামা মাসীর হাঙ্গাম নেই। তাঁর ভাবনা কিসে প্রজা ভাল থাকে। এই সেই দিন মহলে মহলে পুকুর সব প্রতিষ্ঠা করে জলকষ্ট নিবারণ করেছেন, এইবারে অন্নকষ্ট নিবারণের চেষ্টায় আছেন।

হরি। এবার আবার আর একটি মতলব হয়েছে। মহলে মহলে যাহাতে মহাভারত রামায়ণের বিশেষ চর্চ্চা হয় তার বন্দোবস্ত হবে।

ক। এ মহলে সব সোণা ফলবে না ত কি ফলবে?

৩। মঙ্গলময়ী ত যথার্থই মঙ্গলময়ী; জয় মঙ্গলময়ীর জয়।

৪। মহাশয় এবার আপনাদের অধ্যক্ষ মশাই কেমন হয়েছেন?

হরি। যেমন মনিব তার উপযুক্ত চাকরই হয়েছেন।

ক। বরদাবাবু ওখানে গিয়ে কেমন আছেন ?

হরি। শুনেছি তীর্থ ভ্রমণের চেষ্টা কর্‌ছেন।

১। পয়সা ত চাই ?

হরি। এবার একটা বোধ হয় ওদের কোন বন্দোবস্ত হবে।

৩। আহা হা হা, হোক, হোক; বড় সতীলক্ষ্মী; অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতে পড়ে তার বড় ভোগই হচ্চে।

হরি। এ মোহান্ত মহারাজের কাছে ধর্ম্মের কষ্ট কখন থাকবে না; মোহান্ত মহারাজ বরদাবাবুর পত্নীর অতুল পতিভক্তির কথা জানতে পেরেছেন।

২। সব দেওয়ানজী মহাশয়ের চাল; বেশ মাথাওয়ালা লোক।

৩। বরদাবাবুর পরিবারের কষ্ট নিরারণ হয় এতে আমরা সকলেই রাজি।

হরি। পরিবারের কষ্ট গেলেই স্বামীর কষ্ট যাবে।

৪। ওর আরও কিছু ভোগ হওয়া দরকার।

হরি। পাপের শাসনকর্ত্তা ভগবান; ও সব বিষয় আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। এখন আর একটী কথা; আমার উপর হুকুম, মহলের প্রজাদের কোন কষ্ট না থাকে; আমি নূতন লোক, আপনারা যদি মাঝে মাঝে আমায় বলে দেন প্রজাদের কি কষ্ট আছে আর কিসে তাহা দূর করা যায় তাহা হইলে বড় বাধিত হব।

৪। আপনি তার জন্যে অত কাতর হচ্চেন কেন ? আমরা আপনাকে বিধিমত প্রকারে সাহায্য করবো।

২। মহলে অভাব ত কিছুই দেখতে পাই না। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, বিদ্যালয়ও হয়েছে, পুখুরও হয়েছে, অন্নকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থাও হয়েছে, মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি করে দিবার জন্য ও বন্দোবস্ত হচ্চে; তবে আর ভাবনা কি?

হরি। প্রজার সুখে তাঁর সুখ। আপনারা সুখী হ'লে আমরা বাঁচি। তা হ'লে, কবিরাজ মশাই আমি এখন উঠি।

ক। হাঁ আমরা সকলেই উঠি চলুন না। বেলাও বিস্তর হয়েছে। সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মঙ্গলময়ীর মন্দিরের একপার্শ।

বিমলানন্দের কক্ষ।

(বিমলানন্দ আসীন)

বি। আনন্দময়ী মা হৃদি আনন্দে বিরাজ কর
আনন্দ মাখান সব দেখাও মা নিরন্তর
নরহৃদে তুমি দয়া
তরুবরের তুমি ছায়া
পিপাসানিবার বারি, বহ্নিতাপ শীতহর
সবে তুমি এইরূপে
কর বাস মাতৃরূপে
দেখাও শুধু সেই রূপে থেকে শান্তি পারাবার
নিত্য তুমি জগন্মূর্ত্তি
লাবণ্য সৌন্দর্য্য কান্তি
তৃপ্তি, প্রীতি, ক্ষমা, স্মৃতি, হৃদয়ে প্রকাশ কর
লুকাওনা রূপ আর
মায়াজালে আপনার
উজ্জ্বল স্বরূপ মার করোনা আর অন্ধকার

নেপথ্যে —

জয় বিমলানন্দ গিরি মোহান্ত মহারাজকি জয়,
জয় দয়াময় কি জয়, জয় প্রজার মা বাপ কি জয়।

পিতাম্বরের প্রবেশ।

পী। দেব, নানা মহল হতে বিস্তর প্রজা এসে আপনার

শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করছে ; আমি তাদের কিছুতেই নিরস্ত করতে পাচ্চিনা।

বি। কেন তাদের কি হয়েছে ?

পী। সকল মহলে এবার ফসল অতি সুন্দর হয়েছে ; তারা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে মা মঙ্গলময়ীর পূজা দিতে এসেছে ; কিন্তু কেহই আপনার চরণ দর্শন না করে যেতে রাজী নয়।

বি। তাদিগের রীতিমত আহারাদি ও থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিন যেন তাদের কোন কষ্ট না হয়।

পী। তাহারা রাত্রি যাপন করিতে সম্মত নহে। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে এখান থেকে যেতে চায় ; আমি কিছুতেই নিরস্ত করিতে পারিতেছি না।

(নেপথ্যে) জয় প্রজার মা বাপ কি জয়, জয় মোহান্ত মহারাজকি জয়, জয় দয়াময় কি জয়।

বি। তাদের আহারাদি না করাইয়া যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়।

পী। অনেকে আপনার পাদপ জল পান না করে অন্ন জল গ্রহণ করবে না একেবারে স্থির করেছে ; কেহই আপনার আশীর্ব্বাদ না লয়ে কোথাও যেতে চায় না।

বি। আজ আমাদের এদিকে কিছু কার্য্য আছে ?

অ। একরকম কিছুই নাই।

বি। আচ্ছা, প্রজাদের আপনি স্থির হতে বলুন, আমি মন্দিরে এখনি যাচ্চি। আর দেখুন কয়খানা আবেদন পত্র আছে। প্রজায় প্রজায় বিবাদ ক'রে আমার কাছে সকলে অভিযোগ ক'রেছে, আমি তাদের এস্থানে উপস্থিত হইতে বলিয়াছি ; আর তথ্য অনুসন্ধান ক'রে বিবরণ দিবার জন্য হরিবাবুকে লিখিতে বলিয়াছি। হরিবাবুর পত্র আসিলে

প্রজাদের এখানে আসিতে বলিবেন। আর এক আবেদন পত্র জমীদার বরদাকান্তের পত্নী সাবিত্রী দেবী প্রেরণ করিয়াছেন। আমি জানিতে পারিয়াছি তিনি অতি পুণ্যশীলা, পুণ্যমনা, ও পবিত্রহৃদয়া। আমি সেই কারণে স্থির করিয়াছি যে তাঁর উপর মা মঙ্গলময়ীর পূজাদির ও অন্যান্য যাবতীয় পুণ্যকার্য্য সম্পাদনের ভার প্রদান করিব। পূণ্যবতী পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করুন এই আমার অভিপ্রায়; তাঁর সংসারের খরচ মা মঙ্গলময়ী বহন করিবেন, আপনি তাঁর একটী কুঠি নির্ম্মাণ করাইয়া অদূরে তাঁর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। ধর্ম্মকার্য্য বা পুণ্যকার্য্য যা তাঁর হৃদয়ে উপস্থিত হবে তিনি তাহাই আচরণ করিবেন; তাতে আমাদের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি হইবে না। তাঁকে আমার অভিপ্রায় জানাইবেন এবং তিনি ইহাতে সম্মত হইলে আমি তাহার যথামত বন্দোবস্ত করিব।

পী। আপনি দয়াময় দেবতা সদৃশ; তার ভাল মন্দ আপনি যত বুঝিবেন তত তিনি নিজে বুঝিতে পারিবেন না, আপনি তার সম্মতি অপেক্ষা না করিয়া আপনার অভিপ্রায় মত বন্দোবস্ত করুন।

বি। তা হয় না; অভিপ্রায় সকলের সমান হইতে পারে না।

পী। আমি যতদূর জানি তাতে তিনি পরিশ্রমে কাতর নহেন; পুণ্যকার্য্যেও তার একান্ত অনুরক্তি।

বি। তার স্বামী বর্ত্তমান।

পী। আমার বিশ্বাস তার সম্বন্ধে আপনি যে বন্দোবস্ত কবিরার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর হিতকর আর কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে না।

এতে তার সকল আশাই পূর্ণ হচ্চে। তা'তে কোন অক্ষম স্বামীর অমত হইতে পারে না।

বি। তা আমি বলিতে পারি না; আপনি তার মত গ্রহণ করে আমায় জানাবেন।

পী। জয় দয়াময় এ দেবতা সদৃশ আচরণে আপনার প্রতি পাষণ্ডেরও ভক্তির উদয় হয়।

বি। অধ্যক্ষ মশাই কার্য্য মানুষের নয়; সকলি আনন্দ-ময়ীর লীলা; তিনিই নর হৃদয়ের প্রবৃত্তি, তিনিই নিবৃত্তি, তিনিই কার্য্যের মূল, তিনিই কার্য্যের পরিণাম; আমরা মোহবশতঃ আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করি। আপনি একমনে মঙ্গলময়ীর যশোগান করুণ।

নেপথ্যে—জয় মোহান্ত মহারাজ কি জয়।

প্রজাগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, আপনি চলুন, আমি যাচ্চি— (প্রস্থান)।

পী। জগতে দেবতা প্রসাদ আর কাহাকে বলে।

(প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেবীপুর অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাটীর এক কক্ষ।

বরদা আসীন।

ব। (স্বগত) এ রকম করে কতদিন চলবে? পেটের ভাতের জন্য একজনের মুখ চেয়ে থাকৃতে হবে। এ পেট না রাখাই ভাল; নিজের ত কোন ক্ষমতা নেই; এক মুঠো পেটের ভাত জোগাড় করবো এ আমার সাধ্যি নেই; এ জীবন বহন করা কেবল কষ্টের বোঝা বওয়া, আমার সবদিকে মরণই মঙ্গল; মরণ আমায় ডাকৃছে, কিন্তু আবাগী ডাকিনীর মতন চৌকি দেয়, কিছু করবার যো নেই (চারিদিকে নিরীক্ষণ) আজ আবাগীর মোহন্তের কাছে যাবার কথা আছে। তাই বুঝি গেছে, তা হলে এই সময়; মরণই আমার সোয়াস্তি। চাকরের অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকৃতে হবে? যাকে আজন্ম কাল ভাত দিয়ে এলুম সে আজ আমায় ভাত দেবে? ছ্যা ছ্যা ছ্যা, এক্ষনি মরাই উচিত, আর এক দণ্ড না। কিন্তু কি কোথায় পাই (চারিদিকে অন্বেষণ) শেষে দ্বারবুদ্ধ করিয়া পরিধেয় বস্ত্রের একার্দ্ধ ছিন্ন করিয়া, এতেই হবে (উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগের উপক্রম)।

পার্শ্বদ্বার দিয়া সাবিত্রীর প্রবেশ।

সা। হাঁ হাঁ ও কি ও কি। কাকা মশাই শীগ্গির আসুন, শীগ্গির আসুন। সর্ব্বনাশ—

(বরদার উদ্বন্ধনের উপক্রম ছাড়িয়া উপবেশন ও ত্বরিত-বেগে অধ্যক্ষের প্রবেশ)।

অ। কি হয়েছে মা? (সাবিত্রীর মস্তক নত করণ) (দোদুল্য-মান বস্ত্রখণ্ড অবোলোকন করিয়া) বরদা সর্ব্বনাশ বুঝি

করছিলে ? আচ্ছা তোমার অন্তরে কি একটু মায়া নেই। এ আবাগীকে দেখে কি তোমার একটু দয়ার উদয় হয় না ; ম'লে কি মনে কর তোমার যাতনা নির্ব্বাণ হবে ; তা হলে সকলেই আত্মঘাতী হত ; নরক বলে একটা জিনিষ থাকতো না ; ছি ছি ছি কেবল কেলেঙ্কার ; কেবল কেলেঙ্কার।

সা। কাকামশাই থাক্।

অ। না সাবিত্রী তুমি বুঝছো না। বরদার আজও চৈতন্য হ'ল না।

ব। আমার চৈতন্য শত ভীমরুলের দংশন। নরক ভিন্ন আমার গতি নেই ; নরক আমায় ডাকছে ; আপনারা কেন আমায় সেখানে যেতে বাধা দিচ্চেন ? আমায় ছেড়ে দিন ; আমার নরক যন্ত্রনা আরম্ভ হক।

সা। কেন এত হতাশ হচ্চেন ; (কিয়ৎক্ষণের পর) কেন আপনার নরক ভিন্ন গতি নেই ; আমার যদি আপনার পদে মতি থাকে আমার নিশ্চয়ই পুণ্যি আছে, আমার পুণ্যি থাকলে আপনারও পুণ্যি আছে ; সেই পুণ্যি ফলে দুজনের অক্ষয় স্বর্গ হবে না ? ভয় কি।

অ। এই গুণেই মোহান্ত মহারাজ তোমাকে মঙ্গলময়ীর মঙ্গল কার্য্যের একমাত্র কর্ত্রী করতে চাচ্চেন ; ধন্য মহারাজ ! ধন্য সাবিত্রী ! ধন্য তোমার পতিভক্তি !!

সা। মোহান্ত মহারাজের দয়া অতি আশ্চর্য্য।

অ। তিনি মহাপুরুষ।

সা। আর আড়াল থেকে যা দেখছি তা যদি হন তা হলে তিনি দেবতা।

অ। তুমি এখানে বোস মা, মোহান্ত মহারাজ প্রজাদিগকে দেখা দিবার জন্য মন্দিরে গিয়াছেন ; আমার সেখানে থাকা

দরকার ; আমি চল্লুম ; আমি এখনি আসছি ; ঘরের বাহিরে একজন দ্বারবান রহিল ; আবশ্যক হলে তাকে ডেকো।

(অধ্যক্ষের প্রস্থান)।

সা। (বরদার হস্ত হস্তে লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে) আমায় এত ভালবেসে আমায় ত্যাগ কচ্ছিলে ভাই। তুমি বই আমার কে আছে ? আমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছিলে ?

ব। সাবিত্রী তোমার ও ভক্তির উপযুক্ত আমি নই। এ পাপদেহ তোমার হৃদয় থেকে মুছে ফেল, তুমি মহানন্দে থাকবে।

সা। আনন্দ ! স্বামী বিনা স্ত্রীর আনন্দ ! তাহা কখনই হতে পারে না ; এ পাপদেহ থাকৃতে ও পাপদেহ মন হতে দূর হবার নয়, তুমি কেন অমন কথা বলছো।

ব। আমি তোমায় ঠিক বলছি তুমি মায়া ছাড়ো, আমি তোমায় কখন সুখী করিনি ; তোমায় কখন সুখী করতেও পারবো না ; সুখী করবার আশাও নেই।

সা। স্বামীর নিকট সুখের আশায় যে স্বামীকে ভালবাসে তার ভালবাসা ভালবাসা নয়, তার মনে কখন পতিভক্তি আসে না। সে পতিভক্তির অতুল আনন্দ কিছুই জানে না, জান্তেও পারে না ; সে অতি অভাগিনী।

ব। তুমি আপনার সুখ আপনি জলাঞ্জলি দিচ্চ , আমি মিথ্যা মানুষ।

সা। আমি কোন সুখই জলাঞ্জলি দিইনি। ঐ পায়ে মতি থাকৃলে আমার সকল সুখই আছে ; ঐ পায়ে মতি থাকবার কারণ এই মোহান্ত মহারাজ আমাকে মা মঙ্গলময়ীর সমস্ত পুণ্যকার্য্যের ভার দিতে চাচ্চেন, আমাদের ভিন্ন বাড়ী দিয়ে

রাখ্‌তে চাহেন, আর আমাদের সংসারের সমুদায় খরচ দিতে চাচ্চেন। এখন কি করি বল দেখি।

ব। আমি আর কি বলবো? আমার কোনও সাধ্যি নেই, আমার যখন পেটের ভাত যোগাড় করবার ক্ষমতা নেই তখন আমার আর বলাবলি কি।

সা। না ভাই তা হলে হলো না; এ কাজে যদি তোমার আহ্লাদ না হয় তা হলে আমি করবো না।

ব। কাজ ভাল বটে কিন্তু এতে যে মাইনা নিতে হবে এই গোল; আপনার খেয়ে যদি এ কাজ করা যেতে পারতো তা হলে সকল রকমে ভাল হতো।

সা। মাহিনা কই? তাত কিছু বরাদ্দ হয় নি।

ব। এই না বল্লে আমাদের সংসারের খরচ মোহান্তজী দিবেন, আমাদের বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিবেন সেই মাহিনা হ'ল।

সা। তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। তুমি যেমন বলবে তেমনি করবো।

ব। এ শেষ দশায় এ দুঃসময় এর কত্তে যে ভাল কাজ জুটবে তা বোধ হয় না। শেষ দশায় পুণ্যকার্য্য করে কাটান কটা লোকের অদৃষ্টে মেলে। তুমি ঐকার্য্য করগে আমার কোন আপত্তি নেই, আমি আহ্লাদ সহকারে বলছি তুমি ঐ কার্য্য গ্রহণ করগে।

সা। চল তবে দেওয়ান কাকাকে বলে আসি আর মন্দিরে কি হচ্চে দেখে আসি।

ব। আমি যাব না। আমি কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

সা। তা হলে আমিও যাব না। দেওয়ান কাকা এলে

বলবো, এখন একটু ঘরের বাইরে যাই। মাথায় বাতাস লাগবে এখন।

ব। সাবিত্রী আমার হাড়ে বাতাস কবে লাগবে ? আর যে সহ্য হয় না, দিন রাত্ত মন কাঁদলে কি চুপ করে থাকা যায়।

সা। কেন ভাই অত অস্থির হচ্চ, জগতে তুমি আর আমি, তোমায় দেখলে আমার বুক দশ হাত হয়, তুমি কেন এত দুঃখ কর।

ব। আমি পাপী আমার প্রাণের ভিতর বিষম জ্বালা।

সা। শুনেছি নারায়ণের নাম করলে কোন জ্বালা থাকে না।

ব। ও নাম আমার আসবে কেন ?

নেপথ্যে—

নারায়ণ নিরঞ্জন ভক্তবন্ধু দয়াময় দেব কলুষঘাতন
জগতকারণ জগতজীবন জয় বিশ্বপতি বিশ্ববিভূষণ
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার আদেশে
ঘুরিছে ফিরিছে সুনিয়ম বশে
কত শত ভানু কত তারাদল, করিছে তোমার মহিমা কীর্ত্তন।

সা। (স্বগত) সকল কাজে যদি এমন হয় (প্রকাশ্যে) না রায়ণ, নারায়ণ—ঐ শুন নারায়ণের নাম (পুন নেপথ্যে)

কত শত তুমি জীব তরুলতা
বিশ্বরূপী তুমি জগৎ পিতা মাতা
তুমি হে অনল, অনিল সলিল তুমি ব্যোম, ক্ষিতি, নিরাকার মন
তুমি চরাচর ভক্তি ভালবাসা
নরহৃদে তুমি দয়া ইচ্ছা আশা
তুমি মার স্নেহ, সতী পতিপ্রেম, অকপট মিত্রহৃদয়বন্ধন।

সা। কে ঐ মহাপুরুষ, আহা ! নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ।

(পুন নেপথ্যে)

অধম তারণ অনাথ শরণ
পবিত্রতা তুমি ভক্তিভগবান
তুমি শান্তি ক্ষমা, ধৃতি প্রীতি পুণ্য হৃদয় তোষণ
যে ডাকে তোমায় নিরাশ্রয় হয়ে
বলে নারায়ণ ব্যাকুল হৃদয়ে
(তুমি) লও তারে তুলে যেন মা'র কোলে
(ওহে) হৃদয় তাপ নাশন।

ব। নারায়ণ।

সা। নারায়ণ—ধন্য দয়াময়, ধন্য তোমার নামের মহিমা; ধন্য তোমার অদ্ভুত করুণা।

ব। নারায়ণ।

সা। চল ঐ দিকে যাই, ভাল করে নারায়ণের নাম শুনিগে; ঐ পথ দিয়ে যাচ্চেন।

ব। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

নীরদার কক্ষ।

নীরদা রুগ্নশয্যায়—পীড়া উপশমের অবস্থা।

নী। (স্বগত) সেই এয়োরাণীর ভাগ্যিধরীর ব্যায়রামের সময় কত লোক তার ঘরে ছিল! কত লোক কত করে তার সেবা করেছিল; আমারও মনে হয় আমি যখন ঘরে ছিলুম এমন ব্যামোর সময় আমিও একলা থাকিনি; এখন আমার একলা থাক্‌বার বরাত্ (কপালে করাঘাত) বাবুটি বেশ চলে গেলেন, একটি মুখের কথাও বল্লেন না; তার জন্যে আমি মহারাজকে একটিবার দেখাও দিতে পাল্লুম না; আহা অত করে ডাকলে; আমারই বা কি প্রাণ? এখানে দেখছি মন-প্রাণ সব খারাপ হয়ে যায়। "হৃদ্ মাঝারও ময়লাময়"। গানওয়ালা ঠিক কথা বলেছে; বেশ্যার জন্য কারুর ভাবনা হয় না, মনে কল্লেই চলে যাবে এই ভেবেই ত লোক বেশ্যার বাড়ী আসে, পরস্ত্রীর কুল মজায়। বরদাবাবু কেমন নিশ্চিন্ত হলেন, একবার খোঁজটি পর্য্যন্ত নিলেন না, কিন্তু কে সেই গানওয়ালা? নোংরার ভেতর পড়ে থাকরো বলে একটু দুঃখ করলে, কিন্তু মুখ ফুটে আমার হতে বল্লুম তা'তে ছুটে পালিয়ে গেল। কে সে? তাঁর কথা যেন বল্লে। নাপতে বৌ দেবীপুরের মহান্তের কথা যা বলে গেল তাতে তিনিও ঐ মহান্ত মহারাজ হতে পারেন। একি তবে তাঁর লোক? এত ভালবাসা তাঁর মনে লুকনো ছিল? নাপ্‌তে বৌ ছোটলোক সে আমায় ঘৃণা কল্লে কিন্তু তাঁর ঘেন্না নেই! একবার,—না-না এমন কত একবার মনে কল্লুম কিন্তু কিছুতেই যেতে পাল্লুম না; এ ছার পয়সা, থাকাও দোষ না থাকাও

দোষ ; এরির জন্য নড়তে পারিনে কিন্তু এইই হয়ত আমায় প্রাণে মারবে ; মিতিনের কি দশা হ'ল ; আমি কি ক'রেছি ?

(নেপথ্যে) যাই যাই যাই করে যাওয়া হলো না

দিন ত ফুরা'য়ে এল আশা ত কৈ মিটিল না।

ঐ যে সেই গানওয়ালা, এমন মনের কথা টেনে আর কেউ বলতে পারবে না। কে ও ? (আগ্রহ সহকারে কর্ণপাত-পূর্ব্বক শ্রবণ)।

(পুনঃ পেপথ্যে)

কি কাজে রইনু মেতে
মাগেনু সে ধন পেতে
আশার হাত ছাড়াতে সাধ্য বুঝি হল না।

ঠিক কথা—একবার ওঁকে ডাকাই (উচ্চৈস্বরে) ঝি ঝি (উত্তর না পাইয়া) বেটী কোথায় যায়, একদণ্ড কাছে থাকে না। (উচ্চৈস্বরে) দরওয়ান, দরওয়ান।

নেপথ্যে—যাতা হ্যায় মাজি—

(ত্বরিতবেগে দরওয়ানের প্রবেশ)।

(পুনঃ নেপথ্যে)

ছেড়ে দিলি সার ধন
হৃদয় আনন্দ ধন
পেয়ে শুধু এই ধন আসল কাজ যে হল না।

দরওয়ান ঐ যে গানওয়ালা আসছে ওকে এইখানে নিয়ে এস ; দেখ ছেড়ে এসোনা নিয়ে আসতেই চাও ; এই দিকেই আসছে বোধ হচ্চে।

দ্বা। যো হুকুম (প্রস্থান)।

নী। (স্বগত) আসবে কি ? আমি নিজে ডেকেছিলুম আসেনি আমার এ অবস্থা দেখে একটু দয়া হবে না ?

(পুনঃ নেপথ্যে)

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুধুই দেখি এ জগতে
আসল কাজে কেউ না সাজে সবে চায়রে ফাঁকি দিতে।

ঐ যে দরজার কাছে যেন এসেছেন (ভাল করিয়া উপবেশন)।

(পুনঃ নেপথ্যে—হিঁয়াসে মহারাজ।

ডাকের মতন কেউ না ডাকে
কাজ হয় কি ফাঁকা হাঁকে
তেমনতর প্রাণের ডাকে কেউ কি পারে স্থির থাকিতে
ডাকনা খুলে প্রাণ মন
আসবে তোর প্রাণধন
বড় শক্ত নীরব রোদন কেউ কি পারে পাশরিতে।

ঐ যে আসছেন (উপবেশন করিয়া) আহা কি মুখের জলুষ, একে সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি আপনার করতে পারি।

দ্বারবানের সহিত গানওয়ালার প্রবেশ।

নী। (হাসিয়া) কি ভাগ্যি।

গা। ঠাকরুণ এ গরিবের উপর এ কোপ্ কেন ?

নী। দ্বারবানের প্রতি—তোম আবি যাও।

দ্বা। যো হুকুম (প্রস্থান)।

নী। গানওয়ালা সেদিন অমন করে পালালে কেন ?

গা। কসুর মাপ হয় রাণীজি। এ পা কি এখানে আসবার যোগ্য, এ পায়ে এখানে দুদিন বেড়ালে অমন সাদা গালচে মাটি হয়ে যাবে ; এ পা শক্ত কত ? এ সব বন বেড়ান পা।

নী। (হাসিয়া, এও এক বন।

গা। তা বটে, হিংস্র জন্তুও আছে, পশুরাও বেড়ায়, চিড়িয়ারও বোল শোনা যায় ; তবে কিনা বড় অন্ধকার,

বেঠিক মানুষ, তাতে নজর বড় কম, ভয় হয় শেষে হাত পা ভেঙ্গে কাঁচুড়ি সার হব।

নী। হবে না করবে ?

গা। (গম্ভীরভাবে) আমি কিছুই চাইনি, হতেও চাই না করতেও চাই না ; এখন এ পেয়াদা মশিল কেন, এ দরওয়ানকে দিয়ে পাকড়ান কেন ?

নী। (মস্তক নত করিয়া) আমার কেউ নেই।

গা। (হাসিয়া) সে কি ঠাকরুণ ! জগতে কি কেউ একলা হয়, এখানে সব যোড়ার খেলা।

নী। (মস্তক তুলিয়া) আমার কে আছে ?

গা। যে আছে সে আছে ; সে ভিন্ন আর কেউ নেই।

নী। কোথায় আছে ? কে সে ?

গা। চিনে নাওনা তোমার তারে জগৎ কি সে ছেড়ে গেছে
গোলমালে গুলিয়ে গিয়ে একলা শুধু বসে আছে
জগতে সব জোড়ার খেলা
জোড়ায় জোড়ায় সবে মেলা
যে যার জোড়া সে তায় যোড়া ছেঁড়াচুল সে অন্য কাছে
খুঁজে নেওনা তোমার জোড়া
প্রাণের মাঝে কে দেয় সাড়া !
সে যে বাঁধন বিষম কড়া, কারো ছেঁড়বার যো কি আছে।

নী। প্রাণের মাঝে কে দেয় সাড়া—গানওয়ালা সহজ কথায় বল দেখি।

গা। কি বলবো।

নী। আমি যদি তোমায় সর্ব্বস্ব দি তুমি নেবে।

গা। আমি পথ ভিখারী, আমি কি করবো নিয়ে।

নী। যা ইচ্ছা।

গা। আপনি কোথা যাবেন !

নী। সঙ্গে থাক্‌বো।

গা। আর কিছু নয়।

নী। আর দুটী দুটী খাবো।

গা। দেখ আর কিছু আছে।

নী। (হাঁসিয়া) তুমি বড় সেয়ানা।

গা। আর ফাঁকি দিয়ে যে আমায় বাঁধতে চাচ্চে সে বড় বোকা।

নী। গানওয়ালা, তুমি কখন কারুকে ভাল বেসেছ ?

গা। কি ভালবাসা—সত্য না মিথ্যা ?

নী। তুমি মিথ্যা ভালবাসতে জান—(মুখের দিকে দেখিয়া) না।

গা। কেন।

নী। তা হলে অত ফুর্ত্তি থাকতো না, মুখখানি অমন দপ দপ করে জ্বলতো না।

গা। ঠাকরুণ এটা ত তোমার ভাল কথা হচ্চে না, তোমাদের এটি বড় দোষের কথা; মুখ ভাল দেখা, ফুর্ত্তি দেখা, সর্ব্বস্ব দেওয়া, এসব যে তোমাদের কুলে বড় দোষের কথা, বড় নিন্দের কাজ।

নী। আমি একুলে আর থাকবো না।

গা। সে কি কথা।

নী। আমায় মাপ করুণ, আমি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছি। এ ভীমরুলের হুল পোতা মছলন্দের বিছনায় আর আমার কায নেই।

গা। কি রাণীগিরিতে বিতৃষ্ণা !

নী। ও কথা আর অমায় বলবেন না; এই পয়সার জন্যেই আমি সদাই সশঙ্কিত। কোন্ দিন খুন হই এই ভাবনায়

আমার খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই, কাল মনে হচ্চে ঐ কে এল, আমার গলায় ছুরি দিলে। সে দিন এক জনের ঐ দশা হয়েছে। এখানে সব নোংরা, এ সব বদমায়েস ; এ সব দাস দাসী গুজ গুজ করে, কি পরামর্শ করে, আমার প্রাণ উড়ে যায়, আপনি এসব নিন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমুই।

গা। এই কি তোমার মনের কথা।

নী। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) কি বলবো জগতের নিকট বিশ্বাস খুয়েছি, বিশ্বাস করুণ, একথা বলবার আমার মুখ নেই, তবে যদি নিজগুণে বিশ্বাস করেন এই আমার মনের কথা—

(অশ্রুমোচন)।

গা। নীরদ, তুমি ছেড়ে আপনি ধরলে কেন ?

নী। আমি বুঝতে পাচ্চিনি কে যেন প্রাণের ভিতর বলে দিচ্চে আপনায় আমায় অনেক তফাৎ, আপনি অনেক উঁচুতে, আমি অনেক নীচুতে।

গা। নীরদ তোমার কি হয়েছে, তুমি কাঁদছো কেন ?

নী। যদি অভয় দান দেন তবে বলবো, নয় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। বিশ্বাসঘাতিনীকে বিশ্বাস ঘাতনের ফল ভোগ করতে দিন।

গা। নীরদ তুমি কার বিশ্বাস নষ্ট করে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছ ?

নী। এই পূজাকরা ফুল যাঁর পায়ে ছিল।

গা। পতিতপাবন নারায়ণ কিন্তু পাপের কারণ থাকতে পাপীর নিকটে উপস্থিত হন না। আগুনে মলা, মাটি, খাদ সকল উড়ে যায়, আমি চল্লুম, আজ থেকে একমাস বাদে দেবীপুরে মঙ্গলময়ীর জন্মতিথি উপলক্ষে বড়ই

ধুমধাম, সেখানে সে দিন অনেক মহাত্মার সমাবেশ হবে, তোমার মন যদি এই রকম থাকে সেই দিন সেই খানে যেও, আমার সঙ্গে দেখা হবে, সেই দিন বলবো আমি তোমায় অভয় দান দিতে পারি কি না; আর আমার সময় নাই, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।

(প্রস্থান করিতে করিতে)

জয় পতিতপাবন পাপবিমোচন অধমতারণ নারায়ণ হে
জয় ভয় নিবারণ ভক্ত পরায়ণ অনাথশরণ কৃপাবান হে
অনন্ত তোমার লীলা
চরাচর তব খেলা
জয় জগতকারণ জগতধারণ জগত নাশন ভগবান হে
সুবুদ্ধি সুইচ্ছা তুমি
তুমি শান্তি শুদ্ধি ভূমি
তুমি আনন্দজনক ভক্তিবিধায়ক নির্ম্মুক্তকারক যোগীপ্রাণ হে
পরিতাপ পাপ হৃদি
তুমি দেব স্নেহোদধি
জয় আনন্দ আধার প্রেম পারাবার পবিত্রতাসার ক্ষমাবাণ হে

(প্রস্থান)।

নী। আঃ—প্রাণ জুড়ান নাম। নারায়ণ, নারায়ণ, এই রকম নাম কেন শোনা যায় না? তা হ'লে ত আর কিছু ভাবনা থাকে না। নারায়ণ, (দীর্ঘশ্বাসের পর) আমি বেশ্যা। বেশ্যার কি গতি নাই? বিশ্বাসঘাতিনীর কি মুক্তি নাই? (অশ্রু বিসর্জ্জন) এ পাপ দেহ, এ পাপ পয়সা থাকতে আমি কেমন্ করে নারায়ণের দয়া চাইব? এ সব আর রাখবো না। তিনি সর্ব্বত্যাগী হয়েছেন আমিও সর্ব্বত্যাগিনী হই, তাঁর কষ্ট যদি না থাকে আমারও থাকবে না, তবে তাঁর হৃদয়

নির্ম্মল আমার মন বড় অপবিত্র; উনি না বল্লেন আগুণে সকল মলা মাটি কেটে যায়? এ হৃদয়ে তবে আগুণ ধরাই, দেখি কি হয়। এখন মহারাজের সন্ধান কোথা পাই। ঝি বেটীর কোন আক্কেল নেই, এইবার সব শেষ কচ্চি।

(মৃদুগতিতে প্রস্থান)।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রঙ্গপুর কাছারি বাটি।

হরিবাবু ও কতিপয় ভদ্রলোক আসীন।

১। এবার মঙ্গলময়ীর জন্মতিথি পূজায় ত তাহলে খুব জাঁক দেখছি।

হ। তা আর বলতে; যা কখন হয় নি এবার তা হচ্চে, এবার স্বয়ং মঙ্গলময়ীর প্রতিষ্ঠাতা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্চেন।

২। মঙ্গলময়ীর প্রতিষ্ঠাতা!

হ। শুনেছি মঙ্গলময়ী একজন সিদ্ধলোকের স্থাপিতা। তাঁকে মোহান্ত মহারাজই দেখতে পান আর কেউ তাঁর বিষয় কিছুই জানে না, জানতে পারেও না।

২। তিনি আজও বেঁচে আছেন? দেবীপুরের কালীবাটি ত আমরা বহু দিন থেকে দেখে আস্‌ছি।

১। সিদ্ধপুরুষের কি মৃত্যু আছে ?

৩। তিনি আসবেন. ব্যাপারখানা কি ?

হ। এইত গুজব, সত্য মিথ্যা মোহান্ত মহারাজ জানেন, তবে এবার যে প্রকার আয়োজন তাতে কথাটা একেবারে মিথ্যা বলা যায় না।

২। কি রকম আয়োজন ?

হ। এবার শুনেছি মোহান্ত মহারাজ স্বয়ং মার অঙ্গরাগ করবেন, তাঁর হীরা মুকুতার যত গহনা আছে সব মাকে পরাণ হবে, অন্ন কুটি হবে, শীতবস্ত্র বিতরণ হবে, দান ধ্যান অজস্র হবে, সোণার সিংহাসন যত আছে সব পাতা হবে. একটি আতুর আশ্রম খোলা হবে, আরও সব কি কি হবে, যত লোক জড় হবে তাদের প্রসাদ ভোজনের আয়োজন হবে, মহা যজ্ঞ হবে।

৩। বটে ! আমরা সকলে যাব।

২। আপনাদের নিমন্ত্রণ হবে।

১। সাবীত্রিদেবী আপনাদের কেমন কাজ কচ্চেন ?

হ। যতদূর ভাল হতে হয়, চারিদিকেই ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে, এখন সকলে তাঁকে অন্নপূর্ণা মা বলে ডাকে।

১। কেমন বংশের মেয়ে, ওঁর বাপ দান করে ফতুর।

২। এখানে যখন ছিলেন তখন ঐ রকম হাতে কিছু নেই গায়ের গহনা খুলে পরের দুঃখ বীমোচন করেছেন। ওঁর অদৃষ্টে যে এমন কেন হল তা বলা যায় না।

৩। ওঁর অদৃষ্টে কি হয়েছে, কুলে কুলাঙ্গার জন্মালে আর কি হবে।

হ। আজ কাল আর তিনি কুলাঙ্গার নাই, এখন পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান হয়ে উঠেছেন।

৩। ভেক না করলে ভিক্ষা মিলবে কেন ? শেষ দশায়

সর্ব্বস্ব গেলে সকলেই ধার্ম্মিক হয়।

২। তিনি না গলায় দড়ি দিয়েছিলেন?

হ। হ্যাঁ, তারির পর থেকেই মতি ফিরে গিয়েছে, এখন পূজা, আহ্নিক, সন্ধ্যা, এই নিয়েই আছেন।

২। যা হ'ক ভালর খোসাটাও ভাল।

হ। তা আর বলতে, ঐ রকম কর্‌তে কর্‌তেই ঐ রকম প্রবৃত্তি হয়ে যাবে।

২। এখন ভেতোরে অনুতাপ এসেছে সব বুঝতে পেরেছেন।

৩। বুঝতে পেরেছেন যে দিন ভিটা ছেড়েছেন ; উঃ কি পাপটাই না করেছেন, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। আল্‌টপকা পয়সা হাতে এল অমনি ধরাটাকে সরা জ্ঞান করে ফেললেন আর কি।

১। যাক্‌, সে যা হবার তা হয়ে গেছে, যেমন কর্ম্ম করেছেন তার ফলও তেমনি হয়েছে। ও আর আমাদের তোলাপাড়া করে কি হবে।

৩। বলেন কি মশাই, মন্মথ ছোঁড়াটার কথা মনে হলে প্রাণটা ফেটে যায়, হতভাগাকে হাতে করে মানুষ করেছিলুম, কি কুক্ষণেই তার কাল বিবাহ হয়েছিল, ছোঁড়াটা কোথায় গেল তার খোঁজ পেলুম না, কি হল তার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পেলুম না।

হ। যাক্‌ মশাই ও সব কথা আর মনে করবেন না, ভগবানের কাজ ভগবানই কচ্চেন ; তার অদৃষ্টে ঐ রকম ছিল আপনি কি করবেন।

৩। না নায়েব মশাই, বড় দুঃখ হয়।

হ। আর কি হবে, ভগবানের উপর কি কারুর হাত আছে।

১। দেখুন মশাই আপনি দেবীপুরের মোহান্ত মহারাজকে দেখেছেন।

৩। না।

১। তার সঙ্গে মন্মথের ঠিক আদল আসে।

৩। সে আদলে আর কি হবে, অমন্ অনেক লোক আছেন যাদের আদল এক। তারে আমরা ঢের খুজেছি, তার পর এক রকম জানাও গেছে সে নেই, একবার নাকি বড় ব্যাম হয়েছিল, রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, এক ভদ্রলোক তারে হাঁসপাতালে দেয়, সেখানে মরে গিয়েছে।

১। সে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপানার দেখা হয়েছিল ?

৩। সে যে কে তাই ঠিক হয়নি তার দেখা হবে।

১। অমন উড়ো ভাষা কথা ঢের উঠে।

২। আচ্ছা আমাদের অধ্যক্ষ মশাইত মন্মথকে চেনেন, তিনি কি বলেন।

১। তিনিও সন্দেহ করেন, কিন্তু তাঁকে কারুর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার তো যো নেই।

২। তিনি তা হলে বরদাবাবুর এত ভাল করলেন ও সাবিত্রী দেবীকে ও রকম কাজ দিলেন কেন।

হ। তিনি হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত, তাঁর কাছে শত্রু মিত্র কেহই নাই, তিনি এখন মানুষের উপরে উঠেছেন।

২। আচ্ছা তার পরিবার ত বেঁচে আছে ?

৩। কে তার খোঁজ নিয়েছে, সে বেঁচে থাক্‌লেই বা কি আর না থাক্‌লেই বা কি।

১। আমি সে দিন একটা খবর পেলুম সে নাকি বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করে বাড়ী ঘর সব বিক্রী করে ফেলে এক সাধুর সঙ্গ নিয়েছে।

৩। মুখে আগুণ সে সাধুর।

১। না, না, সে সাধু নাকি যথার্থই সাধু; সেই বেশ্যাবৃত্তি ছাড়িয়েছে।

৩। নিজের বষ্টমি করবার জন্য বুঝি? কত লোক যে কত মতলবে ফেরে।

১। না মশাই, আর একটি যে কথা শুনলুম; সেটি যদি সত্যি হয় তাহলে সে সত্যি সত্যি ফিরেছে; সে নাকি যে কাপ্তেনকে ফেল করেছিল তার পরিবারকে বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, আসবাব, গহনা, সব দিয়েছে; নিজের এলাক্ পোষাক্ কিছু রাখেনি।

২। এ একটা গুরুতর কথা বটে। কিসে যে লোকের কি হয় তা কে বলতে পারে?

৩। ও কথা বিশ্বাস হয় না।

১। তা বলতে পারিনে, তবে যে লোকটা বল্লে সে মহারাজের স্ত্রীর একজন নিকট কুটুম্ব; সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, সবই ঐ ধর্ম্মের কল। ঐ যে গাঙ্গুলি মশাই নিজেই আসছেন ওঁর মুখেই আমার সব শোনা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

গাঙ্গুলি মশায়ের প্রবেশ।

১। কি মনে করে গাঙ্গুলি মশাই।

গা। এই নায়েব মহাশয়ের কাছে।

না। আসতে আজ্ঞা হক, বসুন।

গা। আজ্ঞা হাঁ।

১। মশাই, মহারাজের অবস্থা কি রকম করে ফিরলো।

গা। কেন?

১। এঁরা শুনবেন।

গা। মশাই, এ এক আশ্চর্য্য বটে ; মহারাজ যে বেশ্যার জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন সেই বেশ্যাই তাঁর স্ত্রীকে ক হাজার টাকার কাগজ, একখানা বাড়ী, কতকগুলো গহনা, আরও কি সব দিয়ে গিয়েছে।

৩। আপনি দেখেছেন।

গা। মহারাজ ত বেঁচে আছেন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করুন না।

১। মিথ্যা বলবার ত কোন দরকার নেই।

২। কেন এ রকম হল ? এত কখন শোনা যায় না।

গা। সে বেশ্যা বিবাকিনী হয়েছে ; তার মতি গতি সব ফিরে গিয়েছে, সে বেশ্যাবৃত্তি করে যে টাকা উপার্জ্জন করেছে তার কিছু আর সে রাখবে না, ছোঁবে না এই তার মতলব।

৩। দেহখানা কি করবে ?

গা। শুনেছি উপবাস ব্রত গ্রহণ করেছে।

হ। বিধাতার অদ্ভুত খেলা ; কখন্ কার কি মতি গতি দেন কিছুই বোঝা যায় না।

১। ও হয়ত উদ্ধার হয়ে যাবে।

হ। আশ্চর্য্যি নেই। ওর এখন একমন হয়েছে ; এখন ও যা করবে তাই সিদ্ধ হবে।

২। বেশ্যার আবার মুক্তি আছে ?

গা। বাস্তবিক বেশ্যাদের আমরা যা মনে করি তা নয়, বেশ্যা হলেও তারা স্ত্রীলোক, তাদের হৃদয়ের কোমলতা একেবারে নষ্ট হয় না, তবে কত কুচরিত্র লোকেদের সহিত ব্যবহার করতে হয় সেইজন্য শক্ত না হলে চলে না ; কেউত তাদের আন্তরিক ভালবাসতে চায় না, সকলেরই ঠকানর চেষ্টা।

৩। মহারাজ কি ঠকাবার চেষ্টায় ছিলেন মশাই? তিনি ত ভালবাসার খাতিরে সর্ব্বস্ব দিয়েছিলেন।

হ। যাক্ ওসব কথায় কাজ নেই; এখন, গাঙ্গুলি মশাই আপনার কি দরকার বলুন দেখি।

গা। একটু উঠতে হবে।

হ। আচ্ছা চলুন (উভয়ের উত্থান)

১। আমরাও আসি, বেলা হল।

২। হ্যাঁ।

হ। আচ্ছা, নমস্কার।

৩। চলুন, আমিও যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবীপুর মঙ্গলময়ী মন্দিরের এক পার্শ্ব।

পুষ্করিণীর ধার।

একজন পরিচারক পূজার বাসনাদি পরিস্কারে নিযুক্ত, হস্তে লালসুতা বাঁধা, গৈরিক রঙ্গের কপাড় পরা।

নীরদার প্রবেশ।

নী। হ্যাঁ বাবা, তুমি কি মা মঙ্গলময়ীর মন্দিরের কাজ কর?

প। কেন মা? আমি মা মঙ্গলময়ীর পূজার বাসন টাসন মাজি, মন্দির ধুই, এই করি।

নী। তোমাদের মহান্ত মহারাজ কখন বাহিরে আসেন বাবা?

প। আপনি কি কখন এখানে আসেন নি? মহান্ত মহারাজ ত কখন বাহিরে আসেন না।

নী। তবে তাঁর সঙ্গে কি লোকের দেখা হয় না?

প। দেখা হয়, রাত্‌তিরে; তা সে বলে পাঠাতে হয়, তা না হলে হয় না।

নী। তাহলে কাজ কর্ম্ম কি করে চলে?

প। যে অধ্যক্ষ মশাই আর অন্নপূর্ণা মা আছেন কোন কাজের গোল হয় না, মহান্ত মহারাজের কিছুই দেখতে হয় না।

নী। অন্নপূর্ণা মা?

প। জাননা মা; তাঁর নাম সাবিত্রীদেবী, তাঁর দান ধ্যানের গুণে সকলে তাঁকে অন্নপূর্ণা মা বলে ডাকেন।

নী। তিনি কোথায় থাকেন?

প। এই যে মা তাঁর বাড়ী; তাঁর বাড়ী চেনে না এমন লোকই নাই; তিনি যে সকলের মা।

নী। আহা, হা, তাঁর বাড়ীতে আর কে আছেন?

প। কেন বরদাবাবু আছেন, অধ্যক্ষ মশাই আছেন।

নী। তাঁরা সকলে এক সঙ্গে থাকেন?

প। একসঙ্গে থাকবেন না? অধ্যক্ষ মশাই আমাদের অন্নপূর্ণা মার কাকা মশাই আর বরদাবাবু তাঁর সোয়ামি।

নী। তাঁরা সকলে ভাল আছেন?

প। হ্যাঁ মা; আপনি তাঁর বাড়ী যাবেন চলুন আমি নিয়ে যাই (বাসন ফেলিয়া উত্থান)।

নী। না বাবা আমায় নিয়ে যেতে হবে না, আমার দরকার

নেই, তুমি দেখছি বড় ভাল ছেলে, তা তুমি যদি আমার একটা কাজ কর আমি তোমায় বকসিস করবো।

প। (হাসিয়া) মা তোমার কি কাজ করতে হবে বল, মোহান্ত মহারাজের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই, আমি কোন বকসিস চাই না।

নী। তুমি বাবা মন্দিরে কাজ কর, তোমার মোহান্ত মহারাজকে একবার কোন গতিকে দেখিয়ে দিতে পার তাহলে তুমি আমার বাপের মতন কার্য্য কর, তোমায় আর কি বলিব।

প। কেন মা সে ত আশ্চর্য্য কথা নয়, আপনার দরকার থাক্‌লে বলে পাঠাইলেই হল, আরতির পর মন্দিরে দেখা হবে এখন।

নী। মন্দির না এখন বন্ধ।

প। হ্যাঁ হ্যাঁ, মা'র অঙ্গরাগ হচ্চে, তা আমি অধ্যক্ষ মশাইকে বলিগে না; তিনি একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন এখন।

নী। না আমার দরকার কিছু নেই, আর আমি মেয়েমানুষ, শুধু শুধু অমনি তাঁর সামনে দাঁড়াব সেটা ভাল দেখায় না, তবে তিনি মহাপুরুষ, মহাপুরুষ দর্শন করা আমার ব্রত, দূর থেকে দেখে চলে গেলেই আমার যথেষ্ট, তা বাবা তুমি আমার ধরম বাপ, যদি তুমি কোন রকম করে আমায় একবার দেখিয়ে দাও আমি কেবল একটিবার মাত্র দেখ্‌বো। আর আমি কিছুই চাই না, হ্যাঁ বাবা তার কোন সুবিধা হয় না, তুমি আমার ধরমবাপ বাবা।

প। মা তুমি তাঁকে লুকিয়ে দেখবে কেন?

নী। আমার ব্রত এই মহাপুরুষ যিনি তাঁকে দেখে যাবো, কিন্তু দেখা দিতে পারবো না, তুমি বাবা আমার এই ব্রতটি যাতে রক্ষা হয় তাই করো, তোমার কাশীতে মন্দির দেওয়া হবে।

প। আমি একবার অধ্যক্ষ মশাইকে বলি না কেন।

নী। না বাবা, তাহলে মহাপুরুষ জানিতে পারিবেন; আমার ব্রত পণ্ড হবে, আমি আর কিছুই চাচ্চি না, দূর থেকে একবার দেখে যাব এই বইত নয়, তাতে কারুর কোন ক্ষতি নেই।

প। না, ক্ষেতি কিছু নেই তবে ভেবেছিলুম কি উপায় আছে করি, (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আচ্ছা এক উপায়, মোহান্ত মহারাজ আজ রাত জেগে মঙ্গলময়ীর অঙ্গরাগ কচ্চেন, ভোর বেলা মন্দিরে আসতে পারলে দেখা পেতে পারেন।

নী। তাই আসবো, কিন্তু মন্দিরে কেমন করে যাব, মন্দির ত বন্ধ থাকে ?

প। মন্দিরের পাশ দোর আছে, সেখান দিয়ে কেবল আমি যাই আসি, চাবি আমার কাছে থাকে, সেই খান দিয়ে আপনাকে মন্দিরে দিয়ে আসবো এখন।

নী। বাবা, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট করবে।

প। আপনি মা, আমরা মার চাকর, মার জন্যে আমরা সব করতে পারি। কেন মা আপনি ভাবছেন ?

নী। (স্বগত) দেবীপুরে যথার্থই মা মঙ্গলময়ী বিরাজ করছেন, আছা কি সুখের স্থান, এখানকার চাকর যদি এই হয় নাজানি মোহান্ত মহারাজ কেমন (প্রকাশ্যে) বাবা তুমি ধনে পুত্রে বড় মনের সুখে থাক।

প। মঙ্গলময়ীর চরণে ভক্তি থাকলে মনের সুখেই থাক্‌বো, এখন আসুন আমার বাড়ী পায়ের ধুলো দিবেন, আমি রাত্‌-তিরে আপনাকে মোহান্ত মহারাজকে দেখিয়ে দিব।

নী। আমি রাততিরে তোমার বাড়িতে আসবো, এখন আমার অন্যত্রে যাবার দরকার আছে।

পা। বাড়ি ত দেখতে হবে মা।
নী। হ্যাঁ বাবা, চল।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দিরমধ্যে বিমলানন্দ মূর্ত্তি প্রসাধন ক্রিয়ায় নিযুক্ত, অদূরে মন্দিরের স্তম্ভপার্শ্বে সন্ন্যাসিনী নীরদা লুক্কায়িতভাবে দণ্ডয়মানা।

বি। (মূর্ত্তির গহনা পরাইতে পরাইতে)
মা মা মন সদাই বল
দূরে যাবে যত অনর্থ জঞ্জাল
বাসনা কামনা যত
সবে হবে মর্ম্মাহত
আশা হবে বাসাহীন চিত হবে গঙ্গাজল
শান্তি পবিত্রতা ধারা
হৃদয়েতে নিরাধারা
ছুটিবে করিবে ধরা নিরমল স্বর্গস্থল
সকলেতে মায়ে পাবে
স্নেহরাজ্যে বাস হবে
নির্ভয়ে আনন্দে রবে পেয়ে শিশু মা'র কোল।

নী। (স্বগত) এই জন্যে তিনি বলে ছিলেন সে আজ তার মায়ের সুত। (স্বর্ণসিংহাসন সাজান দেখিয়া) এই স্বর্ণ-সিংহাসন।

বি। মূর্ত্তির মস্তকে মুকুট পরাইয়া দর্শনান্তর—

মিটিলনা প্রাণের আশা ওমা তোরে সাজাইয়ে
তুই আপনি সেজে আপন্ মনে দেনা দেখা মা হইয়ে
ব্রহ্মাণ্ড মূরতি যার
কি সাজ বাকি আছে তার
হওনা শুধু মার আকার, সব্ আকার ঘুচা'য়ে দিয়ে
স্নেহ মাঝে বাস করি
চারিদিকে মায়ে হেরি
মহানন্দে ঘুরি ফিরি কাছে আছে মা জানিয়ে
মনে হলে মা মা বলে
বাহু তুলে যাব কোলে
শ্রান্তি ক্লান্তি সবই ভুলে পড়িব মা ঘুমাইয়ে।

আজ কেন এত ঘুম পাচ্চে? আজ উৎসবের দিন; গুরুদেব আস্‌বেন। এখনও রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে, একটু শুয়ে নি (মুর্ত্তির দিকে) মা কোলে ত নিলি নে, চরণ তলে একটু স্থান দে; এখানেই শুই (উত্তরীয় বিছাইয়া শয়নান্তর)

তোমারই করম তুমিই কর মা লোকে বলে সব লোকেই করে
লীলাময়ী তুমি লীলা কর ভবে পাপ পূণ্য ধরে'মানবেতে মরে
তুমিই পুরুষ তুমিই প্রকৃতি
তুমি মা ত্রিগুণ তুমি গুণবতী
তোমারি ইচ্ছায় যত ক্রিয়া হয়
ইচ্ছা রূপে আছ জীবেরই ভিতরে
আনন্দময়ী মা আনন্দে মাতিয়ে
জল স্থলে শূন্যে নানা মূর্ত্তি হয়ে
হাসিছ কাঁদিছ করম করিছ পুরায়ে খেলার বাসনা অন্তরে।

(নিদ্রাগমন)।

নী। (একটু অগ্রসর হইয়া) যথার্থই দেবীমুর্ত্তি, এঁর পাদপজল লোকে নিতে লালায়িত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? আমার অদৃষ্টে ঐ পা মিলেছিল কিন্তু আমি অভাগিনী, কি কি করে তা ত্যাগ করেছি, হা অদৃষ্ট আমি কিসের লোভে গিয়েছিলুম—ছার পয়সা—সেই বরাদাবাবু আজ এঁর নিকট ভিকারী। ধনেশ্বর, রাজেশ্বর হতেও মানী, রাজপুত্র হতেও সুন্দর। কি রূপের আভা, যেন আকাশের তারা ভুঁয়ে পড়ে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। দয়াময়, কিন্তু আমি কি দয়া ভিক্ষা করবো, নিজে সব জলাঞ্জলি দিয়েছি; অতি অপবিত্র দেহ, অতি নোংরা মন; এ দেহ এ মন ও দেবমূর্ত্তির ছায়া পর্য্যন্ত পর্শ করিবার যুগ্যি নয়। আমি ঐ পায়ের পূজা করা ফুল। প্রাণেশ্বর, না-এ মুখের কথায় ও মূর্ত্তি অপবিত্র হবে, ও দেবকান্তি মলিন হবে; আর নয়, আর এখানে দাঁড়াব না; আমি অতি নোংরা, অতি ঘৃণিত। দেব! চল্লুম, আপনার মুখের অমৃত "মা" মন্ত্র কানে নিলুম, আমার মহাগুরুমন্ত্র হল, আমি কারুর কাছে আর যাবনা, কারুর কাছে মুখ দেখাব না, ঐ মন্ত্র ধ্যান করবো, হৃদয় বড় ময়লাময়; মা নামে চিত গঙ্গাজল হয়; ঐ মন্ত্রে হৃদয় নির্ম্মল করবো, পবিত্র করবো, আবার পবিত্র দেহে ঐ পায়ের ফুল ঐ পায়ে যাব, নচেৎ এই শেষ, এই শেষ দেখা (অদূরে ভক্তিভরে প্রণাম ও তদনন্তর ফিরিয়া দ্বারের নিকট যাইতে যাইতে) স্ত্রীলোক যেন কেউ কখন স্বামীপদ পরিত্যাগ না করে, স্বামীই কাপড়, স্বামীই গহনা, স্বামীই সুখ, স্বামীই গতি, স্বামীই সর্ব্বস্ব, আজ আমার দেবতা স্বামী এখানে শুয়ে রইলেন আমি চোরের মত পালিয়ে যাচ্চি, হা কপাল।

(নেপথ্যে)—

পুরুষ প্রকৃতি দুটি কেউ কি কারে ছাড়ে তারা
ঝোঁকে পড়ে ছেড়ে এড়ে শুধু তাদের রঙ্গ করা

হৃদয় মাঝে শক্ত বাঁধা
তাদের মিলে কে দেয় বাধা
কেবল শুধু চোকের ধাঁধা পতি ছেড়ে গেল দারা
প্রাণের টানের বিষম টান
টান দিলে কি রহে প্রাণ
বাধা বিঘ্ন ব্যবধান হার মেনে সব হয় সারা।

এই সেই মহাত্মা, কিন্তু আর ওঁর সঙ্গেও দেখা করবো না, সব শেষ করেছি, এ জীবনে আর কোন আশা নেই! দয়াময়, (উদ্দেশ্যে নমস্কার) আপনি দয়া না করলে আমি আরও কত পাপে ডুবতুম, এ দেবমূর্ত্তি এ জনমে দেখতে পেতুম না, এ শান্তি কিছুতেই ভোগ করতে পাত্তুম না, গহনা কাপড় টাকা নিয়ে কতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম, কতই মনে মনে যাতনা পাচ্ছিলুম, কিন্তু আজ আমি নিশ্চিন্ত। দেব, দয়ালহৃদয়, পরম গুরু পিতা, পাপহৃদয়ে আপনার জন্যে পাপ আশা হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলুম, চিনতে পারিনি, নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আর নয়, প্রভাত হল, আজ উৎসবের দিন এ উৎসবে সকলে আনন্দময়, এ উৎসবের কর্ত্তা আমার স্বামী, আমি কিন্তু আপন দোষে নিরানন্দে চল্লুম।

(নেপথ্যে) মোহান্ত মহারাজকে সম্বাদ দিন গুরুদেব উপস্থিত হয়েছেন।

গুরুদেব, আপনিও কি এঁর গুরু (স্বামীর দিকে)? দয়াময়, যদি এখনও দেবমূর্ত্তির সঙ্গে এ অভাগীনীর কোন বন্ধন থাকে দয়া করে নিজ স্থানে টেনে নেবেন, আমি পতিতা, কিন্তু পতিতাকে উদ্ধার করে' নারায়ণ পতিতপাবন হয়েছেন। আর নয়, চারিদিকে লোকের কলরব শুনা যাচ্ছে।

(ত্বরিতবেগে প্রস্থান)

অপর দ্বার দিয়া সাবিত্রী ও বরদার প্রবেশ।

সা। (মূর্ত্তির দিকে দেখিয়া) আজ মার কিরূপই হয়েছে! আজ মা ঠিক মা ই হয়েছেন।

ব। এখানে শুয়ে কে?

সা। মহান্ত মহারাজ।

ব। না সাবিত্রী—মন্মথ, মন্মথ, যার সর্ব্বনাশ আমি করেছি, ঐ সেই, সাবিত্রী আর না।

(ত্বরিতবেগে পলায়নের উদ্যোগ)

গুরুদেব সহ উত্তমানন্দ ও অধ্যক্ষের প্রবেশ।

উ। মন্মথ, আজ উৎসবের দিন এখনও নিদ্রা যাচ্চ?

ম। (চক্ষু মুছিয়া গুরুদেবকে সন্মুখে দেখিয়া) সশব্যস্তে অভিবাদন।

গু। মঙ্গল হক্, মনবাঞ্ছা পূর্ণ হক্।

(বরদার দিকে ফিরিয়া) বরদা, হৃদয়ে বড় কষ্ট হচ্চে, মন্মথকে চিন্তে পেরে প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে? মনে হচ্চে পালাই, কেমন? কিন্তু তুমি দেখ ছো কি, তোমার বামে কে? মন্মথ ঐ মূর্ত্তির পূজা করে মার সেবক, জগতে সতীমূর্ত্তিই মার মূর্ত্তি, মা মঙ্গলময়ী যে আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতির মনুষ্য কল্পিত মূর্ত্তি, সেই আদ্যাশক্তি জগতে প্রথমে সতীরূপে প্রকাশ হয়েছিলেন; সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের আলয়ে পতি নিন্দা শুনে কলেবর পরিত্যাগ করে সতীত্বের মহিমা প্রচার করেছিলেন। সতী জগতের মাতা, সতীকে দেখিলে মাতৃভাব ভিন্ন অন্য ভাব হৃদয়ে উদয় হয় না, মার চেয়ে বড় কেউ নেই; তুমি সেই সতীরত্ন অঙ্কে ধারণ করেছ, তোমা অপেক্ষা সুখী কে আছে? তুমি তাই এখনও সেই অতুল সুখ অনুভব করতে পাচ্চ না,

তুমি চিন্তে পারনি তাই আত্মবিনাশে যত্ন পাও ; তুমি আর কোথাও আর কারো সঙ্গে এমন সুখে জীবন যাপন করতে পার্ব্বে না ; সতীর মহিমা অদ্ভুত, সতীর কাছে ধর্ম্মরাজ মৃত্যু পরাভূত হয়েছেন। তোমার কোন কষ্টের কারণ নেই ; মন্মথ মার উপাসক হয়ে মার পুজা করেছে, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর ; যেমন সতীর কথায় নারায়ণ নামে মোহিত হয়ে আছ অমনি মোহিত হয়ে থেকে প্রকৃত সতীপতী হও এবং পবিত্র জীবনের অতুল সুখ অনুভব কর।

সাবিত্রী, সতীপ্রতিমা, সতীর কষ্ট জগতে শিক্ষা দিবার জন্য। উত্তপ্ত ঘৃতে পতিত না হলে কুঙ্কুমর গন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় না, তাই মা তোমার এ কষ্ট গেল। তুমি প্রকৃতির প্রতিরূপ মা, মন্মথ তোমায় চিন্তে পেরেছিল তাই তোমার ধন তোমার হস্তে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। মা, অতুল আনন্দে আপন কাজ সাধন কর, মঙ্গলময়ীর কার্য্য কর, আজ হতে তুমি মঙ্গলময়ীর সেবিকা, মঙ্গলময়ীর এই বিষয় বিভব তোমার রক্ষাধীন, তোমার বংশাবলী মঙ্গলময়ীর চিরকালের সেবক। অন্নপূর্ণা মা, অন্নদারূপে জীবের দুঃখ মোচন কর, জীবের আহার প্রদান কর, সতীর অতুল মহিমা জগতে প্রকাশ কর।

অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি সতীর উপাসক, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হল ; সাবিত্রীর সুখ আপনার সুখ, আপনার সাবিত্রী অন্নপূর্ণা মা বলিয়া প্রচারিত হয়েছেন. এক্ষণে অন্নদা হয়ে বিরাজ করবেন। আপনার কোনও মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ থাকবে না, যে সতীমূর্ত্তি পূজা করে, কায়মনোবাক্যে সতীর সুখ প্রার্থনা করে, সতীর দুর্গতি নাশে আপনার সুখে জলাঞ্জলি দেয়, সে মহাত্মার কোন আশা বিফল হয় না। আদ্যাশক্তি সতী তার কোনও কষ্ট রাখেন না। আপনি জগতে

সতীর মহিমা প্রচার করুন ; চিরানন্দে অবস্থান করবেন।

মন্মথ, মঙ্গলময়ীর প্রসাদে তুমি সকলি আনন্দময় দেখ্‌ছ। তোমার হৃদয় বাসনাশূন্য, কামনাশূন্য, বিকারশূন্য, আশাশূন্য, হয়েছে, তুমি মার কাছে যাবার উপযুক্ত হয়েছ, এস আমার সঙ্গে এস। (সাবিত্রীর দিকে) মা তোমার উৎসব তুমি পূর্ণ কর। উভয়ের প্রস্থান।

সা। (বিস্মিত ভাবে) এ কি হ'ল ?

উ। মা, বিস্মিত হইবার প্রয়োজন নাই ; মহাপুরুষের প্রস্থান এইরূপই হইয়া থাকে। (সাবিত্রীর প্রণাম)।

পী। দেব, মহাপুরুষের আজ্ঞা প্রতিপালনে কি সক্ষম হইব ? (প্রণাম)

উ। কোন ভয় নাই, মহাপুরুষের ইচ্ছা কখন বিফল হয় না।

পী। সাবিত্রী তবে আর কেন ; উৎসব পূর্ণ করবার জন্য প্রস্তুত হও।

ব। আমায় ঐ পবিত্র উত্তরীয় খানি দিন।

পী। (উত্তরীয় দিয়া আনন্দ সহকারে) আমার মনে ছিল মহাভারতে সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান গল্প কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বরদা, তুমি নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ ; সাবিত্রী, তুমি সতীত্ব বলে শ্বশুরের বিষয় পুনরুদ্ধার করলে, স্বামীর নূতন জীবন আনয়ন করলে ; এক্ষণে আশা করি অচিরে পরম ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিবে।

উ। সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে ; মহাপুরুষের আদেশ প্রতিপালন করুন।

সা। আপনি আমায় পথ প্রদর্শন করুন।

উ। আমি গুরুদেবের আদেশে তার জন্য প্রস্তুত আছি।

পী। ভয় নাই তবে, আয়োজন পূর্ণ করিগে ?

উ। হাঁ। (সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

মঙ্গলময়ীর মন্দির।

স্থসজ্জিত দেবীমূর্ত্তি—স্থসজ্জিত মন্দিরাভ্যন্তর।
আলোক মালায় প্রদীপ্ত ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত।
মূর্ত্তিপার্শে সাবিত্রীদেবী চামর হস্তে দণ্ডায়মানা।
অদূরে বরদা, পীতাম্বর ও হরিদাস প্রভৃতি সমাসীন
প্রজাগণ মন্দিরের উঠানে।
গাইতে গাইতে জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। জয় মা মঙ্গলময়ী জয় করুণা নিধান
তোমারি কৃপায় হ'ল উৎসব সামাধান
সতীত্ব মহিমা হইল প্রচার
পতিত জীবন পাইল উদ্ধার
পবিত্র জীবন শান্তি পারাবার
হৃদয়ে হইল সুবিমল জ্ঞান।
তুমি মা জীবের জননীর প্রাণ
নানারূপে আসি সন্তানের স্থান
করিছ নিয়ত মঙ্গল বিধান
অধম জীবেরে করিতেছ ত্রাণ।
তব কৃপা পায় যে মা চায় তায়
পাতকী তরাতে তুমিই উপায়
মঙ্গলময়ী মা বল সবে জয়
সুখে রবে সবে কর তাঁর গান।

সকলে—জয় মঙ্গলময়ী কি জয়, জয় সাবিত্রীদেবী কি জয়, জয় অন্নপূর্ণা মা কি জয়। (সকলের প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।